দুর্গাদাস

পরবর্ত্তী আকর্ষণ ! অপূর্ব্ব নাট্যসম্পদ !

শ্রীগৌর চন্দ্র ভড় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক।

বৌ-বেগম

ভারতের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায় নাটকে রূপায়িত। নারী আর সিংহাসনের লোভে ভারতের বুকে রক্তের প্লাবন—অশ্রুর বৈতরণী দুঃখের ঝঞ্ঝা—কান্নার হাহাকার। প্রভুহন্তা জালালউদ্দিনের সুলতানী গ্রহণ। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনের হস্তে অযোধ্যার শাসন ভার অর্পণ। রাজ্যলোভী আলাউদ্দিনের মালব-বিজয় ও দেবগিরি লুণ্ঠন, জামাতার হস্তে শ্বশুর আলাউদ্দিনের মৃত্যু—রুকনউদ্দিনের পলায়ন ও গুজরাটে আত্মগোপন। আলাউদ্দিনের সুলতানী লাভ। ক্রীতদাস মালিক কাফুরের রাজ্যলিপ্সা, আলাউদ্দিনের সহিত গোপনে পত্রালাপ, ছদ্মবেশে আলাউদ্দিনের গুজরাট ভ্রমণ ও কমলার রূপ দর্শন। তারপরই হলো গুজরাটের পতন। রাজা কর্ণ হলো রাজ্যহারা—হিন্দুর বৌ হলো মুসলমানের বেগম। সৌখীন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নাটক।

মূল্য ৩·০০ টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
৩৬৮ (১০৫) রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬

দুর্গাদাস

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
৩৬৮ (১০৫), রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬
শ্রীসূর্য্যকুমার শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৩৭ সাল।

প্রথম মুদ্রণ]

।। প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক ।।

ঝান্সীর রাণী শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোংতে সগৌরবে অভিনীত। ভারতলক্ষ্মী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের রক্তঝরা জীবন-কাহিনী, সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় অঙ্কিত ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। লক্ষ্মীবাঈয়ের বজ্রকঠোর ও কুসুম-কোমল প্রাণেরস্পর্শে মহীয়ান্, গোলাম ঘোষ ও মান্দারের অপূর্ব্ব প্রভুভক্তিতে সুরভিত, হিউরোজের নৃশংসতা ও এলিসের মহত্বে আন্দোলিত এই অপূর্ব্ব নাট্যগাথা নাট্যরসিক মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। কেন হিউরোজ এত নিষ্ঠুর, কোন্ বজ্র চূর্ণ করলে সারঙ্গী ঘোড়ীর দুর্দ্ধর্ষ আরোহিণীকে, কেমন ক'রে নীরব হ'লো লৌহমানব তান্তিয়া তোপীর তোপের গর্জ্জন, যদি জানতে চান, পাঠ করুন ঝান্সীর রাণী। এমন চমৎকার দেশাত্মবোধক নাটক আগে হয়নি। মূল্য তিন টাকা।

কণ্ঠহার শ্রীগৌড়চন্দ্র ভড় প্রণীত নূতন বিয়োগান্ত নাটক। ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত দুটি তরুণ-তরুণীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। অত্যাচারী কালী নাগের নৃশংসতায় ফতেজংপুরের রাজা মুকুন্দ রায়ের ভাগ্য-বিপর্যয়, নবাব সায়দ খাঁর সদাশয়তা, শত্রুজিতের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, মহানন্দের ষড়যন্ত্র, সুন্দরের অনাবিল স্নেহধারা, তোরাবের প্রভুভক্তি, নবাব-কন্যা দৌলতের সরলতা, শিবানীর স্বর্গীয় প্রেম, উল্টোর মহানুভবতা নাটকের উপজীব্য। তাছাড়া রণস্থলে শিবানীর গলায় কণ্ঠহার দর্শনে কালী নাগের আর্তনাদ। মূল্য ৩'০০ টাকা।

রক্তের আলপনা ব্রজেন দে'র অভিনব পঞ্চাঙ্ক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ আর্য্য অপেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী। মরীচি-মালী সূর্য্যের নন্দন কর্ণকে আপনারা জানেন কিন্তু তার আর একটি ভাগ্যহীন পুত্র শিলাদিত্যের অমর কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়াছেন কি? কাপুরুষ রাজা কনক সেনের রাজ্যে পারদরাজ রক্তপাণির অভিযান, শিলাদিত্যের শৌর্য্যবলে বল্লভীপুরের মুক্তি, কনক সেনের বন্দিত্ব ও রক্তপাণির পলায়ন। কিন্তু গোল বাধলো রক্তপাণির পালিতা কন্যা পুষ্পবতী; পঞ্চশর তীর নিক্ষেপ করলে। রক্তপাণির সুখের সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আবার এল রক্তপাণি। বেইমানের চক্রান্তে শিলাদিত্যের সূর্য্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্ব রথ উঠল না। রণসজ্জায় শুয়ে রইল বীর শিলাদিত্য, মুমূর্ষুর গলায় প্রজাপতি পুষ্পমাল্য দুলিয়ে দিলে। মূল্য ২'৭৫ টাকা।



মায়ার মন্দাকিনী ভক্তির ভাগীরথী

শ্রীমতী মায়া বসুর

করকমলে—

কাকা।

ভূমিকা

নাট্যরসিকগণের তাগিদে "দুর্গাদাস" প্রকাশিত হইল। নবরঞ্জন অপেরার প্রয়োজনে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এই নাটক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। অভিনেতাগণের অকুণ্ঠ নিষ্ঠার ফলে এই নাটকের অভিনয়ে নবরঞ্জন অপেরা কি অপরিসীম যশ লাভ করিয়াছিল, যাত্রামোদীরা সকলেই তা জানেন।

রাজভক্ত রাঠোরবীর দুর্গাদাসের অলৌকিক কাহিনী নিয়া স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল যে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার গৌরব কোনদিন ম্লান হইবার নয়। আমি সযত্নে তাঁহার প্রভাব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবু যদি কোথাও কোন ছায়া পড়িয়া থাকে, সেজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু লজ্জিত নই।

নাটকের সকল অভিনয়ের জন্য যাঁহারা অকুণ্ঠ শ্রম দান করিয়াছেন, তাঁহাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি—

গ্রন্থকার।

পরিচয়

—পুরুষ—

রাজসিংহ	...	...	মেবারের রাণা।
ভীমসিংহ জয়সিংহ }	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
দুর্গাদাস	...	...	মাড়বারের সেনাপতি।
অজিতসিংহ	...	...	মাড়বার রাজপুত্র।
আলমগীর	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
আকবর	...	...	ঐ পুত্র।
দিলীর খাঁ	...	...	সম্রাটের সেনানী।
ভূপালসিং	...	...	অম্বরের রাজা।
ইন্দ্রসিং	...	...	অজিতসিংহের জ্ঞাতি।
ইয়াসিন	...	...	ঐ ভৃত্য।
মীর মহম্মদ	...	...	আলমগীরের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

—স্ত্রী—

তারাবাঈ	...	...	মেবারের রাণী।
রাণীবাঈ	...	...	মাড়বারের রাণী।
কাশ্মীরীবেগম	...	...	আলমগীরের পত্নী।
চম্পা	...	...	ইন্দ্রসিংহের ভগ্নী।

॥ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক ॥

বাপ্পাদিত্য যশস্বী নাট্যকার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ আর্য অপেরার উজ্জল জ্যোতিষ্ক। ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পাদিত্য কে—কি তার জন্মরহস্য—কেমন ক'রে জঙ্গলের অন্ধকারে লুকিয়েছিল তার দুর্জয় ক্ষাত্রতেজ—কারই বা অগ্নিমন্ত্রে জেগে উঠেছিল সে সিংহশক্তি—যার প্ররোচনায় মহামায়ার আশীর্বাদী অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল মুসলমানের বিরুদ্ধে, তারই বিচিত্র নাট্যরূপায়ণ এই বাপ্পাদিত্য। শুধু তাই নয়। আরও আছে 'শৈশবের খেলাঘরের রাধা' লীলার সঙ্গে বাপ্পাদিত্যের চমকপ্রদ পরিণয়-কাহিনী, অতি ঘনিষ্ঠতা সত্বেও তাদের বিচ্ছেদের মর্মান্তিক দৃশ্য, কাল-ভুজঙ্গিনী সালিমা ও সামন্তরাজগণের চক্রান্ত, আশ্রয়দাতা মালরাজের হত্যা। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অপূর্ব নাটক। মূল্য ৩'০০ টাকা।

মহাতীর্থ কালীঘাট শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ রচিত। বৈকুণ্ঠ নাট্য কোম্পানী যাত্রাপার্টিতে অভিনীত। এই নাটকে দেখতে পাবেন—একান্ন পীঠের অন্যতম মহাপীঠ মহতীর্থ কালী-ঘাটের সৃষ্টি রহস্য। নীলগিরি পর্ব্বতে ব্রহ্মানন্দ গিরির কঠোর তপস্যায় মায়ের আবির্ভাব হ'লো শীলারূপে সুরধনীর তীরে—যেখানে সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলির পাশে সদা জাগ্রত প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন নকুলীশ ভৈরব। তারপর? ...সেবায়েতের গদী নিয়ে হলো কাড়াকাড়ি। রাজা বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে হলো রুদ্রযামলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। রক্তলোলুপা মা হলেন "গৃহীর মা"। সর্ব্বকালের মহাকীর্ত্তিমণ্ডিত এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ এই মহাতীর্থ কালীঘাট। মূল্য ৩'০০ টাকা।

মৃত্যু-বাসর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ রচিত ঐতিহাসিক নাটক। কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীর বিজয় পতাকা। দুর্দ্ধর্ব পাঠান দস্যু-সর্দ্দার রহিম খাঁর নৃশংস অত্যাচারের সঙ্গে বাংলার হিন্দুকুলকলঙ্ক সুভাসিংহ কেমন ভাবে বর্দ্ধমানের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিল রাজা কৃষ্ণরামরায়, সেই আগুনে কেমন ভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিল, রাজ-কন্যা সত্যবতীর শাণিত ছুরি সুভাসিংহের বুকের রক্তে কেমন লাল হয়ে উঠেছিল, পাঠান-অত্যাচারিতা বিন্দুর বুকফাটা আর্ত্তনাদে বর্দ্ধমানের পথঘাট কেমন ভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, কার প্রতিহিংসার প্রচণ্ড সংঘাতে মহাদুঃখের শ্মশান-মঞ্চে কার চিতাভস্মের উপর কেমন করে রাজকন্যা সত্যবতীর "মৃত্যু-বাসর" রচিত হলো দেখুন। মূল্য ৩'০০ টাকা।

দুর্গাদাস

——:(*):——

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর প্রাসাদ-কক্ষ।

আলমগীর।

আলম। দীন দুনিয়ার মালেক মেহেরবান খোদা, সব তোমারই মর্জি! তোমারি মহিমা প্রচার করতে দিল্লীর শাহীতক্তে আমি বসেছি। যারা বাধা দিয়েছিল, তারা প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। অপরিণামদর্শী পুত্র মহম্মদ চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কচ্ছে। দারা সুজা মোরাদ—আরও শত শত কাফের কবরের তলায় ঘুমিয়ে আছে। বাকী ছিল মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। তাকেও আমি নির্ব্বংশ করব। সব তোমার মর্জ্জি খোদা!

গীতকণ্ঠে মীরমহম্মদের প্রবেশ।

মীরমহম্মদ।—

গীত।

ওরে, মনকে আঁখি ঠারিস না।
খোদার নামের আড়াল দিয়ে মুলুকটারে মারিস না।

কত মাথা নিলি পাগল, কি হল তোর ফল,
নয়নের ঘুম বিদায় নিল, এবার মক্কা চল;
যতই পরিস বাদশাহী সাজ,
নিঃস্ব যে তুই রাজাধিরাজ,
লাভের কড়ি কুড়িয়ে নিতে আসলে আর হারিস না।

আলম। হজরৎ!

মীর। এ তুমি কচ্ছ কি আলমগীর? হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে তুমি ভারতবর্ষ শাসন করতে চাও? পারবে না সম্রাট, পারবে না। এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু, দেশটাকে যদি শাসন করতে চাও, তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ কর, দুশমন করে তুলো না।

আলম। ভারতে হিন্দু কেউ থাকবে না। সবাইকে আমি ইসলামের পতাকাতলে টেনে আনব। আপনি ত জানেন ইসলামের আবাদ করার জন্যেই আমি সিংহাসনে বসেছি।

মীর। তুমি ভুল পথে চলেছ আলমগীর। হিন্দু ধর্ম্ম বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, কখনও নিশ্চিহ্ন হবে না। জোর করে ভয় দেখিয়ে কতকগুলো হিন্দুকে তুমি কলমা পড়াতে পার, কিন্তু তাতে ইসলামের এতটুকু শক্তি বৃদ্ধি হবে না। তোমার এই ভ্রান্ত নীতির ফলে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আলম। ধ্বংস হবে না, আরও শক্তিশালী হবে।

মীর। কথা শোন আলমগীর। যদি রাজ্যের মঙ্গল চাও, ইসলামের মঙ্গল চাও, অবিলম্বে হিন্দুদের মাথার উপর এই সর্ব্বনেশে জিজিয়া কর প্রত্যাহার কর, যশোবন্ত সিংহের পুত্র পরিবারকে সসম্মানে

মাড়বারে পাঠিয়ে। একদিন আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম। আমার অনুরোধ রাখ, এ হিন্দুবিদ্বেষ পরিত্যাগ কর।

[প্রস্থান।

আলম। বিদ্বেষ! কারও উপর আমার বিদ্বেষ নেই। আমি পবিত্র ইসলামের সেবক,—মানুষকে আমি ঘৃণা করি না, কাফেরকেও মানুষ বলে মনে করি না। হিন্দুদের মাথায় উপর জিজিয়া কর বসিয়েছি, এর পরে বিদ্রোহের উপর কর বসাব, দেখি হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকে?

ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ।

ইন্দ্রসিং। দিল্লীশ্বরের জয় হক।

আলম। তোমারি নাম ইন্দ্রসিং? মহারাজ যশোবন্ত সিংহের আত্মীয় তুমি?

ইন্দ্রসিং। হাঁ্যা সম্রাট্।

আলম। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইন্দ্রসিং, মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে আমি বরাবর পরমাত্মীয় বলে মনে করতাম, অথচ তিনি আমাকে দুশমন ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না।

ইন্দ্রসিং। যশোবন্ত সিংহের কথা আর বলবেন না জাঁহাপনা। লোকটা যেমন অভদ্র, তেমনি নির্ব্বোধ। নইলে খিজুয়া যুদ্ধে আপনার সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে?

আলম। তবু আমি তাকে ক্ষমা করেছিলাম ইন্দ্রসিং। এত আঘাত যে করেছে, তাকেও আমি পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসাতে গিয়ে আমি সবার চেয়ে বেশী বাধা পেয়েছি এই যশোবন্ত সিংহের কাছে।

ইন্দ্রসিং। অপদার্থ, অপদার্থ। জিজিয়া কর স্থাপন করে আপনি কি এমন অন্যায় করেছেন? মুসলমান রাজত্বে বাস করতে হলে একটু করের বোঝা বইতে পারবে না?

আমল। সবই আমার নসীবের দোষ। যেতে দাও, যেতে দাও, এত দুশমনি করেও মহারাজ যদি আজ বেঁচে থাকতেন। কাবুলের সামান্য বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে—অমন একটা বীরপুরুষ আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলে। তাঁর কথা মনে হলে এখনও আমার চোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়। ওঃ—

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। বান্দার সেলাম পৌছে জাঁহাপনা।

আলম। দিলীর খাঁ, রাজকীয় সম্মানে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে?

দিলীর। হ্যাঁ সম্রাট্।

আলম। আততায়ীর সন্ধান পেয়েছ?

দিলীর। পেয়েছি! তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছি।

আলম। গুলি করে খতম কর নি কেন?

দিলীর। যা করতে হয় আপনিই করুন জাঁহাপনা, আপনার আদেশে মহারাজের স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছি।

আলম। উত্তম করেছ। শাহী বাগের সুরম্য প্রাসাদে রাজ-পরিবারের স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছি। দেখো যেন তাদের কোন অসুবিধা না হয়। আহা, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পরিবার, তারা কি আমার পর?

ইন্দ্রসিং। সম্রাট্।

দিলীর। জাঁহাপনা, মহারাজের সেনাপতি দুর্গাদাস রাজপরিবারকে নিয়ে যেতে দিল্লীতে এসেছে।

আলম। বটে! তাহলে তুমি আর দেরী করো না ইন্দ্রসিং। এই নাও আমার সনদ। আজ থেকে আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি মাড়বার রাজ্য শাসন করবে। বছরে বিশ হাজার আশরফি রাজস্ব দেবে, তার উপর জিজিয়া কর। বুঝেছ—[প্রস্থানোদ্যোগ]

ইন্দ্রসিং। বুঝেছি। জাঁহাপনার জয় হক। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দিলীর। দাঁড়াও। এসব কি সম্রাট্?

আলম। কোন্ সব?

দিলীর। আপনি কি মাড়বার রাজ্য আপনার অধিকারে নিয়ে আসতে চান?

আলম। না-না, কে বললে?

দিলীর। তবে মাড়বারের সিংহাসনে আপনার প্রতিনিধি বসবে কেন, আর আপনাকে রাজস্বই বা দিতে হবে কিসের জন্যে?

আলম। মহারাজ আমার সেনাপতি ছিলেন। তার শিশুপুত্রের স্বার্থ আমি না দেখলে দেখবে কে? যতদিন সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, ততদিন তার রাজ্য আমাকেই বুক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। বিশ বছর বয়স হলেই তার গচ্ছিত সম্পদ আমি তার হাতে তুলে দেব।

দিলীর। অমন কাজ করবেন না সম্রাট্। হিন্দুরা বারুদ হয়ে আছে, আপনি তার উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবেন না। তাতে আপনারও মঙ্গল হবে না, রাজ্যেরও মঙ্গল হবে না।

আলম। সব আল্লাতাল্লার মর্জি। মানুষ কিছুই করতে পারে না। তুমি তাহলে যাত্রা কর ইন্দ্রসিং। বিবাহের আয়োজন কর গে। শাহজাদা একপক্ষ কালের মধ্যে মাড়বারে উপস্থিত হবে।

দিলীর। ইন্দ্রসিং, যদি বাঁচতে চাও, দেশের সঙ্গে বেইমানি করো না। যদি মরার পালক গজিয়ে থাকে, তবেই গিয়ে সিংহাসনে বসো।

ইন্দ্রসিং। মরার পালক আমার গজায় নি,—গজিয়েছে আপনার।

দিলীর। দুর্গাদাস এখনও বেঁচে আছে হিন্দু।

ইন্দ্রসিং। দুর্গাদাসের ভয়ে দিলীর খাঁ মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারে, ইন্দ্রসিং তাকে গ্রাহ্য করে না।

[প্রস্থান।

দিলীর। লোকটাকে ফেরান সম্রাট্। এখনও ভেবে দেখুন—

আলম। আলমগীর দুবার ভাবে না।

দিলীর। মহা অনর্থ হবে।

আলম। অর্থ থাকলে অনর্থও হয়।

দিলীর। জাঁহাপনা, যশোবন্ত সিংহের আততায়ী কবুল করেছে যে মহারাজকে হত্যা করতে রাজশক্তিই তাকে নিয়োজিত করেছে। কথাটা তখন বিশ্বাস করি নি। মনে করেছিলাম সম্রাটের নামে অপবাদ দেবার জন্য এ আমীর ওমরাহদের ষড়যন্ত্র! মোগল সাম্রাজ্যের এত বড় একটা স্তম্ভ ধূলিসাৎ করতে সম্রাট আমলগীর যে এই ঘৃণ্য চক্রান্ত করতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আজ মাডবার গ্রাস করবার জন্য আপনার এই আগ্রহ দেখে বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করিয়েছেন আপনি।

আলম। তুমি বড় উত্তেজিত হয়েছ দিলীর খাঁ।

দিলীর। উত্তেজিত! শাহান শা, বুকের ভাষা বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। রক্ত সমুদ্রে সাঁতার কেটে আপনি এসে দিল্লীর

মসনদে বসেছেন। চোখের উপর দেখেছি দারার হত্যা, সম্রাট শাহজাহানের নিগ্রহ, তবু আপনার একান্ত অনুরোধে আমি আপনার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করেছিলাম। তখন ভাবতে পারিনি মসনদ পেয়েও আপনার রক্ত পিপাসা মিটবে না। বন্ধু যশোবন্ত সিংহের এই হত্যা আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে।

আলম। বন্ধু! খিজুয়া যুদ্ধের কথা কি তোমার মনে নেই দিলীর খাঁ?

দিলির। খিজুয়া যুদ্ধে আপনাকে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে তিনি যদি অপরাধ করে থাকেন, তার প্রায়শ্চিত্তও তিনি করেছিলেন আপনার জন্য কলিজার রক্ত দিয়ে। তার পুরস্কার এই হত্যা?

আলম। তুমি কি জান না, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনে সব চেয়ে বেশী বাধা আমি পেয়েছি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে।

দিলীর। জিজিয়া কর! সম্রাট, এই জিজিয়া কর মোগল সাম্রাজ্যের কবর খনন করবে।

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। বন্দেগী সম্রাট্।

দিলীর। এস দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। মহামান্য সম্রাট আলমগীর, আমার প্রভু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নিহত।

আলম। বড়ই দুঃখের বিষয়।

দুর্গাদাস। দুঃখের বিষয়! আপনার এক চোখে অশ্রু টলমল কচ্ছে, আর এক চোখে হাসির দীপ্তি খেলছে কেন সম্রাট? তাহলে

লোকে যা বলছে, তাই কি সত্য? মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে আপনিই হত্যা করিয়েছেন?

আলম। তোমার কি মনে হয়?

দুর্গাদাস। মনে হয়, সম্রাট আলমগীরের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। আপনার সিংহাসনে বসার রক্তাক্ত ইতিহাসই তার সাক্ষী। এমনি করে গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দিয়ে আপনি তাকে অকাল মৃত্যু দিয়ে খিজুয়া যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

আমল। খিজুয়া যুদ্ধে তোমার প্রভুর সেই বেইমানির ইতিহাস তাহলে তুমি জান?

দুর্গাদাস। জানি। আর এও জানি যে আপনি তাকে কুচক্রীর কথা শুনে অসম্মান করেছিলেন বলেই তিনি আপনাকে সেদিন ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তারপর আপনার অনুরোধে তিনি যখন আবার আপনার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করেছিলেন, তখন আপনার সাম্রাজ্য তিনি কি বুক দিয়ে রক্ষা করেন নি? কাবুলের বিদ্রোহ তিনিই কি দমন করেন নি? তার পরিণাম এই গুপ্তহত্যা!

আলম। এ তুমি বলছ কি উন্মাদ? গুপ্তহত্যা করবে সম্রাট আলমগীর?

দুর্গাদাস। ছলনা করে লাভ নেই সম্রাট। আমি সব জেনে শুনেই আপনার কাছে এসেছি। সম্রাট আলমগীর নিষ্ঠুর হলেও তাঁকে আমরা যোদ্ধা বলেই জানতুম। তিনি যে গুপ্তঘাতক, তা আমাদের জানা ছিল না।

আলম। হুঁসিয়ার রাঠোর সেনানি।

দুর্গাদাস। হুঁসিয়ার সম্রাট আলমগীর। আমরা মেষ নই, মানুষ। আপনি বেছে বেছে হিন্দুদের উপর কর বসিয়েছেন, প্রাদেশিক শাসন

কর্তাদের গোপনে হুকুম দিয়েছেন হিন্দুর বিদ্যালয় আর মন্দির ধ্বংস করতে। তার উপর রাজপুতবীর যশোবন্ত সিংহের এই পৈশাচিক হত্যা হিন্দু সমাজ নীরবে সহ্য করবে না। আর এত পাপ সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পরমেশ্বরও ক্ষমা করবেন না।

আলম। তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে পরমেশ্বরকেই স্মরণ কর। যা করবার তিনিই করবেন।

দুর্গাদাস। রাজপরিবার কোথায়?

দিলীর। তাঁরা শাহীবাগে আছেন দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। কেমন আছে আমার প্রভুপুত্র অজিতসিং?

দিলীর। ভালই আছে, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

দুর্গাদাস। রাজপরিবারকে আমি আজই যোধপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সম্রাট। আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি একদিনের জন্য তাদের আশ্রয় দিয়েছেন।

আলম। যশোবন্ত সিংহের পরিবারকে আমি চিরদিনই আশ্রয় দেব।

দুর্গাদাস। আর তার প্রয়োজন নেই সম্রাট। আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, আর অনুগ্রহ আমরা চাই না। রাজপরিবারকে যোধপুরে ফিরিয়ে নিয়ে আমি কুমার অজিত সিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করব।

আলম। সিংহাসনের ব্যবস্থা আমিই করেছি।

দুর্গাদাস। তার অর্থ?

দিলীর। অর্থ বুঝলে না রাঠোর বীর? তুমি মাড়বার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের রাজ্য মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দুর্গাদাস। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন মাড়বার?

আলম। নাবালক রাজকুমারের সম্পত্তি রক্ষার ভার আমাকেই ত নিতে হবে। অজিত সিংহ সাবালক হক, তখন তার সিংহাসনে আবার আমিই তাকে বসিয়ে দেব।

দুর্গাদাস। কে আপনি অজিত সিংহের স্বকল্পিত অভিভাবক? রাজপুত জাতি মরে নি, যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের স্বার্থ রক্ষা করতে তারাই যথেষ্ট, দিল্লীশ্বরের তার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করার কোন প্রয়োজন নেই।

আলম। তুমি বললেই ত আমি দায় এড়িয়ে যেতে পারি না। খোদাতালার কাছে আমি কি জবাব দেব?

দুর্গাদাস। এই জবাব দেবেন—যে অজিত সিংহের অসংখ্য জ্ঞাতি আছে, তার পিতাকে হত্যা করিয়ে তার অভিভাবক হওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই। সে আমার প্রভুপুত্র, আমার ভাই। তার রাজকোষে যদি অর্থাভাব হয়, আমি তার জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরব, তবু আপনার অযাচিত দয়া নেব না।

আলম। কে এ বেয়াদপ? দিলীর খাঁ!

দিলীর। এ আপনি বুঝতে পারবেন না সম্রাট। আপনার ভৃত্যেরা আপনাকে ভয় করে, ভাল কেউ বাসে না। আপনি তাদের অবিশ্বাস করেন, তারা আপনাকে অশ্রদ্ধা করে। প্রভু-ভৃত্যের এ ভালবাসার সম্বন্ধ আপনার অজ্ঞাত জাঁহাপনা। রাজার শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে তার সেনাপতি উন্মাদ হয়ে ছুটে এসেছে। তার কথায় ক্ষিপ্ত হবেন না। যাও দুর্গাদাস, শাহীবাগ থেকে রাজ-পরিবারকে নিয়ে তুমি চলে যাও।

আলম। না।

দিলীর ও দুর্গাদাস। না?

আলম। অজিত সিংহকে আমি মাড়বারের সিংহাসনে নিজের হাতে বসিয়ে দিতে পারি, যদি সে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

দিলীর। সম্রাট!

আলম। নইলে সে সিংহাসনও পাবে না, দিল্লী ত্যাগ করে স্বদেশেও যেতে পাবে না।

দুর্গাদাস। এও কি খিজুয়া যুদ্ধের প্রতিশোধ?

আলম। প্রতিশোধ ঠিক নয়, তবে সবাই জানে, তুমিও শুনে যাও। আলমগীর কিছু ভোলে না রাজপুত।

দুর্গাদাস। দুর্গাদাসও কিছু ভোলে না দিল্লীশ্বর! রাজপুত জাতিকে যদি আপনি সদয় ব্যবহারে আপন করে নিতে পারতেন, তাহলে মোগল শক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের বুকে রাজত্ব করতে পারত। আপনার পূর্ব্ব পুরুষ সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্যের যে ভিত গড়ে রেখে গিয়েছিলেন, আপনার হাতেই তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। জিজিয়া কর আর যশোবন্ত সিংহের হত্যা আপনার সর্ব্বনাশা যজ্ঞ ষোল কলায় পূর্ণ করেছে। জিজিয়া কর আমরা দেব না, আর যশোবন্ত সিংহের হত্যার চরম প্রতিশোধ নেব।

[প্রস্থান।

আলম। দিলীর খাঁ! যশোবন্ত সিংহের রাণীকে আর অজিত সিংহকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এস।

দিলীর। সম্রাট!

আলম। এখনি যাও, দেরী করো না।

দিলীর। যাচ্ছি জাঁহাপনা। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী-পুত্রের উপর আপনি যদি অকারণ অত্যাচার করেন, তাহলে রাজপুত জাতির প্রচণ্ড আঘাতে আপনার সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ধূলোয় লুটিয়ে পড়বে।

[প্রস্থান।

আলম। যশোবন্ত মরেছে, তার স্ত্রী-পুত্র কাউকে আমি জীবিত রাখবো না। তারই বেইমানির ফলে সুজা আরাকানে পালিয়ে গিয়ে বর্ব্বর দস্যুর হাতে প্রাণ দিলে, তার স্ত্রী মোগল রাজবংশের কুলবধূ ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরে গেল। সুজার কন্যা আজ সেই বর্ব্বর আরাকানরাজের অঙ্কশায়িনী। যার জন্য বংশের এত বড় কলঙ্ক সম্ভব হল, তার বংশকে ক্ষমা আমি করব? না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শাহীবাগ।

রাণীবাঈ ও অজিত সিংহ।

অজিত। কেন মা তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ? আমি সম্রাট আলমগীরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব, কোন্ অপরাধে আমার পিতা আততায়ীর হাতে নিহত?

রাণীবাঈ। জিজ্ঞাসা করে কোন ফল হবে না অজিত। আমি জানি, এ সেই খিজুয়া যুদ্ধের প্রতিশোধ। শয়তান আলমগীর কারও কোন অপরাধ ভোলে না, কাউকে সে আপন করতে পারে নি। তোমার পিতা তার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ ছিলেন, তবু তার রোষানল তাকে নিষ্কৃতি দিলে না।

অজিত। আমাদের এখানে আনবার উদ্দেশ্য কি মা?

রাণীবাঈ। বুঝতে পাচ্ছি না। এই প্রাসাদোপম সুসজ্জিত অট্টালিকা, এই রাজকীয় সম্মান ত আমাদের প্রাপ্য নয়। আমি দুর্গাদাসকে সংবাদ পাঠিয়েছি। সে এলেই আমরা যোধপুরে ফিরে যাব।

অজিত। নাই আসুন সেনাপতি। চল মা, আজই আমরা দিল্লী থেকে চলে যাই। পিতাকে যে হত্যা করিয়েছে, তার দেওয়া রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে মুঠো মুঠো ছাই খাওয়া অনেক ভাল।

রাণীবাঈ। আবার বল্—আবার বল্ অজিত, পিতৃহন্তার রাজ-ভোগের চেয়ে ছাই খাওয়া অনেক ভাল। স্বামীর ক্ষত বিক্ষত দেহ

আমি চোখের উপর দাঁড়িয়ে ভস্মীভূত হতে দেখেছি। সহমরণে যাবার জন্ম মনটা ব্যাকুল হয়েছে। তোমার মুখ চেয়ে এই অসার দেহটাকে এখনও ধরে রেখেছি। কবে তুমি বড় হবে, কবে মাড়বারের সিংহাসনে বসে তুমি তোমার পিতৃহন্তার এই পৈশাচিকতার প্রতিশোধ নেবে?

অজিত। মা?

রাণীবাঈ। চোখে কি দেখতে পাব না, রাজপুতের হাতে আলমগীরের নিগ্রহ? কাণে কি শুনতে পাব না তার বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস? কবে আসবে সেদিন?

অজিত। স্থির হও মা।

রাণীবাঈ। স্থির হব? দেখিস নি অজিত? দেখিস নি তোর পিতার সেই ক্ষত-বিক্ষত দেহ? কত আঘাত অজিত! কতজন এক সঙ্গে আক্রমণ করেছিল, কে জানে? খবর পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখলাম, সেই মুমূর্ষু দেহের চারিদিকে দশজন আততায়ীর মৃতদেহ পড়ে আছে। চীৎকার করে ডাকলাম,—"মহারাজ।" বেদনাহত চোখ দুটি জবা ফুলের মত পাপড়ি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে একবার বললেন—"প্রতিশোধ নিও।" ওঃ—আমি পাগল হয়ে যাব।

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। রাণী মা, রাণী মা, আমি এসেছি রাণী মা।

অজিত। এসেছ দাদা? তোমার আশায়ই আমরা পথ চেয়ে বসে আছি।

দুর্গাদাস। কেমন আছ কুমার? ভাল আছ ত?

অজিত। দাদা,—

দুর্গাদাস। কাঁদছ অজিত? না-না, তুমি কেন কাঁদবে? কাঁদবার জন্যে রাণীমা আছেন, আমি আছি। তুমি হাসবে, খেলবে, নাচবে।

অজিত। কবে আমরা বাড়ী যাব দাদা?

দুর্গাদাস। আজিই, এখনি।

রাণীবাঈ। দুর্গাদাস, সব শুনেছ।

দুর্গাদাস। শুনেছি রাণীমা। আমি বিশ্বাস করিনি যে সম্রাট আলমগীর নিজের হাতে নিজের এত বড় একটা স্তম্ভ চূরমার করতে পারেন। সন্দেহাকুল মনে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম সেনানী দিলীর খাঁ অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করলাম—কার চক্রান্তে আমার প্রভু নিহত?

অজিত। কি বললে সেই শয়তান?

দুর্গাদাস। দশবার খোদার নাম করলেন, আর দশবার কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। কিন্তু আমি জানি, এ খিজুয়া যুদ্ধের প্রতিশোধ।

রাণীবাঈ। আমিও সব জানি।

দুর্গাদাস। সব জানেন রাণীমা। মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি পাগল হয়ে কাবুলে ছুটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম দিলীর খাঁ আপনাদের নিয়ে দিল্লীতে যাত্রা করেছে। ফিরে এলাম দিল্লীতে। এই অবসরে সম্রাট আলমগীর একদল বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় মাড়বারের সিংহাসন অধিকার করেছে।

রাণীবাঈ। সিংহাসন অধিকার করেছে!

অজিত। মাড়বার তাহলে আজ মোগল সম্রাটের অধীন?

দুর্গাদাস। হ্যাঁ অজিত। তোমাদের জ্ঞাতি ইন্দ্রসিং সম্রাটের সনদ নিয়ে এইমাত্র দিল্লী ছেড়ে চলে গেল। আমি তাকে বললাম,—যদি

প্রাণের মায়া থাকে যোধপুরের সিংহাসন স্পর্শ করো না। সদম্ভে উত্তর দিলে—তোমাদের যদি প্রাণের মায়া থাকে, মাড়বারের মাটি স্পর্শ করো না।

রাণীবাঈ। ইন্দ্রসিংহ মাড়বারের রাণা! আর রাজকুমার আজ পথের ভিক্ষুক? এই ইন্দ্রসিং ছিল মহারাজের পা-চাটা কুকুর, আমরা মনে করেছিলাম, আমাদের এত বড় রাজভক্ত প্রজা মাড়বারে আর কেউ নেই। অজিতের সিংহাসন অধিকার করতে তার লজ্জা হল না।

দুর্গাদাস। রাজনীতির মধ্যে লজ্জার স্থান নেই রাণীমা।

রাণীবাঈ। রাজনীতি যদি প্রভুভক্তিকে ছাড়িয়ে যায় দুর্গাদাস, তুমি কেন সিংহাসন অধিকার করলে না?

দুর্গাদাস। আমায় অপরাধী করবেন না রাণীমা।

রাণীবাঈ। সম্রাটকে তুমি বললে না যে স্বাধীন মাড়বারের উপর আপনার কি অধিকার?

দুর্গাদাস। বলেছিলাম। তিনি বললেন,—মহারাজ যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কুমার সাবালক হলেই তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেব।

রাণীবাঈ। না না, রাজাকে হত্যা করিয়ে রাজকুমারের অভিভাবকত্ব করতে আমি তাকে দেব না। তাকে বল গে যাও, অজিত সিংহের অভিভাবক হতে আমি আছি, তুমি আছ, মেবারের রাণা রাজসিংহ আছেন, আরও আছে অসংখ্য রাজপুত। ভণ্ড, হিন্দুবিদ্বেষী আলমগীরের অনুগ্রহে আমাদের প্রয়োজন নেই।

দুর্গাদাস। সবই আমি বলেছি রাণী মা। সম্রাট শেষ কথা কি বললেন জানেন?

অজিত। কি বললে?

দুর্গাদাস। থাক সে কথা।

রাণীবাঈ। বল দুর্গাদাস, কি বলেছে সম্রাট?

দুর্গাদাস। বললেন,—অজিত সিংহকে আমি নিজের হাতে মাড়বারের সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারি, যদি সে—

রাণীবাঈ। যদি সে নতজানু হয়ে পিতার অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাই না?

দুর্গাদাস। বাদশাহী মর্জ্জি এত ছোট নয় রাণীমা। মাড়বারের সিংহাসন অজিত সিংহকে তিনি দিতে পারেন, যদি সে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

রাণীবাঈ। ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র? আকাশের বিদ্যুৎ নেমে আসবে যার তার অঙ্গুলিসঙ্কেতে? এ কি উন্মাদ?

অজিত। পিতার প্রাণ নিয়েও সম্রাটের রাগ গেল না? আবার আমাকে ধর্ম্মত্যাগ করতে বলছে?

দুর্গাদাস। করবে ধর্ম্মত্যাগ।

অজিত। তার চেয়ে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মরব।

দুর্গাদাস। ভেবে দেখ, রাজ্য পাবে।

অজিত। রাজ্যের জন্যে যদি ধর্ম্ম হারাতে হয়, সে রাজ্য আমি চাই না। আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র, প্রতাপ সিংহের জাত-ভাই, মৃত্যু আমার চিরসাথী, দারিদ্র্য আমার খেলার বস্তু।

দুর্গাদাস। আমার সঙ্গে মরতে পারবে ভাই?

অজিত। পারব দাদা। আমি রাজপুত, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।

দুর্গাদাস। এস তবে মাড়বার রাজবংশের শেষ প্রদীপ, অস্ত্র-

শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমার পিছে পিছে এস; মৃত্যু যদি আসে, আগে আমিই তাকে আলিঙ্গন করব, তুমি আসবে আমার পশ্চাতে। কথা বলবার সুযোগ আর হয়ত পাব না ভাই। আমি যদি মরি, তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ রইল, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণ রক্ষা করো না রাণীমা,—

রাণীবাঈ। যাও দুর্গাদাস, আমার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি বজ্রাঘাতে মরব না, প্লাবনে ভেসে যাব না, যতদিন আলমগীরের মাথাটা মাটিতে মিশিয়ে দিতে না পারব, ততদিন এই দেহটাকে যেমন করে পারি বাঁচিয়ে রাখব। দুর্গাদাস, রাজবংশের পিণ্ডস্থল এই বালককে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পার, তোমার প্রভুভক্তির ঋণ পরিশোধ হবে। আর আমার কিছু বলবার নেই, ভগবান্ তোমার সহায় হন।

অজিত। আশীর্ব্বাদ কর মা।

রাণীবাঈ। আশীর্ব্বাদ করি, অসম্মানের গ্লানি বহন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরতে যেন তোমার সাহস হয়। যদি বেঁচে থাক, আবার দেখা হবে চিতোরের রাজপ্রাসাদে।

[অজিতের প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

দুর্গাদাস। মোগলসৈন্য এসে পড়েছে। আমি কুমারকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা।

রাণীবাঈ। দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস। জানি মা কোথায় তোমাকে রেখে যাচ্ছি। বাইরে হিংস্র মোগলদস্যুর দল উদ্যত অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলমগীর তোমাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। মোগলের

হারেমে যদি যেতে হয় যেও, কিন্তু সেখানে গিয়ে মরতে হয় মরবে, তবু আমার প্রভুর পরিচয় মুছে ফেলো না, হিন্দুর ঠাকুর-দেবতাকে ভুলে যেও না, প্রাণের ভয়ে ধর্ম্মটাকে ডালি দিও না মা।

রাণীবাঈ। তুমি কি বলছ দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। আমি পাগল হয়েছি মা। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অজিতকে নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। দুজনের ভার এখন বইতে পারব না। যদি সসম্মানে জীবনটাকে ধরে রাখতে পার, আমি নিশ্চয়ই তোমায় উদ্ধার করব। আর যদি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দাও, সপ্ত সাগরের তলায় লুকিয়ে থাকলেও আমি তোমার বুকের রক্তে স্নান করব।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

রাণীবাঈ। আলমগীর, মনে করো না, তোমার বিচারক কেউ নেই।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। দাঁড়ান মহারাণি। আপনার পুত্র কোথায়? তাকে ডাকুন। বাইরে তাঞ্জাম অপেক্ষা কচ্ছে। আমি আপনাদের রাজ-প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাণীবাঈ। রাজপ্রাসাদে কেন দিলীর খাঁ? মাড়বারের পথ কি বানের জলে ভেসে গেছে?

দিলীর। সবই ত শুনেছেন মহারাণি। আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না। দয়া করে আপনার পুত্রকে নিয়ে আসুন।

রাণীবাঈ। আমরা কি বাদশা আলমগীরের বন্দী!

দিলীর। বন্দী নন। তবে—

রাণীবাঈ। তবে কলমা পড়িয়ে আমাদের মুসলমান করা হবে। তোমার মনিব কি মনে করেছে, প্রাণটা আমাদের কাছে এতই বড় যে ধর্ম্ম দিয়ে তা রক্ষা করব?

দিলীর। যে মানুষ, সে তা পারে না।

রাণীবাঈ। আমাদের কি তুমি মানুষ বলে মনে কর না?

দিলীর। আমি করি, সম্রাট হয়ত মনে করেন না।

রাণীবাঈ। দিলীর খাঁ, এই জন্যই কি তুমি আমাদের দিল্লীতে নিয়ে এসেছ?

দিলীর। না মহারাণি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ছিলেন আমার পরম বন্ধু। এক সঙ্গে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি। ঈশ্বর জানেন, তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যু আপনার মত আমারও বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের কথা আগে যদি ঘূণাক্ষরে জানতে পারতুম, তাহলে কাবুলের বিদ্রোহ দমন করতে মহারাজকে যেতে হত না। যখন শুনতে পেলাম, তখন আর কোন উপায় ছিল না। আসুন।

রাণীবাঈ। দয়াধর্ম্ম কি সবই বিসর্জ্জন দিয়েছ দিলীর খাঁ?

দিলীর। ভৃত্যের দয়াধর্ম্ম থাকতে নেই মহারাণি। নইলে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের স্ত্রীপুত্রকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে আমি আসব কেন? আগে যদি বুঝতে পারতুম তাহলে কাবুল থেকে আপনাদের সোজা মাড়বারে পাঠিয়ে দিতুম। এখন আর কোন উপায় নেই। চলুন মহারাণি।

রাণীবাঈ। আমি যাব না।

দিলীর। তাহলে আমার উপর হুকুম আছে, আপনাদের শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যেতে।

রাণীবাঈ। এস, পরাও শৃঙ্খল দিলীর খাঁ। দেখি, পৃথিবীটা

ভূমিকম্পে নড়ে ওঠে কি না, আকাশটা মহারোলে তোমার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে কি না, দেখি হিন্দুর ভগবান্ আর মুসলমানের আল্লার রোষবহ্নিতে সম্রাট আলমগীর তার সিংহাসন শুদ্ধ ছাই হয়ে যায় কি না।

দিলীর। মহারাণি!

রাণীবাঈ। পথ ছাড়, পথ ছাড়।

দিলীর। ছেড়ে দেব মা, এখনি পথ ছেড়ে দেব যদি একটা কাজ আপনি করতে পারেন। এই তরবারি নিন, আমি বুক পেতেছি, আমার বুকে এই তরবারি আমূল বিধিয়ে দিন। আমার দাসত্বের অবসান হক। আপনার মুক্তির পথ উন্মুক্ত হক। সম্রাটের আদেশ আমি অমান্য করতে পারব না।

রাণীবাঈ। স্বামীর বন্ধুকে হত্যা করতে আমিও পারব না দিলীর খাঁ। অজিতকে দুর্গাদাস নিয়ে গেছে, আমি যাব তোমার সঙ্গে। চল—দেখে আসি তোমার সম্রাটের দেহটা কি দিয়ে গড়া।

দিলীর। আসুন মহারাণি।

[রাণীকে সসম্মানে আগাইয়া নিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মেবার—রাজপ্রাসাদ।

জয়সিংহ।

জয়সিংহ। যুদ্ধ! যুদ্ধ! এই রাজপুত জাতটা কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ করেই মুখে রক্ত উঠে মল। কে কাকে অপমান করেছে, লাগাও যুদ্ধ; কে কার জমিতে গরু ছেড়ে দিয়েছে, বাজাও রণভেরী। আমার এসব পছন্দ হয় না। জীবনটা যদি যুদ্ধ করতেই কেটে গেল ত ভোগ করব কখন?

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ঋণ কর আর ঘি খাও প্রিয়,
জীবন কর ভোগ।
মেঘের ডাকে ঝড়ের দোলায়
আসছে যে দুর্য্যোগ।
চক্ষু বুজে আরাম কর ডাকুক জোরে নাক,
চোখ মেলো না, দুনিয়াটা জাহান্নামে যাক্
পরের মাথা যাচ্ছে বলে ভাসবে কেন নয়নজলে,
মস্ত লোকের পরের তরে নেইক ভাবার রোগ।

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীম। জয়সিংহ!

১ম নর্ত্তকী। ওরে বাবা, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

ভীম। দরবারে যাবে না জয়সিংহ?

জয়। আজ আর যাব না।

ভীম। প্রজারা দূর দূরান্তর থেকে নানা আবেদন নিয়ে দরবারে এসে সমবেত হয়েছে, আর তুমি এসে নর্ত্তকীর নৃত্যগীতে মশগুল হয়ে আছ?

জয়। কি করব তবে? সব সময় রাজকার্য্য ভাল লাগে না।

ভীম। কর্ত্তব্য চিরদিনই বিস্বাদ। পিতা যখন বিদ্রোহ দমন করতে মেবার ছেড়ে চলে গেলেন, তখন কেন তাঁকে বল নি যে রাজকার্য্য তোমার ভাল লাগে না, কেন বল নি যে প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনতে তুমি অক্ষম? মহামান্য সর্দ্দারগণ পারিষদবর্গ সম্ভ্রান্ত প্রজাবৃন্দ দরবারকক্ষে তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকবে, আর তুমি যুবরাজ বিলাসকক্ষে বসে আরামে নিদ্রা যাবে, তা কখনও হতে পারে না। উঠে এস জয়সিংহ।

জয়। জয়সিংহ তোমাকে হুকুমের গোলাম নয়।

ভীম। সে কি কথা ভাই? তুমি রাজপ্রতিনিধি, পিতার অনুপস্থিতিতে তুমিই মেবারের রাণা, আমরা সবাই তোমার প্রজা। তুমি কেন গোলাম হতে যাবে? আমি যে তোমার ভাই। ভাইয়ের অনুরোধ রাখ। অপরিণামদর্শীর মত কাজ করো না। পিতা যে কোন সময় ফিরে আসতে পারেন। তিনি যদি এসে দেখেন যে সমবেত প্রজাদের উপেক্ষা করে তুমি নর্ত্তকীর নৃত্যগীতে মগ্ন হয়ে আছ, তাহলে অনথ হতে পারে।

জয়। কি অনর্থ?

ভীম। হয়ত তিনি তোমাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। তারপর তোমার হাতে যৌবরাজ্যের প্রতীকচিহ্ন এই সূত্র কঙ্কণ পরিয়ে দেবেন।

জয়। তা আর হবার উপায় নেই। জন্মের মুহূর্ত্তে তিনি আমারই হাতে যুবরাজের অমরধবসূত্র কঙ্কণ পরিয়ে দিয়েছেন। হাজার চেষ্টা করলেও তোমার আর যুবরাজ হবার আশা নেই। বিশেষতঃ তুমি যখন আমার এক মুহূর্ত্ত পরে জন্মেছ।

ভীম। তুমি দীর্ঘজীবী হও ভাই। যৌবরাজ্যে আমার কোন লোভ নেই। তোমার বিশ্বস্ত সৈনিক হয়ে চিরদিন যেন আমি মাতৃভূমির সেবা করতে পাই, ঈশ্বর জানেন, এর চেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। পিতার অপার স্নেহ করুণায় যে সাম্রাজ্য আমি পেয়েছি, তুচ্ছ এ মাটির রাজ্য তার কাছে মূল্যহীন।

ভূপালসিংহর প্রবেশ।

ভূপাল। সাধু সাধু, এ তোমারই যোগ্য কথা ভীমসিং।

ভীম। কে? ও অম্বরাধিপতি ভূপালসিং? মেবারের গরীব-খানায় আপনার ত আসবার কথা নয়। অকস্মাৎ কি মনে করে?

ভূপাল। তোমাদের দেখতে এলুম বাবা। সেই ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলুম। প্রাণটা সব সময় তোমাদের জন্যে কাঁদে। মহারাণা কোথায়?

ভীম। পিতা গৃহে নেই।

জয়। কোথা থেকে আসছেন অম্বরাধিপতি?

ভূপাল। একেবারে সোজা দিল্লী থেকে।

ভীম। আপনার মনিব সম্রাট আলমগীর কুশলে আছেন?

আপনি নিশ্চয়ই এতদিনে আমীরওমরাহ হয়ে গেছেন। সম্রাটের শুনেছি আপনার উপর অসীম অনুগ্রহ।

ভূপাল। হেঃ-হেঃ, সবই শাহানশার মেহেরবানি। [কুর্ণিশ]

ভীম। আমি ত শাহানশা নই, আমাকে কুর্ণিশ কচ্ছেন কেন? সম্রাটকে মুহুর্মুহুঃ আভূমি অভিবাদন করে এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে আপনাদের যে, কথায় কথায় গাছ পাথরকে পর্য্যন্ত কুর্ণিশ করতে আপনাদের বাধে না।

ভূপাল। হেঃ-হেঃ-হেঃ, দেখছি তোমার ভায়া খুব রসিক জয়সিং।

ভীম। আপনি এখন অনুগ্রহ করে আসুন, আমাদের রাজকার্য্য আছে।

ভূপাল। আরে আমিও ত রাজকার্য্যেই এসেছি।

জয়। কি রাজকার্য্য?

ভূপাল। দাঁড়াও বাবা। একটু জুত করে বসে নিই। [আসনে বসিবার উপক্রম; ভীমসিং আসন সরাইয়া নিলেন, ভূপালসিংহের সশব্দে পতন]

জয়। এ কি করলে তুমি?

ভীম। ঠিকই করেছি। এই আসনে বসে পিতা বিশ্রাম করেন। মোগলের পদলেহী জাতিভ্রষ্ট অম্বরপতিকে এ আসনে আমি বসতে দেব না।

ভূপাল। আমি তোমাকে শূলে দেব, তবে আমার নাম ভূপাল-সিং। উঃ—

ভীম। ভূপাল সিং নয়, আপনার নাম ভূপাল খাঁ। আপনার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ মানসিং নিজের ভগ্নীকে মোগলের হারেমে ভেট

দিয়ে সৈনাপত্য লাভ করেছিলেন, আপনি কটা কন্যা উপহার দিয়ে আলমগীরের দরবারে স্থান পেয়েছেন?

জয়। সে কথায় তোমার কি প্রয়োজন?

ভীম। প্রয়োজন আছে জয়সিং। যে আততায়ীর দল মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে কাবুলের রাজপথে হত্যা করেছেন, এই জাতিদ্রোহী মহাপুরুষ ছিলেন তাদের দলপতি।

জয়। এ কথা সত্য?

ভূপাল। না, বিলকুল মিথ্যা।

ভীম। আমি তোমার জিভটা উপড়ে ফেলব মিথ্যাবাদি।

ভূপাল। তাহলে সত্য।

ভীম। এখানে মরতে এসেছ কেন?

ভূপাল। দেখ দেখি, খালি তেড়ে আসছে। আমি যত পেছুই, লোকটা ততই এগোয়। সহজে আমি রাগি না, কিন্তু যদি রাগি— আবার? ভাল হবে না ভীমসিং। আমি ফিরে গিয়ে সম্রাটের কাছে যদি বলি [কুর্ণিশ] তাহলে তোমার মাথা ত যাবেই, তোমার পিতার মাথাও—উঃ, রাগলেই কোমরে লাগে। ওহে জয়সিং,—

জয়। এখনও আপনি বক্তব্যটা বলতে পারলেন না?

ভূপাল। বলতে দিলে ত বলব? দেখছ না কি রকম অভদ্রের মত চেয়ে আছে? এই নাও সম্রাটের হুকুমনামা। [কুর্ণিশ করিয়া হুকুমনামা দিল]

জয়। কিসের হুকুমনামা?

ভূপাল। তোমার পিতা সম্রাটকে লিখেছিলেন, জিজিয়া কর যদি আদায় করতে হয়, আগে আমার কাছ থেকে আদায় করুন। সম্রাট মেহেরবান, তিনি রাণা রাজসিংহের পরিবারের উপর মাত্র একটাকা

কর ধার্য্য করেছেন। কর আদায় করতেও তিনি য'কে তাকে পাঠান নি।

ভীম। পাঠিয়েছেন তার বিশ্বস্ত কুকুর ভূপালসিংকে।

ভূপাল। এর উত্তর যদি প্রয়োজন হয়, আমি রণক্ষেত্রে দেব। উঃ—

জয়। এক টাকা জিজিয়া কর!

ভূপাল। এক হাজার টাকা ধার্য্য হয়েছিল। আমি বললাম—খবরদার, জাঁহাপনা [কুর্ণিশ], রাণা রাজসিংহের জিজিয়া কর যদি এক টাকার বেশী হয়, আমি তার বিরুদ্ধে আমার বীর বাহু উত্তোলন করব। ওরে বাবা,—

জয়। এই জিজিয়া কর! এর জন্যে দেশব্যাপী এত আন্দোলন!

ভূপাল। মূর্খেরাই আন্দোলন কচ্ছে।

ভীম। আপনি মহাপণ্ডিত, রাণা রাজসিংহের কর আদায় করতে বাদশা বেছে বেছে আপনাকেই পাঠিয়েছেন।

ভূপাল। তুমি চুপ কর।

জয়! ভীমসিংহ, কোষাধ্যক্ষকে বল টাকাটা দিয়ে দিতে।

ভীম। তুমি বলছ কি জয়সিংহ? জিজিয়া কর দেবেন মেবারের রাণা?

জয়। এক টাকার জন্যে অনর্থ ডেকে আনা আমি পছন্দ করি না।

ভূপাল। কোন বুদ্ধিমান লোকই পছন্দ করে না।

ভীম। আমি করি।

ভূপাল। তুমি একটি—ওরে বাবা।

জয়। তুমি নির্ব্বোধ, তাই এক টাকার জন্যে—

ভীম। এক টাকা হক, কি একটা কাণাকড়ি হক, হিন্দুজাতির পক্ষে অপমানজনক এ জিজিয়া কর আর যেই দিক, মহারাণা রাজসিংহ কখনও দিতে পারেন না।

জয়। কেন দিতে পারেন না?

ভীম। সে কথা বোঝবার সাধ্য তোমার নেই।

জয়। রসনা সংযত কর বেয়াদব। মনে রেখো—আমি যুবরাজ, আমি রাজপ্রতিনিধি, আমার কাজে বাধা দেবার অধিকার কে দিয়েছে তোমায়?

ভীম। দিয়েছে আমার জন্ম। আমি রাজপুত, আমি রাজা রাজসিংহের পুত্র। তুমি যুবরাজ হলেও আমার ভাই। তুমি যদি বিষফল খেতে চাও, আমি তোমার হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দেব, আর বিষফল কেড়ে নিয়ে এমনি করে ধুলোয় ফেলে দেব। [জয়সিংহের হাত হইতে হুকুমনামা ছিনাইয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।]

ভূপাল। এ তুমি করলে কি ছোকরা? শাহানশার স্বাক্ষরিত হুকুমনামা ছিঁড়ে ফেলে দিলে?

ভীম। দিলাম।

ভূপাল। আমি তোমাকে কি করব জান?

ভীম। কি করবে তুমি মূষিক?

ভূপাল। বিচ্ছু করব না। সোজা দিল্লী চলে যাব। তারপর যা হবে, তা চোখ মেলে দেখব আর হাততালি দেব। [প্রস্থান।

জয়। ভীমসিংহ!

ভীম। রাজপুতের রক্ত তোমার ধমনীতে, জগদ্বরেণ্য রাণা রাজসিংহ তোমার পিতা, সব পরিচয়ই কি তুমি ধুয়ে মুছে ফেলেছ? এমন কুলাঙ্গার তুমি?

জয়। আমি তোমাকে হত্যা করব। [তরবারি বাহির করিয়া আক্রমণ]

রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজ। এ কি!

জয়। দেখুন পিতা, আপনার প্রিয় পুত্র অকারণ আমার কত রক্তপাত করেছে। আপনি না এসে পড়লে এতক্ষণ আমার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।

রাজ। কেন?

জয়। আমার একমাত্র অপরাধ আপনি অনুগ্রহ করে আমার হাতে যুবরাজের সূত্রকঙ্কণ পরিয়ে দিয়েছেন। ভীমসিংহ পরলোকগত প্রধানা রাজমহিষীর গর্ভজাত। যৌবরাজ্য তাঁরই প্রাপ্য। কেন তাকে বঞ্চিত করে আপনি আমাকে যৌবরাজ্য দান করেছেন পিতা?

তারাবাঈয়ের প্রবেশ।

তারা। সেজন্য অপরাধ যদি হয়ে থাকে মহারাণার হয়েছে। পার তাঁর শিরশ্ছেদ কর। যুবরাজের কাঁধের উপর তরবারি তোল তুমি কোন্ অধিকারে? জবাব দাও কুলাঙ্গার।

ভীম। সত্যই আমি কুলাঙ্গার মা। ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহারাণা রাজসিংহের পুত্র হ'য়েও আমি আত্মসংযম আয়ত্ত করতে পারি নি। ভাইয়ের রক্তপাত করতে কেমন করে আমার প্রবৃত্তি হল, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

তারা। কি করেছিল জয়সিংহ?

ভীম। কিছুই করে নি মা।

তারা। ঈর্ষা কি বিবেকবুদ্ধিকে ছাপিয়ে যাবে?

ভীম। বিবেকবুদ্ধি আমার নেই। আমার অন্তরের মধ্যে যে এতখানি ভ্রাতৃবিদ্বেষ লুকিয়ে আছে, তা আমার জানা ছিল না।

রাজ। জয়সিংহ, আমার মুখের দিকে চাও। সত্য বল, কি অপরাধ করেছিলে তুমি। ভীমসিংহকে অপমান করেছিলে?

জয়। আপনি যদি তাতে সুখী হন, তবে তাই হক। আমি জানি, আপনার প্রিয় পুত্রের কোন দোষই আপনি দেখতে পান না। নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে একদিন আপনি আমার হাতে যৌবরাজ্যের প্রতীকচিহ্ন পরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সে জন্য আপনার অনুতাপের অন্ত নেই।

রাজ। তুমি মিথ্যাবাদী।

তারা। ধমক দিয়ে সত্যকে মিথ্যা করা যায় না রাণা। ফিরিয়ে নাও তোমার যৌবরাজ্য। আমার পুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে রাজপথে ভিক্ষা করবে, তবু তোমার পরলোকগত পাটরাণীর গর্ভ-জাত প্রিয়পুত্রের হিংস্রদৃষ্টির সম্মুখে আর যুবরাজের আসনে বসবে না।

রাজ। তুমি জান না কাকে কি বলছ।

তারা। জানি রাণা। অন্ধ স্নেহে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। নইলে তুমি দেখতে পেতে তুমি যাকে মানুষ করতে চেয়েছ, সে হয়ে উঠেছে একটি হিংস্র শ্বাপদ। থাক তুমি তোমার প্রিয় পুত্রকে নিয়ে। আমি তোমার দেশজোড়া মান ধূলোয় মিশিয়ে দেব। পুত্রের হাত ধরে রাজপথে ভিক্ষা করব, আর সবাইকে ডেকে বলব,—মহারাণা রাজসিংহ তার স্ত্রীপুত্রকে অন্ন দিতে অক্ষম।

[জয়সিংহের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

ভীম। মা, আমি অপরাধী, কিন্তু পিতার কোন অপরাধ নেই। তার শুভ্র নামে কলঙ্ক দিয়ে তোমরা প্রাসাদ ছেড়ে যেও না মা।

জয়। তোমার মত হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে আর আমি এক বাড়ীতে বাস করব না।

রাজ। তবে দূর হয়ে যাও প্রাসাদ থেকে।

ভীম। না পিতা, না। যুবরাজ প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলে লোকে কুকথা বলবে। তার চেয়ে আমিই চলে যাচ্ছি।

রাজ। তুমি যাবে!

তারা। তারপর সর্দ্দারদের হাত করে একদিন এসে সিংহাসন অধিকার করবে।

ভীম। তাই যদি মনে কর মা, আমি এই মুহূর্ত্তে মেবার ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

রাজ। কি বলছ তুমি ভীমসিংহ?

ভীম। জীবনের আরাধ্য দেবতা আপনি। আপনার পদস্পর্শ করে শপথ কচ্ছি পিতা, জীবনে কখনও আর আমি মেবারের জলস্পর্শ করব না।

রাজ। এ তুমি করলে কি নির্ব্বোধ?

ভীম। দুঃখ করবেন না পিতা। কি ছার রাজত্ব? আপনার স্নেহে করুণায় অন্তর পরিপূর্ণ করে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। অপরাধ নিও না মা, আমি তোমার অবোধ শিশু। ভাই, মনে ক্ষোভ রেখো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি আদর্শ রাজা হও। [প্রস্থানোদ্যোগ]

রাজ। ভীমসিংহ, ফিরে এস, আমি তোমাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব।

ভীম। আমার জন্য আপনাকে আমি সত্যভঙ্গ করতে দেব না পিতা। আমি কুলাঙ্গার হতে পারি, কিন্তু পিতৃদ্রোহী নই।

রাজ। ভীমসিংহ!

ভীম। মেবারের সিংহাসন রাণার জ্যেষ্ঠপুত্রের, কনিষ্ঠের নয়।

[প্রস্থান।

তারা। দুঃখে চোখে জল এল যে রাণা?

রাজ। দুঃখে নয় তারাবাঈ, আনন্দে। এ কি? কিসের এ ছিন্নপত্র?

জয়। ও সম্রাটের হুকুমনামা। আপনার মাথায় উপর মাত্র একটাকা জিজিয়া কর আদায় করতে ভূপালসিংহ এসেছিলেন।

রাজ। জিজিয়া কর!

জয়। ভীমসিংহ অম্বরপতিকেই শুধু অপমান করে নি, সম্রাটের পত্রও শত ছিন্ন করে ফেলে দিয়েছে।।

রাজ। আর তুমি?

জয়। আমি এই নামমাত্র কর দিতেই প্রস্তুত ছিলাম।

রাজ। ভীমসিংহ তোমার হাত চেপে ধরেছিল, আর তুমি তাকে অপমান করেছ। সব দোষ সে নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে চলে গেল, অথচ তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার করতে পারলে না। আমি তোমাকে হত্যা করব পাষণ্ড।

তারা। রাণা!

দুর্গাদাস ও অজিতসিংহের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। মহারাণার জয় হক।

রাজ। কে? মাড়বার-সেনানী দুর্গাদাস? এ বালক কে?

দুর্গাদাস। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র।

জয়। এখানে কেন?

দুর্গাদাস। মহারাণা বোধহয় শুনেছেন, সম্রাট আলমগীরের প্ররোচনায় মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নিহত।

রাজ। শুনেছি। তারপর?

দুর্গাদাস। প্রভুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি কাবুলে ছুটে গেলাম। এই অবসরে সম্রাট আলমগীর মাড়বার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

রাজ। বল কি? এত অত্যাচার!

দুর্গাদাস। অত্যাচারের এইখানেই শেষ নয় মহারাণা। সম্রাট রাণী আর রাজকুমারকে দিল্লীতে এনে নজরবন্দী করেছিলেন। আমি যখন তাদের যোধপুরে নিয়ে আসতে চাইলাম, আলমগীর তখন অম্লানবদনে বললেন,—যশোবন্ত সিংহকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে খিজুয়া-যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি। তার পুত্রকে মুক্তিও দেব—রাজ্যও দেব যদি সে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

রাজ। ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছ তুমি?

অজিত। না মহারাণা। ধর্ম্মের চেয়ে প্রাণ দেওয়া অনেক সহজ। আমাকে আর মাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঁচশো সৈনিক এসেছিল। দুর্গাদাস দাদা তাদের মধ্য দিয়ে কেমন করে ঘোড়া ছুটিয়ে আমায় নিয়ে এল, আমি জানি না।

দুর্গাদাস। দিল্লীতে যত রাজপুত বালক ছিল, সবাই সেদিন একসাজে সেজেছিল মহারাণা। যত রাজপুত যুবক ছিল, সবাই আমার বেশ ধারণ করেছিল। মোগল সৈন্য যখন এল, একশো দুর্গাদাস আর একশো অজিত সিং সেই সৈন্যব্যূহের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে

দিলে। আমরা নিরাপদে চলে এসেছি বটে, কিন্তু তারা হয় বন্দী, না হয় নিহত।

রাজ। রাণী কোথায়, রাণী?

অজিত। সংবাদ পেয়েছি, মাকে দিলীর খাঁ দিল্লীর হারেমে নিয়ে গেছে।

তারা। ভালোই ত করেছে। সম্রাটের সেনাপতি ছিলেন তোমার পিতা, তোমার মা দিল্লীর হারেমে স্থান পেয়েছে, তাতে হয়েছে আর কি?

রাজ। সে কথা বোঝবার মত বুদ্ধি তোমার নেই।

জয়। এখানে তোমরা কি চাও?

অজিত। মহারাণা, আমি পিতৃহীন, রাজ্যহীন, মা-ও হয়ত দিল্লীর কারাগারে বন্দিনী।

দুর্গাদাস। অথবা তাঁকে জোর করে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছে। এই নিরাশ্রয় বালক আজ দীনের চেয়ে দীন। আপনি রাজস্থানের মুকুটমণি, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক। নতজানু হয়ে প্রার্থনা কচ্ছি, এই বালককে আপনি আশ্রয় দিন।

অজিত। দয়া করুন মহারাণা।

[উভয়ে নতজানু হইল]

তারা। না-না, এখানে আশ্রয় মিলবে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ বারবার চিতোরের বিরোধিতা করেছে।

জয়। তার পুত্রের জন্য আমরা ভারতসম্রাটের বিপুল বাহিনীকে মেবারে আহ্বান করতে পারব না।

রাজ। না পার, বেরিয়ে যাও তুমি রাজ্য রাজ্য থেকে। তোমার মা যদি ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়, তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

ওঠ দুর্গাদাস, ওঠ রাজকুমার, আমি তোমাদের আশ্রয় দিলাম। মাড়বারের সিংহাসন পুনরধিকার করতে আমার জীবন পণ রইল।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।— গীত।

নির্ভয় বীরবর!
মৃত্যু তোমার পায়ের ভৃত্য সূর্য্যবংশধর!
আসুক ঝঞ্ঝা, ফাটুক বজ্র, নিভে যাক্ রবিচন্দ্র,
পশ্চাতে তব দেবের সমাজ রয়েছে চির অতন্দ্র,
ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ সবে
তোমার পেছনে নিশি জেগে রবে,
সাথে রবে তব ব্রহ্মাবিষ্ণু পিনাকী মহেশ্বর॥

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস। মহারাণার জয় হক।

[অজিতসিংহ সহ প্রস্থান।

জয়। পিতা!

রাজ। কি? অনুরোধ? শুনব না।

তারা। মহারাণা!

রাজ। কি? আবেদন? ভীম সিংহকে নির্ব্বাসন দিয়ে সব অধিকার তুমি হারিয়েছ! মেবার যায় যাক, তবু আমি এদের আশ্রয় দিলাম।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। তাহলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাণা।

জয়। কে?

আকবর। সম্রাট আলমগীরের পুত্র আকবর।

জয়। শাহজাদা! এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য আমাদের! আপনি এসেছেন উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে!

রাজ। পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে এস, কুর্ণিশ কর।

আকবর। মহারাণা, সম্রাটের আদেশে আমি দুর্গাদাস আর অজিত সিংহকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজ। পার, যো'ধপুরের রাজপ্রাসাদ থেকে বন্দী করে নিয়ে যেও। চিতোরের রাজপ্রাসাদ থেকে স্বয়ং সম্রাট আলমগীরও একটা পিপীলিকাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

আকবর। হুঁশিয়ার মহারাণা।

রাজ। তুমি হুঁশিয়ার হও আকবর।

আকবর। সম্রাট আলমগীরকে আপনি চেনেন না।

রাজ। চিনি শাহজাদা, চিনি; সমগ্র হিন্দু জাতটাই তাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। জগতে যদি দুটো শয়তান থাকে, তার মধ্যে একটা ভ্রাতৃঘাতী পিতৃদ্রোহী হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট আলমগীর।

তারা। }
জয়। } মহারাণা,—

আকবর। আমরা আপনাকে জীবন্ত প্রোথিত করব।

রাজ। আমি তোমার পিতার উপর যশোবন্ত সিংহের হত্যার প্রতিশোধ নেব, শত শত মন্দির ধ্বংস করার প্রতিফল দেব, জিজিয়া করের খোয়াব জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব।

আকবর। জিজিয়া কর নিয়ে এস রাজপুত।

রাজ। এই নিয়ে যাও তোমার পিতার জিজিয়া কর। [পা দিয়া ছিন্ন পত্র ঠেলিয়া দিল]

জয়। সর্ব্বনাশ করবেন না পিতা। দোহাই আপনার।

রাজ। শাহজাদাকে রাজপথে বের করে দিয়ে এস।

আকবর। কী এ? পিতার স্বাক্ষরিত হুকুমনামা। রাণা রাজসিংহ, তোমার মরার পালক গজিয়েছে। এর চরম প্রতিশোধ যদি না নিই, তাহলে বৃথাই আমরা তৈমুরলঙ্গের বংশধর।

[প্রস্থান।

তারা। তুমি উন্মাদ হয়েছো। নিজে ত মরবেই; আমাদেরও না মেরে তোমাদের শাস্তি হবে না।

রাজ। যে রাজপুত নারী মৃত্যুর ভয়ে ভীত, তার স্থান মেবারে নয় তারাবাঈ, বিকানীরে আর অম্বরে।

জয়। এখনও কথা শুনুন পিতা। শাহজাদাকে ফিরিয়ে আনি।

রাজ। ভুল হয়েছিল পুত্র। তোমার হাতে কঙ্কণ পরিয়ে না দিয়ে যদি ভীমসিংহের হাতে পরিয়ে দিতাম, তাহলে আমার চেয়ে সুখী আজ কেউ হত না।

[প্রস্থান।

তারা। বদ্ধ পাগল হয়েছে। সরিয়ে দাও জয়সিং, নইলে মেবারের মাটি শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

জয়। তাই ত।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যোধপুর—রাজপ্রাসাদ।

ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ।

ইন্দ্রসিং। স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! দূর-দূর, পেটে যদি অন্ন না থাকে, পরণে যদি কাপড় না জোটে, স্বাধীনতা ধুয়ে জল খাব? বছরে বছরে সামান্য একটা কর দিয়ে যদি নিশ্চিন্ত আরামে রাজত্ব করা যায়, কেন আমি রাণা প্রতাপের মত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে যাব? দেখ দেখি, মূর্খ প্রজাগুলো স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে ক্ষেপে উঠেছে। গুলি করে ঠাণ্ডা করে দেব।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা কর, আর কি বঁধু ভয়?
করুক শেয়াল হুক্কা হুয়া, তোমার ভয়ের কথা নয়।
তোমার অন্ন তোমার গরু তোমার পরিজন
তুলসীতামা গঙ্গাজলে সব করেছ সমর্পণ;
শাহানশাহের চরণ-ধূলি
মাথায় যখন নিলে তুলি,
অঙ্গ তোমার ধন্য হল, তুমি ত আজ মৃত্যুঞ্জয়।

ইন্দ্রসিং। ঠাট্টা হচ্ছে? বেরিয়ে যা নষ্ট মেয়েমানুষের দল।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] দেখ দেখি, এমন একটা রাজা আমি, স্বয়ং বাদশার সনদ নিয়ে এসে সিংহাসনে বসেছি, অথচ আমাকে কেউ মানতে চায় না? দাসী চাকরগুলোকে কোথাও যেতে বললে সেই যে যায়, আর ফেরে না। রাজকর্ম্মচারীরা আড়ালে ফ্যা ফ্যা করে হাসে, পাজীর পাঝাড়া নর্ত্তকীগুলো পর্য্যন্ত নাচের তালে-তালে ঠাট্টা করে। আমি এসব সহ্য করব না।

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। বাবা,—

ইন্দ্রসিং। যা তা বলবি না বলে দিচ্ছি। গুলি করে মারব!

উদয়। তোমার হল কি বাবা? দিল্লী থেকে এসে যে কেবলি গুলি কচ্ছ।

ইন্দ্রসিং। নিশ্চয়ই করব।

উদয়। তবে যে সবাই বলে, তুমি অস্ত্র ধরতেই জান না।

ইন্দ্রসিং। কে বলেছে?

উদয়। কে না বলেছে? সিপাহী খানসামা বাবুর্চি দরজী পর্য্যন্ত বলছে, ইন্দ্রসিং আলমগীরের গাধা।

ইন্দ্রসিং। গুলি করব।

উদয়। তা ত করবে। এখন মা কি বলছে, শুনে এস।

ইন্দ্রসিং। কি শুনব? যখন তখন ডেকে পাঠালেই হল? আমার রাজকার্য্য নেই?

উদয়। রাজকার্য্য থাক বাবা। রাজবাড়ী যে শূন্য হয়ে গেল, সে খবর রাখ?

ইন্দ্রসিং। শূন্য হয়ে গেল কি রকম?

উদয়। দাসী চাকর রাঁধুনী সবাই তল্পীতল্পা গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মশালচি আর মশাল জ্বালবে না, মালী আর ফুল দেবে না, ধোবা আর কাপড় কাচতে চায় না। সবাই বলছে,—আলমগীরের জুতো যে মাথায় করে এনেছে, তার কাজ আমরা করব না।

ইন্দ্রসিং। জুতো মাথায় করে এনেছি শূয়ার?

উদয়। সবাই ত বলছে বাবা। পাঠশালায় পড়তে গেলুম। পড়ুয়ারা বললে, দেশদ্রোহীর ব্যাটার সঙ্গে আমরা একাসনে বসব না। গুরুমশায় বললেন,—বাড়ী যাও বাবা, বাদশার জুতো বইবার জন্যে লেখাপড়ার দরকার নেই।

ইন্দ্রসিং। গুলি করে মারব। ইয়াসিন,—ইয়াসিন,—

ভৃত্য ইয়াসিনের প্রবেশ।

ইয়াসিন। মোরে ডাকছ আপনি?

ইন্দ্রসিং। শুনতে পাস্ না? কাণ নেই?

ইয়াসিন। কাণ ছাড়া মানুষ হয় না কি? দেখতে পাচ্ছ না?

ইন্দ্রসিং। চাবুক মারব শূয়ার। রাজার সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর?

ইয়াসিন। কি মোর রাজা রে? বাদশার জুতো মাথায় করতে পারলে মুইও রাজা হতে পারতুম।

উদয়। কেন বাজে কথা বলছিস্?

ইয়াসিন। সরে আয় ব্যাটা, সরে আয়; তোর বাপের ছায়া মাড়াস নি। ওর জাত গেছে। ও দেশের সাথে বেইমানি করেছে, জাতির মুখ পুড়িয়েছে, বাপমার নামে চুণকালি দিয়েছে। মোর মনিব ওরে শিব গড়তে চেয়েছিল, ও বাঁদর হয়েছে।

ইন্দ্রসিং। চুপ্।

ইয়াসিন। চুপ করব? ক্যানে চুপ করব? স্বগ্গো থেকে মোর মনিব চোখের পানি ফেলছে, মুই দেখতে পাচ্ছি নি? কামার কুমোর তাঁতী চাষী সবাই তোমার নামে থুথু দিচ্ছে, ছেলে-ছোকরারা অবধি ছড়া কেটে বলছে,—আলমগীরের গাধা। মোর বুকটা ফেটে যাচ্ছে না? তুমি এমনি করে রাজা হবার আগে মুই ক্যানে কবরে গেলাম না?

ইন্দ্রসিং। তখন যাস নি, এখন যা।

ইয়াসিন। খবরদার মোরে তাতিও না বলছি। ছাওয়ালডারে পাঠশালে এগিয়ে দিতে গেলুম, ছোঁড়াগুলো ওরে অপমানি করে বসতে দিলে নি, গুরু শূয়ার বললে,—যা যাঃ, বাদশার জুতো বইতে বিদ্যের দরকার হবে নি। ছেলেটা হাউ হাউ করে কাঁদতে নাগল। এ সব মোর সয়?

ইন্দ্রসিং। গুরু ব্যাটাকে কাণ ধরে নিয়ে আয়। গুলি করে মারব।

ইয়াসিন। ওঃ—গুলি করে মারবে। ক্যানে? তেনার দোষটা কি হল?

ইন্দ্রসিং। সে কথা আমি বুঝব। তুই নিয়ে আয়।

ইয়াসিন। না, সে মুই পারবু নি। ক্যানে তুমি বাদশার জুতো বইতে গেলে?

উদয়। যাও ইয়াসিন, কাজ কর গে যাও।

ইয়াসিন। যা যাঃ, করবু নি কাজ। মুই বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব। কিসের জন্যি তোমার এ ঘোড়ারোগ হল কও দি শুনি। কি অভাবটা ছেল তোমার? সোনার খাটে না শুয়ে ঘুম হচ্ছিল নি?

রাজভোগ না খেয়ে বদহজম হচ্ছিল? তবে ক্যানে বাদশার জুতো বইতে গেলে?

ইন্দ্রসিং। আবার জুতো?

ইয়াসিন। হাঁ রে, ও বেইমান,—দুঃখে যখন পড়েছিলে, তখন কি বাদশা তোমারে এক টুকরো রুটি খয়রাত দিয়েছিল? না দেশের রাজা তোমার জন্যি বুক পেতে দিয়েছিল? তার ব্যাটার মসনদে তুমি বসলে? তোমার মরণ হল না ক্যানে?

ইন্দ্রসিং। তুই যাবি না?

ইয়াসিন। না।

ইন্দ্রসিং। তবে বেরিয়ে যা, আমার প্রাসাদে তোর স্থান আর হবে না।

ইয়াসিন। না হয় ত নেই। তুমি একাই থাক, মুই সবাইরে ডেকে নিয়ে চলে যাব। বেইমানি করে যা ভিক্ষে পেয়েছ, একা একা দশহাত পুরে তা ভোগ কর। আর কাউকে আমি ভোগ করতে দোব নি। থুঃ থুঃ থুঃ।

[প্রস্থান।

উদয়। বাবা, আমি তাহলে আর পডতে পাব না?

ইন্দ্রসিং। কি হবে পড়ে? শাস্ত্রে বলেছে, লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীচাপা পড়ে সেই। পাঠশালা এদেশ থেকে আমি সব তুলে দেব।

উদয়। বাবা,—

ইন্দ্রসিং। কি হয়েছে, কি? ওঃ—দুচোখে বান ডেকে এল। বেরিয়ে যা বিচ্ছু শয়তান; আমি কাকেও চাই না। আমি একাই থাকব—একাই সব ভোগ করব।

উদয়।—

গীত।

ভ্রান্ত পথিক, ফিরে চল,—ডাকছে আপন ঘর,
এ নহে ত ফুলবাগিচা, মরুময় প্রান্তর।
ফুল ফুটেছে শিউলি শাখায়,
স্বর্গ নামে আলোর পাখায়,
সেই যে মোদের সোনার কুটীর হাতছানি দেয় নিরন্তর।
সেই আমাদের দুঃখী ডেরা
জগৎ মাঝে সবার সেরা,
আপন ঘরের পানাপুকুর, সেই ত মোদের দুধসাগর।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রসিং। এই, কে আছিস্ এখানে? রক্ষি, প্রহরি, দৌবারিক,—কাণ্ডটা দেখলে? কোন ব্যাটা সাড়া দেয় না! এক ধার থেকে গুলি করে মারব।

চম্পার প্রবেশ।

চম্পা। এসব কি শুনছি দাদা?

ইন্দ্রসিং। সব মিথ্যে কথা।

চম্পা। সবাই মিথ্যে কথা বলে, আর তুমি একাই সত্যবাদী?

ইন্দ্রসিং। ওরা সব হিংসেয় বুক ফেটে মরছে।

চম্পা। বৌদিও কি মিথ্যে কথা বলছে?

ইন্দ্রসিং। যা যাঃ, ভারী ত বৌদি! রাণী হয়েছে তবু নিজের হাতে রান্না করতে চায়। ছোটলোকের মেয়ে।

চম্পা। কি, বৌদি ছোটলোকের মেয়ে! যাচ্ছি আমি বৌদিকে জিজ্ঞেস করতে।

ইন্দ্রসিং। আরে না না, জিজ্ঞেস করবার দরকার কি? অসুস্থ শরীর—

চম্পা। কে বললে অসুস্থ?

ইন্দ্রসিং। অসুস্থ ঠিক নয়। মাথা গরম কি না—

চম্পা। মাথা গরম?

ইন্দ্রসিং। গরম নয়, গরম নয়, একটু গণ্ডগোল আছে, কি না, হঠাৎ উত্তেজনা হলেই হাত পা ছুঁড়বে আর চাট মারবে।

চম্পা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

ইন্দ্রসিং। তাই সই। তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও।

চম্পা। দাদা,--

ইন্দ্রসিং। আবার দাদা?

চম্পা। কি করে এসেছ তুমি?

ইন্দ্রসিং। বলছি আমি কিছু করি নি, তবু সবাই মুখে রক্ত উঠে মরবে। বাদশার জুতো মাথায় করব আমি?

চম্পা। কোন্ সর্ত্তে রাজ্য উপহার পেয়েছ?

ইন্দ্রসিং। সর্ত্ত? হেঃ হেঃ, সর্ত্ত তেমন কিছু নয় তোমার তাতে ভালই হবে।

চম্পা। তাহলে সত্যই তুমি বাদশাকে কথা দিয়েছ যে তার পুত্র আকবরের হাতে তুমি তোমার ভগ্নীকে তুলে দেবে?

ইন্দ্রসিং। কত মান!

চম্পা। থামো।

ইন্দ্রসিং। কত ঐশ্বর্য্য!

চম্পা। চুপ্।

ইন্দ্রসিং। স্বয়ং বাদশা যদি তোমার শ্বশুর হয়,—

চম্পা। তার চেয়ে আমার মরাই ভাল। হিন্দুজাতির পরম শত্রু, মাড়বারের স্বাধীনতার জল্লাদ, ভ্রাতৃহন্তা পিতৃদ্রোহী এই আলমগীর, তার হারেমে ভগ্নীকে ঠেলে দিয়ে তুমি রাজ্যভোগ করতে চাও? আমার মা কেন জন্মের মুহূর্ত্তে তোমার গলা টিপে মারে নি। তুমি পিতামাতার কলঙ্ক, মাড়বারের অভিশাপ।

ইন্দ্রসিং। খবরদার, যা তা বলো না বলে দিচ্ছি। আমি রাজা, তা জান?

চম্পা। রাজা তুমি! সিংহাসনে বসলেই রাজা হওয়া যায় না। যে সর্ত্তে তুমি রাজা হয়েছ, সে সর্ত্ত তুমি কখনও পালন করতে পারবে না। আমি বরং যমকে বরণ করব, তবু আকবরকে নয়।

ইন্দ্রসিং। বাচালতা করো না। গুলি করে মারব। আমি তোমার অভিভাবক।

চম্পা। তোমার অভিভাবক ছিলেন না মহারাজ যশোবন্ত সিংহ? তাঁর ছেলের প্রাপ্য সিংহাসন তুমি কেড়ে নিতে পার, তোমার অভিভাকত্বের ঠাট আমিও পারি ধূলিসাৎ করে দিতে।

ইন্দ্রসিং। চম্পা!

চম্পা। দিল্লীতে যাও দাদা। বাদশাকে গিয়ে বল যে তোমার ভগ্নী মোগলকে বিবাহ করবে না।

ইন্দ্রসিং। রাজ্যটা কেড়ে নেবে যে হতভাগি।

চম্পা। যে রাজ্য তোমার নয়, তার জন্যে তোমার কিসের মমতা? বিজয়গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে ফিরে এস। দুভাই বোনে মিলে সমগ্র রাজস্থানকে আলমগীরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলব। চিতোর বারুদ হয়ে আছে, আমরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করি চল। রাণা রাজসিংহ

আছেন, সেনাপতি দুর্গাদাস আছে, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা মোগলের অধীনতা-পাশ পদাঘাতে ভেঙ্গে ফেলব। তারপর কুমার অজিত সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা তার মাথায় ছত্র ধারণ করব।

ইন্দ্রসিং। না না, তা হবে না। আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন নিশ্চয়ই কথা রাখব।

চম্পা। কথা যখন রাখতে পারলে না, তখন মাথা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর গে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ইন্দ্রসিং। চম্পা,—

চম্পা।— গীত।

আমি স্বর্গসুধা পান করেছি, মৃত্যুরে মোর কিসের ভয়?
মৃত্যুদমন শঙ্কাহরণ বর দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়।
অঙ্গ আমার লৌহে গড়া, কণ্ঠে বাজের ডাক,
ভয় কি আমায় ভয় দেখাবে? হক ধরণী ফাঁক;
পাঞ্জা লড়ি ঝঞ্ঝা সাথে,
টলব না ক' বজ্রাঘাতে,
মরণ এলে করব তারে প্রহারেণ ধনঞ্জয়।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

ইন্দ্রসিং। খবরদার, যাস নি বলছি। এখনি আকবর আসবে।

চম্পা। তলে তলে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছ? বর আসবে কনেকে নিয়ে যেতে? কনে ত থাকবে না দাদা, তার বদলে কনের ভাজকে দিয়ে দিও।

ইন্দ্রসিং। কথা শোন্, পাগলামি করিস নি। ওরে আমার মাথা যাবে যে!

চম্পা। যায় যাবে। তোমার ও শয়তানিতে ভরা মাথার জন্যে আমার ধর্ম্ম আমি ডালি দেব না!

[নেপথ্যে নকীব হাঁকিল,—"মহামান্য বাদশাজাদা আকবর খাঁ বাহাদুর—"]

চম্পা। ওই আসছে, পথ ছাড় দাদা, পথ ছাড়। ছাড়, ছাড়, সর্ব্বনাশ হবে।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। ইয়া আল্লা! আশমানকী হুরী!

চম্পা। ধরণি, দ্বিধা হও।

ইন্দ্রসিং। শাজাদা, আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আমার ভগ্নী আজ অসুস্থ।

আকবর। কুছ পরোয়া নেই। দিল্লীতে বহুত হেকিম আছে। এস সুন্দরি, দিল্লী থেকে দুশো মশালচি পাইক বরকন্দাজ হুকুম-বরদার আর বহুৎ ফৌজ এসেছে তোমাকে নিয়ে যেতে। এই, তাঞ্জাম হাজির করো, সব কোই আদমি এক বগল হো যাও। গোলন্দাজ, আওয়াজ করো, সিপাহী লোক, কুর্ণিশ করো। এস—

চম্পা। আমি যাব না।

ইন্দ্রসিং। গেল, গেল, মাথা গেল। ওরে ও শয়তানি, কি বলছিস তুই?

চম্পা। বলছি, আমি যাব না।

আকবর। যাবে না? এইখানেই সাদি হবে?

চম্পা। যাকে তাকে সাদি আমি করব না।

আকবর। যাকে তাকে নয় পিয়ারি, বাদশাজাদা আকবরকে।

চম্পা। হিন্দুবিদ্বেষী বাদশা আলমগীরের পুত্রকে আমি আমার খানসামা করতে পারি, খসম নয়।

আকবর। চোপরাও কসবি।

চম্পা। কসবীই যদি মনে কর, সাদি করতে এসেছ কেন?

আকবর। সাদি করে বাঁদী করব। চলে এস।

[নেপথ্যে তোপধ্বনি হইল, বাজনা বাজিয়া উঠিল, ভীত সন্ত্রস্ত চম্পাকে করায়ত্ত করিতে আকবর হাত বাড়াইল]

সশস্ত্র দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। [মাঝখানে দাঁড়াইয়া] খবরদার!

আকবর। কে?

ইন্দ্রসিং। দুর্গাদাস।

আকবর। তুমিই অজিতসিংহকে নিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছ,, নয়? আমি তোমাকে কুকুরের মত হত্যা করব। [পিস্তল বাগাইল]

সহসা পিস্তল বাগাইয়া ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীম। হুঁশিয়ার শাহজাদা, তুমি করবে একটা গুলি, আমি করব দুটো।

আকবর। কে তুমি বেয়াদব?

[দুর্গাদাস চম্পাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ভীম। বেয়াদব তুমি। আমাকে চেন না? আমি মহারাণা রাজসিহের পুত্র ভীমসিংহ।

আকবর। তুমি শয়তান এখানে কেন?

ভীমসিংহ। তোমার মত শয়তানদের কবর দেবার জন্য। আর এই দেশদ্রোহী কাপুরুষকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে রাজস্থান থেকে দূর করে দেবার জন্য।

ইন্দ্রসিং। হত্যা করুন শাহজাদা। এই লোকটা—

ভীমসিংহ। চুপ্।

আকবর। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

[আক্রমণ, ভীমসিংহের প্রতিরোধ, খণ্ডযুদ্ধ ; আকবরের তরবারি ভীমসিংহ ছিনাইয়া লইলেন।]

ভীমসিংহ। এই বীরত্ব নিয়ে রাজপুতানীকে বিবাহ করতে এসেছ? বেরিয়ে যাও রাজস্থান থেকে, নইলে তোমার বিবাহের খোয়াব জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রসিং। আর একখানা তলোয়ার দেব শাহজাদা?

আকবর। চুপ্ রহো শয়তান। আওরং কোথায়?

ইন্দ্রসিং। দুর্গাদাস নিয়ে চলে গেল যে।

আকবর। চলে গেল? আমি তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

ইন্দ্রসিং। আরে দূর মিঞা। হাতে তুলে দিলুম, রাখতে পারলে না, আবার আমাকে খিঁচুচ্ছে।

আকবর। কথায় আমি ভুলব না। তোমার ভগ্নীকে আমি চাই। আমি মহামান্য বাদশার পুত্র, একটা ভিক্ষুকের ভগ্নীকে অনুগ্রহ করে সাদি করতে এসেছি। তাকে যদি না পাই, আমি তোমাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে দিল্লীতে চালান দেব। [কশাঘাত]

ইন্দ্রসিং। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমিই একটা গাধা জোগাড় করে নিয়ে দিল্লীতে যাচ্ছি। আপনি ততদিন এখানে

বসে খোয়াব দেখুন। [স্বগত] ব্যাটা, আমাকে চাবুক! আচ্ছা। তোমার কবরের ব্যবস্থা কচ্ছি। [প্রস্থান।

আকবর। গর্দ্দান নেব। দুর্গাদাস, ভীমসিংহ আর এই মাড়বারী কুত্তাকে আমি ভাল করে শিক্ষা দিয়ে যাব।

গীতকণ্ঠে মীর মহম্মদের প্রবেশ।

মীর মহম্মদ।— গীত।

বাসনে ছুটে আগুন পানে, ফিরে বা তুই ঘরে,
রজ্জু বলে ডাকিস না রে সাপেরে ভুল করে।
মেষ ওরা নয়, সিংহ শাবক,
নয় রে তুষার, দারুণ পাবক,
ভস্ম হয়ে হারিয়ে যাবি ধুলো মাটির পরে।
দুনিয়াটারে খালি খালি
বাপে ব্যাটায় ঢের জ্বালালি,
মুসলমানের নাম ডুবালি অহঙ্কারের ভরে।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ ও জয়ধ্বনি,—"জয় মাড়বারপতি মহারাজ অজিত সিংহের জয়।"]

আকবর। কি? মাড়বারপতি অজিত সিংহ?

মীর। চলে এস আকবর। রাজপুতসেনা মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে। সাদির খোয়াব ভুলে গিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাও। নইলে মরবে, দিল্লীতে খবর নিয়ে যেতেও কেউ বেঁচে থাকবে না।

[প্রস্থান।

আকবর। গর্দ্দান নেব, এক ধার থেকে গর্দ্দান নেব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

রাণীবাঈ।

রাণীবাঈ। সমস্ত নগরী আজ উৎসবানন্দে মেতে উঠেছে। একমাস রোগভোগের পর যমের অরুচি বাদশা আজ আরোগ্য স্নান করেছে। বিধাতা বলে কি কেউ নেই? বৃদ্ধ বাদশাকে কবরে নিয়ে যেতে পারলে না?

কাশ্মীরী বেগমের প্রবেশ।

কাশ্মীরী। তুমিই মাড়বার রাজমহিষী?

রাণীবাঈ। হ্যাঁ।

কাশ্মীরী। পায়ের দিকে তাকাচ্ছ কেন?

রাণীবাঈ। আপনি জুতো নিয়ে এ ঘরে এলেন কেন? জানেন না, এ ঘরে আমার ঠাকুর আছে।

কাশ্মীরী। তাতে আমার কি? ঠাকুর কুকুর আমি মানি না।

রাণীবাঈ। আপনিই বুঝি বিখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষিণী কাশ্মীরী বেগম? মহারাজের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমার কাছে কি চাই বেগমসাহেবা?

কাশ্মীরী। তোমার কাছে আবার চাইব কি? কি আছে তোমার? তুমি ত ভিখিরী।

রাণীবাঈ। ভিখিরীর কাছে মহামান্যা বেগমের আগমনের ত কারণ ছিল না।

কাশ্মীরী। বাদশাবেগমের সঙ্গে কোন্ ভাষায় কথা বলতে হয়, মহারাজ তোমায় শিখিয়ে যান নি?

রাণীবাঈ। না বেগমসাহেবা। বাদশা বেগমের সঙ্গে আমার কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল না। মহামান্যা বেগম সাহেবার মুখোমুখী যে আমাকে কখনও দাঁড়াতে হবে, আমার তা জানা ছিল না। আমার কথা থাক। আপনাকে কেউ শিখিয়ে দেয় নি যে যেখানে ঠাকুর থাকে, সেখানে জুতো নিয়ে আসতে নেই?

কাশ্মীরী। তোমার ঠাকুরকে আমি জলে ফেলে দেব।

রাণীবাঈ। তাহলে ঠাকুরও আপনাকে জলে ডুবিয়ে মারবে। ঠাকুর সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় উঠবে, কিন্তু আপনি আপনার লাখ টাকার বসনভূষণ নিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যাবেন।

কাশ্মীরী। থামো বেয়াদপ।

রাণীবাঈ। বড় বেশী বাড়াবাড়ি কচ্ছেন বেগমসাহেবা। যান বেরিয়ে যান, আমি ঠাকুরকে গঙ্গাস্নান করাব।

কাশ্মীরী। কেন? ঠাকুরের সোনার অঙ্গ অশুচি হয়েছে?

রাণীবাঈ। হয়েছে বই কি?

কাশ্মীরী। মুসলমানীর ছায়ায় এত দোষ? আর একটু পরে তোমাকে যে মুসলমানী হতে হবে; তা তুমি জান?

রাণীবাঈ। আজ্ঞে না।

কাশ্মীরী। মোল্লা এসেছে, তৈরী হও।

রাণীবাঈ। তৈরী আমি হয়েই আছি। শুধু মুসলমানীই হব? বাদশা আমাকে নিকে করবে না?

কাশ্মীরী। বাদশা নয় রাণি। তোমাকে নিকে করবে আমাদের বাবুর্চি আবদুল্লা।

রাণীবাঈ। তবু ভাল, নীচাশয় বাদশাকে নিকে করার চেয়ে বাবুচিকে নিকে করা অনেক সহজ।

কাশ্মীরী। বাদশার নামে তোমার এত বড় কথা বলতে সাহস হল?

রাণীবাঈ। স্বামীকে করেছে হত্যা, আমাকে করেছে বন্দিনী, রাজ্যটা কেড়ে নিয়েছে, ছেলেটার কি করেছে জানি না,—এত বড় অপরাধের যে নায়ক, আমি তার গুণগান করব, এই কি আপনি আশা করেন? দুঃখে যে পাথর হয়ে গেছি বেগম, নইলে আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করতুম, তারস্বরে চীৎকার করে আলমগীরের কীর্ত্তি ঘোষণা করতুম। এই দিল্লীর প্রাসাদের প্রতি ইট কাঠ পাথরের গায়ে আমার স্বামীর হাতের স্পর্শ লেগে আছে, এই দেওয়ালগুলো যদি কথা কইতে পারত, তারা সমস্বরে বলত,—যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে এই বেইমানি ধর্ম্মে সইবে না। বুকটা যে চিরে দেখাতে পাচ্ছি না বেগম। তাহলে দেখতে যে জ্বালা মাংস চর্ম্ম দিয়ে ঢেকে রেখেছি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত তার কাছে তুচ্ছ।

কাশ্মীরী। তোমার দর্প এখনও ভাঙ্গে নি দেখছি।

রাণীবাঈ। আমি মেবারের মেয়ে, মহারাজ যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী, আমার দর্প ভাঙ্গবে চিতায় ছাই হয় গেলে।

কাশ্মীরী। আর মুসলমানী হলে।

রাণীবাঈ। আমাকে মুসলমানী করবে, এমন সাধ্য ওই গলিত-নখদন্ত ভণ্ড প্রবঞ্চক আলমগীরের নেই।

কাশ্মীরী। হুঁশিয়ার শয়তানি। [জুতা খুলিয়া রাণীর গায়ে নিক্ষেপ।]

রাণীবাঈ। বেগম!

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। এ কি বেগম সাহেবা?

কাশ্মীরী। দেরী কচ্ছ কেন? মোল্লাকে ডাক। শয়তানীর মাথাটা মাটিতে মিশিয়ে দাও।

দিলীর। তার আগে আমাদের মাথা যে আপনি ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন।

কাশ্মীরী। কসবী কি বলছে জান?

দিলীর। জানি। এত বড় সর্ব্বনাশ যার হয়ে গেছে, তার রাগের অসংখ্য কারণ আছে। কিন্তু আপনার রাগের কি কারণ হুজুরাইন? আপনি কেন এ ঘরে এসেছেন? তামাশা দেখতে? বজ্রাহত মাতঙ্গিনী কেমন করে ধুলোয় গড়িয়ে পড়েছে, তাই দেখে হাততালি দিতে?

কাশ্মীরী। ঠিকসে বাৎচিৎ করো নফর।

দিলীর। এ নফর বাদশাকেও চোখ রাঙাতে সাহস করে বেগম সাহেবা। যান, বেরিয়ে যান। এ কক্ষে প্রবেশ করার যোগ্য আপনি নন।

কাশ্মীরী। আমি যোগ্য নই, যোগ্য তুমি! আমি তোমাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়ার বেয়াদব।

দিলীর। যান, কুত্তা নিয়ে আসুন, এখানে আর অপেক্ষা করবেন না। শাবকহারা বাঘিনীর গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছেন— হুঁশিয়ার।

কাশ্মীরী। জুতি দে শয়তানি।

রাণীবাঈ। জুতোটা রেখে দিলুম বেগম সাহেবা। যদি বাঁচি, আর একদিন ঘটা করে ফেরৎ দেব।

কাশ্মীরী। গর্দ্দান নেব, তবে আমার নাম কাশ্মীরী বেগম।

[অন্য পায়ের জুতা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রস্থান।

দিলীর। মহারাণি, এরা অন্ধকারের জীব। এরা জানে না মানুষকে চাবুক মেরে বশ করা যায় না, ভালবেসে জয় করা যায়। আপনাদের পুরাণে আছে, রামচন্দ্র বনের বানরকে প্রেমে বশীভূত করে লঙ্কা জয় করেছিলেন। এরা তা বিশ্বাস করে না, আমি করি। আমার দুর্ভাগ্য মহারাণি, আপনাকে এ নরককুণ্ডের মধ্যে আমাকেই নিয়ে আসতে হল। [নতজানু] কসুর মাপ কর মা।

রাণীবাঈ। এরা আজ আমায় কলমা পড়াবে, না? তুমি কি বল দিলীর খাঁ? ধর্ম্ম ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষা করব?

দিলীর। যে তা করে করুক, যশোবন্ত সিংহে রাণী তা পারেন না। ধর্ম্মের চেয়ে যার প্রাণ বড়, তার কুকুরের প্রাণ যাওয়াই ভাল।

রাণীবাঈ। যদি রাজ্যটা ফিরিয়ে দেয়?

দিলীর। রাজ্য রসাতলে যাক্।

রাণীবাঈ। যদি আমলগীর আমাকে তার প্রধানা বেগম করতে চায়?

দিলীর। জীবনে যে কখনও হাসে নি, তার বেগম হবার দুর্ভাগ্য যেন আর কারও না হয়। এই বৃদ্ধ সম্রাট্—

সহসা আলমগীরের প্রবেশ।

আলম। থামলে কেন বন্ধু? বল,—তারপর? শরম মৎ করো। প্রশংসা ত সবাই করে, তুমি একটু নিন্দেই না হয় কর।

দিলীর। সম্রাট,—

আলম। বাইরে আকাশটার দিকে চেয়ে দেখ ত। রাজস্থানের আকাশটা যেন থমথম কচ্ছে না? ভূপাল সিং সেই যে গেছে,—এখনও ফিরল না। আকবর সাদি করে এখনও দিল্লীতে পৌছুল না। কিন্তু সবার চেয়ে আমায় ভাবিয়ে তুলেছে এই নির্ব্বোধ অপরিণামদর্শী দুর্গাদাস। রাজকুমারকে নিয়ে কোথায় যে সে গেল, ভেবে আমার চোখে ঘুম আসছে না।

রাণীবাঈ। সেই জন্যেই কি রাজকুমারকে বেঁধে আনতে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন?

আলম। দেখ দেখি, সে হচ্ছে আমার সম্ভ্রান্ত সেনানী যশোবন্তের পুত্র। তার লালন পালনের ভার আমাকেই ত নিতে হবে। বড় হলে তার রাজ্য তার হাতে তুলে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি।

দিলীর। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রস্তাবও কি সেই জন্যেই করেছিলেন জাঁহাপনা?

আলম। তুমি সব বোঝ, অথচ কিছুই বোঝ না। তার অভিভাবক আমি কি করে হতে পারি যদি সে আমার মত নমাজী না হয়? অবশ্য রাণীকে এখানে নিয়ে আসা আমার ভুল হয়েছে। বয়সের ধর্ম্ম। কিন্তু একবার যখন এসেছে, আর ত হিন্দুরা ওকে ঘরে নেবে না। অতএব—

দিলীর। অতএব রাণীকেও কলমা পড়তে হবে। তারপর কি জনাব?

আলম। বেগম সাহেবা বায়না ধরেছে,—রাণীকে ওই আমাদের বাবুর্চি আবদুল্লার সঙ্গে আজই নিকে দিতে হবে।

রাণীবাঈ। সম্রাট আলমগীর, তুমি তাহলে মাড়বারের রাণীকে চেন

না। আমি মেবারের শিশোদীয় বংশের কন্যা, আমি লৌহমানব মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পত্নী। একটা মানুষকেই আমার দেহমন আমি নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়েছি। সহস্র আলমগীরের সাধ্য নেই এ হাত আর একজনের হাতে তুলে দেয়। আর ধর্ম্ম? যে ধর্ম্মের সেবা করে সম্রাট আলমগীরের মত মহাপুরুষ গড়ে উঠেছে, সে ধর্ম্ম আমার জন্যে নয়। [প্রস্থান।

আলম। দেখ ত দিলীর খাঁ, বাবুর্চি মোল্লাকে নিয়ে এল কি না।

দিলীর। রাণীকে আপনি সসম্মানে মুক্তি দিন সম্রাট। বহু অধর্ম্ম আপনি করেছেন, এ অধর্ম্ম আর করবেন না।

আলম। তুমি ত জান বন্ধু, ধর্ম্মের জন্য কোন অধর্ম্ম করতেই আমার বাধে না।

ভূপাল সিংহের প্রবেশ।

ভূপাল। বান্দার সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা।

আলম। কর এনেছ?

ভূপাল। না জাঁহাপনা। একটা টাকা কর, তাও দিলে না।

আলম। কি বললে?

ভূপাল। যুবরাজ দিয়ে ফেলেছিল আর কি? বাধা দিলে ওই শূয়ার গর্ভস্রাব ভীমসিং ব্যাটা।

দিলীর। চুপ্ রহো বাচাল।

ভূপাল। তোমার আর কি? নিজে ত গেলে না—আমাকেই পাঠিয়ে দিলে। সে শয়তানের পাল্লায় যদি পড়তে, বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল।

দিলীর। তোমাকে প্রহার করেছে বুঝি?

ভূপাল। প্রহার করবে কেন? ছোটলোক ইতর শয়তানের বাচ্ছা শয়তান।

দিলীর। আবার?

ভূপাল। আরে যাও মিঞা। ঘরে বসে ল্যাজ নাড়তে সবাই পারে। জান, কি করেছে ভীমসিংহ? ওর মার বুক খালি হক, ওর ছেলেমেয়ের ওলাউঠো হক। আমাকে বসতে ত দিলেই না। আমি বসতে গেলুম, আসনটা সরিয়ে দিলে। আমিও রাজপথে নেমে গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে এসেছি।

আলম। রাজসিংহ প্রাসাদে ছিল না?

ভূপাল। আগে ছিল না, পরে এল। ভীমসিংহ আপনার হুকুমনামা ছিঁড়ে ফেললে, আর রাজসিংহ দুপায়ে মাড়িয়ে দিলে।

আলম। দিলীর খাঁর মুখে যে হাসি দেখছি।

দিলীর। ঠিকই দেখেছেন জাঁহাপনা। রাজসিংহের কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। দেখছি হিন্দুসমাজ এখনও মরে নি!

ভূপাল। তুমি বল কি দিলীর খাঁ? আমি হিন্দু, আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, আর তুমি মুসলমান—মোগল সম্রাটের সেনানী, তোমার রাগ হচ্ছে না?

দিলীর। না।

ভূপাল। শুনছেন জাঁহাপনা? এই কাফের আপনার সেনাপতি?

আলম। নসীবের দোষ। নইলে তোমার মত মুসলমানের বন্ধু এখনও হিন্দুই রয়ে গেল! তাহলে রাজসিংহ তোমাকে অপমান করেছে?

ভূপাল। আমাকে নয়, আপনাকে। বললে,—সম্রাটকে বলো;

আমি তাকে জিজিয়া কর দেব না, দেব আমার পয়জার। তাকে বলো, রাণীকে যেন এখুনি পাঠিয়ে দেয় আর যশোবন্তের ছেলেকে যেন তার রাজ্য ফিরিয়ে দেয়। নইলে আমি তাকে তুলে আছাড় মারব।

আলম। হুঁ, তুমি এখন এস।

ভূপাল। আপনি মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন সম্রাট। দিলীর খাঁ আপনার সৈন্য চালনা না করে, আমি করব। ওরে বাবা, কোমরটা একেবারে গেছে। আদাব।

[দিলীর খাঁর দিকে সগর্ব্বে চাহিয়া প্রস্থান।

[দিলীর খাঁ ও আলমগীর বক্রদৃষ্টিতে
পরস্পরের দিকে চাহিলেন]

আলম। খুশী আমিও হয়েছি বন্ধু।

দিলীর। সে কি সম্রাট্?

আলম। আমি কর চাই নি, কলহ চেয়েছি। জিজিয়া কর যদি কেউ না দেয়, আমার চেয়ে খুশী কেউ হবে না।

দিলীর। আপনি কি বলছেন?

আলম। হিন্দু সমাজের মধ্যে ইসলামের আবাদ করার অনেক সুযোগ আগে পেয়েছিলাম। বহু হিন্দু মুসলমান হয়েছে, বহু মন্দির মসজিদে পরিণত হয়েছে। তারপর ধূর্ত্ত হিন্দুরা অনেকদিন আমাকে গোঁসা করবার সুযোগ দেয় নি। আলমগীর দেউলে হয়ে যাচ্ছিল, রাজসিংহ তাকে রক্ষা করেছে।

দিলীর। এইবার আপনি ভাল করে হিন্দুর মুণ্ডপাৎ করবার সুযোগ পাবেন। আপনি কবরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যও কবরে যাবে।

আলম। সব তাঁর ইচ্ছা। আমি কে? খোদার অনন্ত মহিমার রাজ্যে সামান্য ফকির।

ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ।

ইন্দ্রসিং। জাঁহাপনা,—

দিলীর। মাড়বারের মহামান্য রাজা ইন্দ্রসিং নয়?

আলম। তুমি হঠাৎ এলে যে? আকবর কোথায়, তোমার ভগ্নী কোথায়? বিবাহ হয় নি এখনও?

ইন্দ্রসিং। আজ্ঞে পৌনে-বিবাহ হয়েছিল। আমার ভগ্নীকে আমি যখন শাহজাদার হাতে তুলে দিচ্ছিলাম। এমনি সময়ে দুর্গাদাস বাজের মত এসে তাকে এক চড় মেরে মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল।

দিলীর। সত্য বলছ?

ইন্দ্রসিং। গিয়ে দেখুন না, সত্যি কি মিথ্যে।

আলম। তারপর?

ইন্দ্রসিং। শাহাজাদা তরবারি খুলে যাঁহাতক রুখে দাঁড়িয়েছেন, অমনি ভীমসিংহ এসে আর এক চড়। তারপর—

দিলীর। এর পরও আছে?

ইন্দ্রসিং। সবটাই ত পড়ে আছে। এ ত ভূমিকা হল মাত্র। দিল্লী থেকে সম্রাটের দূত গিয়ে বললে,—সম্রাট্ অত্যন্ত অসুস্থ, শাহজাদা যেন এখনি চলে আসেন।

আলম। কে দূত পাঠিয়েছিল দিলীর খাঁ?

দিলীর। কেউ পাঠায় নি।

ইন্দ্রসিং। না পাঠালে গেল কি করে? দূতের কথা শুনে

শাহজাদা দিল্লীতে না এসে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মাড়বারের সিংহাসনে বসে একেবারে—

আলম। কি করেছে?

ইন্দ্রসিং। দিল্লীর সম্রাট্ বলে নিজেকে ঘোষণা করেছেন।

আলম। আচ্ছা তুমি যাও।

ইন্দ্রসিংহ। বাকীটা বলে যাই। যে মুহূর্ত্তে সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল,—"জয় দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের জয়", সেই মুহূর্ত্তে রাণা রাজসিংহের কামান গর্জে উঠল, হাজার হাজার সৈন্য অজিত সিংহের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

দিলীর। তার অর্থ?

ইন্দ্রসিং। অর্থ? রাণা রাজসিংহ আর ভীমসিংহ একসঙ্গে মাড়বার আক্রমণ করেছে। সম্রাট আকবর এতক্ষণ আছে কি নেই জানি না। না থাকাই সম্ভব।

আলম। তোমার ভগ্নী কোথায়?

ইন্দ্রসিং। দুর্গাদাসের কবলে। মেয়েটা কিছুতেই যাবে না। বললে,—এত বড় সুযোগ আমি হারাতে পারব না। দুর্গাদাস তাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গেল। তার জন্যে আমার চোখে ঘুম নেই জাঁহাপনা। শাহজাদার হাতে না দিয়ে যদি আমি তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম, তাহলে তার এ সর্ব্বনাশ হত না।

আলম। যাও,—আমি তাকে উদ্ধার করব।

ইন্দ্রসিং। [স্বগত] গুষ্ঠীর মাথা করবে। [প্রস্থান।

[আলমগীর জপের মালা বাহির করিয়া জপিতে জপিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন, দিলীর খাঁ বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন]

আলম। দিলীর খাঁ, রাজসিংহকে দেখেছ ?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আলম। দেখবে চল।

দিলীর। আপনিও যাবেন ?

আলম। বেগমের বড় সাধ হয়েছে, একলিঙ্গদেবের মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী করাবে। তুমি আগে মাড়বারে যাও। দুর্গাদাস, ভীমসিংহ আর শাহজাদা আকবর তিনজনকে একই লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে—আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। আমি তোমার সওগাতের জন্য মেবারের পথে অপেক্ষা করব। মোল্লাকে একবার পাঠিয়ে দাও। ভাবছ কি ?

দিলীর। ভাবছি, এই যাত্রাই বোধহয় আমাদের শেষ যাত্রা।

[প্রস্থান।

[আলমগীর মালা জপ করিতে লাগিলেন। কখনও থামেন, কখনও দ্রুত চলেন, কখনও আকাশের দিকে তাকান]

মোল্লার বেশে দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। বন্দে গি জাঁহাপনা! বান্দা হাজির, বুঝেছেন ? বাবুর্চি আবদুল্লা আমার ছাওয়ালডারে ডাকতে গিইছিল। আমি বললুম, দূর মিঞা, ও যাবে কি ? এ কি যাকে তাকে কলমা পড়ানো ? একে হেঁদু, তার উপর রাণীটা শুনেছি ভয়ঙ্কর তেড়িয়া, বুঝেছেন ? এত বড় কাম ও পারবে কেন ? চল আমিই যাব। তাই নিজেই এলাম।

আলম। বেশ করেছ।

দুর্গাদাস। বেশ ত করেছি জনাব। কিন্তু এইটুকু পথ আসতে

আমার জানডা গেছে, বুঝছেন? গেল সনের আগের সন একটা গাছের ডাল পড়ে একটা পা গেছে। খোঁড়া মানুষ, তবু কি সোয়াস্তি আছে? যেখানে যত গোলমেলে সাদি, সেখানেই বলে ডাক কদম আলিকে। বুঝেছেন? যত বলি, আমি যেতে পারব না, টাকার জন্যে কি জান দেব? ততই বলে হেই বাবা, তুমি ছাড়া হবে না।

আলম। বটে!

দুর্গাদাস। আপনাকে বলি জাঁহাপনা, আর কাউকে বলবেন না। আমার ওস্তাদ আমাকে জল পড়া শিখিয়ে গেছে। হেঁদুর মেয়েগুলো সহজে কলমা পড়তে চায় না। বেটীদের ঘাসের ওপর পশ্চিম মুখো করে দাঁড় করিয়ে আগে দিই জলপড়া ছিটিয়ে। বুঝেছেন? ব্যস, আর দেখতে হবে না, একেবারে পা-চাটা কুত্তা।

আলম। আবদুল্লা কোথায়?

দুর্গাদাস। সে ব্যাটাকেও জলপড়া দিয়ে বেঁধে রেখে এয়েছি। কেবলি বলে, "আমার শরম লাগে।" দুত্তোর শরমের নিকুচি করেছে। আমার তালুই মরার আগের দিন নিকে করেছিল, বুঝেছেন? মেয়েটা কোথায়?

আলম। ওই আসছে। [মালা জপ]

রাণীবাঈয়ের প্রবেশ।

রাণীবাঈ। শোন সম্রাট আলমগীর,—

[আলমগীর মালা জপ করিতে লাগিলেন]

দুর্গাদাস।. তোমাকেই কলমা পড়াতে হবে?

রাণীবাঈ। কে তুই?

দুর্গাদাস। আমাকে চেন না? তামাম দিল্লীতে এমন কোন বান্দা আছে যে কদম আলিকে চেনে না? তুমি কোন্ দেশের মানুষ?

রাণীবাঈ। তফাৎ যাও।

দুর্গাদাস। বড় বেশী ঝাঁজ দেখছি তোমার। তোমার মত ঢের ঢের হেঁদুর মেয়েকে এই কদম আলি মোল্লা কলমা পড়িয়েছে। নাম কও, নাম কও, আগে জলপড়াটা দিয়ে বেঁধে ফেলি, তারপর বোঝা যাবে কেমন বাপের বেটী তুমি, আর আমি কেমন কদম আলি মোল্লা। নাম কও।

রাণীবাঈ। আমার নাম মহিষমর্দ্দিনী।

দুর্গাদাস। ব্যস্ ব্যস্, এক্ষুণি বুঝিয়ে দেব কত ধানের কত চাল। [মন্ত্র পড়িতে লাগিল]

কবরখানায় গরুর ঠ্যাং
এঁদো পুকুরে কোলা ব্যাং
আশমানেতে মামদো ভূত,
তেপান্তরে রাডীর পুৎ,
হিজল বনের ঈশেন কোণে
নীল পরীরা জালটি বোনে,
আকড় মাকড় ধাকড় কুড়
মামার বাড়ী অনেক দূর
আয় রে পরী ছুটে আয়,
শাকচুন্নীর কারখানায়।
লাগে তাক লাগে তুক
ভরে উঠুক নারীর বুক।

[জলপড়া ছিটাইয়া দিল, ঈশারায় কি কথা হইল]

দুর্গাদাস। দেখুন জাঁহাপনা, জলপড়ার জহুরা দেখুন। আওরৎ গলে একদম পানি। বুঝেছেন ?

আলম। নিয়ে যাও। হাত ধরে নিয়ে যাও; এখনি কলমা পড়াবে, আজই নিকে হওয়া চাই।

দুর্গাদাস। চলে এস। [রাণীর হাত ধরিল] সেলাম, সেলাম।

[রাণীবাঈ সহ প্রস্থান।

আলম। সব তোমারই মর্জ্জি খোদা।

কাশ্মীরী বেগমের প্রবেশ।

কাশ্মীরী। জাঁহাপনা !

আলম। কি বেগমসাহেবা ? বড় উত্তেজিত দেখছি যে।

কাশ্মীরী। দিলীর খাঁর গর্দ্দান নিতে হবে। সে আমাকে অপমান করে এই ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে. বলে, আপনি এ ঘরে আসবার অযোগ্য।

আলম। এত বড় কথা তোমাকে বললে দিলীর খাঁ ? ও লোকটা আমাকেও যখন তখন চোখ রাঙায়। বড় অভদ্র।

কাশ্মীরী। গর্দ্দান নাও। তারপর অন্য কথা।

আলম। তোমাকে যখন অপমান করেছে, গর্দ্দান ত নিতেই হবে। তবে কি জান ? গরুটা অনেক দুধ দেয়।

কাশ্মীরী। দুধ ত যশোবন্তও দিত।

আলম। সে দুধ কখনও কখনও কেটেও যেত।

কাশ্মীরী। আমি কোন কথা শুনব না। আমি এই শয়তানের ছিন্নমুণ্ড না দেখে ছাড়ব না।

আলম। বেশ,—দেখবে। কিন্তু একটু সবুর করতে হবে। আমি তাকে নিয়ে যেবার জয় করে আসি, তারপর। সে কথা যাক্। রাণীকে কেমন দেখলে? বাঘিনী না সিংহিনী?

কাশ্মীরী। কসবী। তোমাকে বলে প্রবঞ্চক, ভণ্ড।

আলম। আমাকে কি তুমি খুব সরল মনে করেছ?

কাশ্মীরী। তুমি যাই হও, তাই বলে সে তোমাকে ভণ্ড বলবে? আমি তার গায়ে জুতো ছুঁড়ে মেরেছি।

আলম। ভাল কাজই করেছ। জুতোটা সে রেখে দিয়েছে বুঝি? বলে নি যে এ জুতো আর একদিন আমি ফিরিয়ে দেব?

কাশ্মীরী। ঠিক তাই বলেছে।

আলম। ডরো মৎ বেগম সাহেবা। বাদশা যার হাতের পুতুল, তার সবই সাজে।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। নিয়ে গেল জাঁহাপনা, রাণীকে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

আলম ও কাশ্মীরী। নিয়ে গেল! কে নিয়ে গেল?

রক্ষী। খোঁড়া মোল্লা। যারা বাধা দিয়েছিল, তাদের রক্তে রাজপ্রাসাদ লাল হয়ে গেছে। ও মোল্লা নয় জাঁহাপনা। ব্যাটা বোধহয়—এ কিসের চিঠি জাঁহাপনা? [পত্র তুলিয়া আলমগীরকে দিল]

আলম। তাই ত।

কাশ্মীরী। কে লিখেছে?

আলম। দুর্গাদাস লিখেছে, "মহারাণীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি সম্রাট্, সাধ্য থাকে ফিরিয়ে আনবেন।" সেদিন রাণা রাজসিংহ রূপনগরের রাজকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমায় অপমান করেছে। আজ আবার দুর্গাদাস যশোবন্তের রাণীকে নিয়ে গেল? মেবার আর মাড়বার আমি ধ্বংস করব। দুর্গাদাস আর রাজসিংহকে আমি কলমা পড়াব, নইলে বৃথাই আমি বাদশা আলমগীর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

আকবর ও দুর্গাদাসের প্রবেশ।

আকবর। বশ্যতা স্বীকার কর হিন্দু। আমি তোমায় আশাতীত পুরস্কার দেব। তোমার বীরত্ব দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। পিতাকে অনুরোধ করে আমি তোমাকেই মাড়বারের রাজতক্তে বসাব।

দুর্গাদাস। মাড়বারের সিংহাসন আমার প্রভুপুত্র অজিত সিংহের। সংসারে এমন কোন মহার্ঘ রত্ন নেই, যার লোভে আমি আমার স্বর্গগত প্রভুর সঙ্গে বেইমানি করতে পারি। বশ্যতা স্বীকার করব তোমার কাছে? তুমি সম্রাট আলমগীরের পুত্র; সেই আলমগীর—যে আমার প্রভুকে হত্যা করেছে, আমার প্রভুপত্নীকে বন্দী করে রেখেছে, আমার দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে। তোমার দেওয়া রাজভোগে আমি পদাঘাত করি।

আকবর। হুঁশিয়ার শয়তান।

দুর্গাদাস। শয়তান আমি নই, তুমি শয়তানের বাচ্ছা শয়তান।

আকবর। দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস। কবে আমরা তোমাকে মাড়োয়ারের মাটিতে কবর দিতে পারতুম। অম্বরের সৈন্য ছুটে এল তোমার সহায়তায়, বিকানীর উড়ে এসে তোমার সঙ্গে যোগ দিলে। তিনদিকের আক্রমণে আমাদের সৈন্যেরা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। স্বাধীনতার যুদ্ধ চিরদিন দেশদ্রোহীদের ছুরিকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, আজও তার ব্যতিক্রম হল না। এরা বুঝেও বোঝে না, দেখেও শেখে না। শিখেও মনে রাখে না।

আকবর। বাঁচতে চাও না তুমি?

দুর্গাদাস। পরাধীন দেশের মাটিতে আমি বাঁচতে চাই না।

আকবর। তবে মরবার জন্যেই প্রস্তুত হও।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভূপালসিং ও ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। আপনিই ত সেই মহাপুরুষ?

ভূপাল। কোন্ মহাপুরুষ?

ভীমসিংহ। যে মহাপুরুষ মহারাণা রাজসিংহের কাছে জিজিয়া কর আনতে গিয়েছিলেন?

ভূপাল। তুমিই ত বাপের সেই ত্যাজ্যপুত্র, যে আমাকে সেদিন একলা পেয়ে অপমান করেছিল।

ভীমসিংহ। তোমার আবার অপমান। আলমগীরের জুতো দিনে দশবার যে জিভ দিয়ে চাটে, তাকে পদাঘাত করলেও অপমান হত না।

ভূপাল। জুতো চেটেছি ছুঁচো? কথা বলতে লজ্জা হয় না? আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরত। কেন তুমি মাড়বারে ল্যাজ নাড়তে এসেছ?

ভীমসিংহ। তুমি কেন মাড়বারের স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাধা দিতে এসেছ? রাজপুতানায় আরও ত কত রাজা ছিল। তোমার মত আর বিকানীরের রাজা শ্যামসিংহের মত আর কে এসেছে প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ করতে?

ভূপাল। আরও ত কত দেশের রাজকুমার আছে। তোমার মত আর কে বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে?

ভীমসিংহ। বাদশা! বাদশা তোমার কে? কবে তার সঙ্গে তোমার মেয়ের নিকে হয়েছে?

ভূপাল। তবে রে শয়তান, তোমাকে আমি—

[আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ। ভীমসিংহ ভূপাল সিংহের তরবারি তাহার খাপের মধ্যে পূরিয়া দিলেন]

ভীমসিংহ। ঘরে ফিরে যাও অম্বরাধিপতি। তোমার মত বীর পুরুষের সঙ্গে আমি আর যুদ্ধ করব না।

[প্রস্থান।

ভূপাল। ব্যাটার কথা শুনেছ? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না!

অজিত সিংহের প্রবেশ।

অজিত। ভয় পেয়েছে মহারাজ। আপনার মত বীরপুরুষের সঙ্গে কি যে-সে যুদ্ধ করতে পারে?

ভূপাল। হেঃ-হেঃ-হেঃ। তুমি কার ছেলে?

অজিত। আমি বাবার ছেলে।

ভূপাল। কে তোর বাবা শূয়ার ?

অজিত। আপনার বাবা বুঝি শূয়ার ছিল ?

ভূপাল। ছেলেটা ত বড় পাজী।

অজিত। কথাটা কি সত্যি নাকি মহারাজ ?

ভূপাল। কি কথা ?

অজিত। সবাই যা বলছে ?

ভূপাল। কি বলছে ?

অজিত। বলছে সম্রাট আলমগীর নাকি আপনার জামাই ?

ভূপাল। মাথাটা উড়িয়ে দেব।

অজিত। নিজের মাথাটা সামলান মহারাজ। আমার পিতাকে যারা হত্যা করেছে, আপনি ছিলেন তাদের দলপতি।

ভূপাল। মিছে কথা।

অজিত। আপনাকে আমরা জ্যান্ত মাটিচাপা দেব। আর আপনার জামাইকে—

ভূপাল। ফের জামাই ?

অজিত। অস্ত্র নিন মহারাজ।

ভূপাল। তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব কি ?

অজিত। করে দেখুন না। বালক হলেও আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র। আপনার মত দেশদ্রোহীকে—

ভূপাল। তবে রে বিচ্ছু শয়তান—

[উভয়ের যুদ্ধ]

চম্পার প্রবেশ।

চম্পা। মার রাজকুমার, আলমগীরের শ্বশুরকে খুঁচিয়ে মার।

ভূপাল। এই বদমায়েস মেয়ে! ও বাবা, এর হাতেও অস্ত্র। তোকে আমি—

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। খবরদার বাদশার শ্বশুর।

ভূপাল। তুই শূয়ার আবার কে?

[আগাইয়া গেল, উদয় পিস্তল বাগাইয়া ধরিল, ভূপাল সিং অজিতের দিকে ফিরিল—অজিত তরবারি উদ্যত করিল, চম্পার দিকে ফিরিল—সে ছুরি তুলিয়া ধরিল। ভূপাল সিংহের পলায়ন ও অজিতের পশ্চাদ্ধাবন]

চম্পা। তুই কোথা থেকে এলি উদয়?

উদয়। বাড়ী থেকেই এসেছি। মা আমার হাতে তলোয়ার দিয়ে আমায় যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলে। বললে,—তোমার বাবা যে অপরাধ করেছে, তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

চম্পা। তোর বাবা কোথায়?

উদয়। কোথায় গেছে জানি না। শাহজাদা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চম্পা। বেশ করেছে।

উদয়। মাকেও অপমান করত, মা তার আগেই আমাকে নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু তুই এখনও এখানে কেন আছিস পিসি? তোকে যে ধরে নিয়ে যাবে।

চম্পা। ধরে নিয়ে যাবে? কার কাঁধের উপর দশটা মাথা গজিয়েছে যে সেনাপতি দুর্গাদাসের আশ্রয় থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

উদয়। দুর্গদাস লোকটা খুব বীর, না রে পিসি?

চম্পা। এত বড় বীর রাজস্থানে আর কেউ আছে কি না, আমি জানি না।

উদয়। তবে নামটা তেমন ভাল নয়। সিং না থাকলে রাজপুতদের মানায় না। এ কী,—দাস, মানে চাকর।

চম্পা। তুই ভারী বুঝিস। এর চেয়ে ভাল নাম হয় না।

উদয়। তা হবে। চেহারাটা কিন্তু গুণ্ডার মত।

চম্পা। বীরপুরুষের চেহারা ওই রকম হয়। এ ত আর তোর বাবা নয়।

উদয়। না, তোর বাবা।

চম্পা। বেরিয়ে যা অভদ্র।

উদয়। বেরিয়ে যাব কি? আমার যে গান এসে গেল।

চম্পা। যুদ্ধক্ষেত্রে গান!

উদয়। যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েছেলে আসতে পারে, আর গান আসতে পারবে না? চারদিক থেকে গোলাগুলি ছুটে আসছে। এই ত গানের সময়। পিসি,—

চম্পা। কি?

উদয়।— **গীত।**

তুই ঠিক চিনেছিস বর।
মরবি যদি চাসনে পিছে, এই সাগরে ডুবে মর।

চম্পা। উদয়!

উদয়।— **পূর্ব্ব গীতাংশ।**

খানা ডোবায় মিছে ডোবা, জাত যাবে পেট ভরবে না;
সবাই দেবে ধুলো বালি, "আহা"টিও করবে না;

মরণ যদি করবি বরণ,
ছাড়িস না তুই ওই শ্রীচরণ,
আর যদি কেউ উলু না দেয়, আমি দেব, কিসের ভয়?

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির আওয়াজ ও জয়ধ্বনি—"জয় সম্রাট আলমগীরের জয়।"]

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। কে এখানে? চম্পা? তুমি আবার এখানে মরতে এলে কেন?

চম্পা। মরতেই এলাম।

দুর্গাদাস। মরবার এত সাধ তোমার?

চম্পা। আপনাদের সাধ থাকতে পারে, আমার থাকতে পারে না?

দুর্গাদাস। তবে সেদিন মরনি কেন?

চম্পা। আপনি আমাকে নিয়ে এলেন কেন?

দুর্গাদাস। অন্যায় হয়েছে।

চম্পা। নিশ্চয়ই হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বাদশা আলমগীরের পুত্র দিল্লীর ভাবী সম্রাট আমাকে সাদি করতে এসেছিল; আপনি কেন আমার এত বড় সৌভাগ্যে বাদ সাধলেন?

দুর্গাদাস। সেধেছি বেশ করেছি। রাজপুতানীকে আমি মোগলের হারেমে যেতে দেব না।

চম্পা। এর পর কে আমাকে বিয়ে করতে সাহস করবে?

দুর্গাদাস। আর কেউ না করে, যম আছে। বলছি তুমি মেবারে চলে যাও, তবু এখানে পড়ে থাকবে।

চম্পা। বেশ করব, আমি যাব না।

দুর্গাদাস। দিল্লী থেকে মোগল-সৈন্য এসেছে, খবর রাখ? আমি কি এখন যুদ্ধ করব, না তোমাকে সামলাব?

চম্পা। আমাকে সামলাতে হবে না, আমিই আপনাকে সামলাব।

দুর্গাদাস। তুমি অতি নির্ব্বোধ।

চম্পা। আপনি একটি প্রকাণ্ড ষণ্ড। গান গাইতে জানেন? ধরুন দেখি একখানা।

দুর্গাদাস। কি বলছ তুমি পাগলের মত?

চম্পা। বাঁচতে আমাদের দেবে না। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আপনি মরবেন গুলি খেয়ে, আর আমি মরব বুক ফেটে। এমন সুদিন আর আসবে না।

দুর্গাদাস। চম্পা।

চম্পা।—

গীত।

ওই আকাশের নীলিমায়!
তারা হয়ে রইব ফুটে আমরা দুজনায়।
মুখে মুখে রইব চেয়ে,
নীল আকাশের ছেলেমেয়ে,
মুখের হাসি আলোক হয়ে লুটবে ধরার আঙিনায়।
থাকবে না ভয় হারিয়ে যাওয়ার,
শেষ হবে এই তরী বাওয়ার,
নিঘুম নিশা রইব জেগে নীল কমলের বিছানায়!

দুর্গাদাস। চুপ, চুপ, কি পাগলামি কচ্ছ? এখনি একটা গোলা

ছুটে এসে তোমার গানের সখ মিটিয়ে দিয়ে যাবে। সর সর, পথ আগলে দাঁড়ালে কেন?

চম্পা। একটু বস্থন না, গল্প-সল্প করি।

দুর্গাদাস। তোমার সঙ্গে বসে আমি গল্প করি, আর ওদিকে সব শেষ হয়ে যাক।

চম্পা। শেষ হবে কেন? রাণা রাজসিংহ আছেন, ভীমসিংহ আছেন, আপনি আর বেশী কি করবেন?

দুর্গাদাস। কিছু না পারি, মরতে তো পারব।

চম্পা। তা পারবেন। তবে একা মরে ত আপনার স্থবিধে হবে না। আপনি ত গুণ্ডা।

দুর্গাদাস। আমি গুণ্ডা?

চম্পা। আজ্ঞে হ্যাঁ। যমদূতেরা যখন আপনাকে যমরাজের কাছে নিয়ে যাবে, আপনি হয়ত যমরাজের পেটে তলোয়ার বসিয়ে দেবেন, আর যমদূতেরা আপনাকে কান ধরে নিয়ে গিয়ে তেলের কড়ায় ছেড়ে দেবে।

দুর্গাদাস। তাতে তোমার কি?

চম্পা। জীবে দয়া, বুঝলেন? সেদিন আমার বড্ড উপকার করেছেন কিনা, তাই একা একা আপনাকে মরতে দিতে আমার আপত্তি আছে।

দুর্গাদাস। তবে তুমি করতে চাও কি?

চম্পা। আমিও যুদ্ধ করব। বুঝেছেন, যুদ্ধ। দেখুন না একটা তলোয়ার নিয়ে আসছি, তারপর দুজনে একসঙ্গে মরব—অ্যাঁ? আচ্ছা, নমস্কার।

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস। মেয়েটা পাগল নাকি?

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন]

অজিতসিংহের প্রবেশ।

অজিত। শুনেছ দাদা? দিল্লী থেকে দিলীর খাঁ এসেছে!

দুর্গাদাস। দিলীর খাঁ এসেছে? তাইত কুমার। জয়ের আশা বোধহয় নির্ম্মূল হয়ে গেল। তোমাকে নিয়েই আমার ভাবনা। তুমি মেবারে চলে যাও।

অজিত। তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যাব না।

দুর্গাদাস। আমি যে সেনানী, মৃত্যু আমার খেলার সাথী। তুমি রাজকুমার, মাড়বারের সিংহাসন অধিকার করবার জন্য, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য, মহারাণীকে উদ্ধার করবার জন্য তোমায় বেঁচে থাকতে হবে। যাও ভাই, যাও, এখানে থেকে আর কোন লাভ নেই। বিপুল সেনা নিয়ে দিলীর খাঁ আসছে।

অজিত। রাণা রাজসিংহও ত এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে এসেছে রাজপুত বালক বৃদ্ধ যুবা। নারীরাও বাদ যায় নি।

রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজসিংহ। অভিষেকের আয়োজন কর দুর্গাদাস, অভিষেকের আয়োজন কর। তোমাদের মাকে দিয়ে গেলাম। সাতদিনের মধ্যে যুদ্ধ জয় করা চাই, তারপর আমরা মেবারে চলে যাব। আলমগীরের সৈন্যদল মেবারের পথে গেছে। আমি দোবারির গিরিপথে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

দুর্গাদাস॥ দিল্লীর খাঁ যে বহু সৈন্য নিয়ে এসেছে মহারাণা। কি দিয়ে আমরা যুদ্ধ জয় করব? কি আছে আমাদের?

রাজসিংহ। ধর্ম্ম আছে দুর্গাদাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে চূর্ণ করেছিল সাত অক্ষৌহিণী। বিশাল নারায়ণী সেনা ধ্বংস করেছিল একা অর্জ্জুন। ওরা এসেছে অধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিয়ে, আমাদের হাতে আছে ব্রহ্মাস্ত্র—ধর্ম্ম। এই অস্ত্র নিয়ে পারবে না মৃত্যুর বাহু ভেঙ্গে দিতে?

দুর্গাদাস। পারব মহারাণা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। কে এসেছে? কে এসেছে দুর্গাদাস? পিতা? [পদতলে পতিত হইলেন]

রাজসিংহ। পুত্র, মেবারের গৌরব, তোমার শৌর্য্য সাহস বুদ্ধি মেবারের সেবায় নিয়োজিত হল না। তুমি মাড়বারের জন্য জীবন উৎসর্গ কর।

ভীমসিংহ। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য পিতা।

রাজসিংহ। অজিত সিংহ!

অজিত। আদেশ করুন মহারাণা।

রাজসিংহ। তোমার অভিষেকে যোগদান করতে আমি হয়ত পারব না ভাই। অভিষেকের উপহার আমি আজই দিয়ে যাচ্ছি। [দুর্গাদাস ও ভীমসিংহের হাত ধরিয়া] আমার এই দুটি সন্তানকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি অজিত। এরা দুজনে মরবে তবু বেইমানি করবে না।

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস। আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন রাণা? কোথায় রাজ্য তার ঠিক নেই, আপনি অভিষেক করে যাচ্ছেন?

রাজসিংহ। হবে দুর্গাদাস, সব হবে। আকাশ থেকে জয়মাল্য নেমে আসবে। আসুক দিলীর খাঁ, আসুক দিল্লীশ্বরের বিশ হাজার ফৌজ। বিশাল মোগল-বাহিনীকে কি দিয়ে সম্ভাষণ করতে হয়, আমি তা জানি। দিলীর খাঁ কর্ত্তব্যের প্রেরণায় অস্ত্রধারণ করবে; আমরা অস্ত্রধারণ করেছি মায়ের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে। তাদের শক্তি আছে, ধর্ম্ম নেই; আমাদের শক্তিও আছে, ধর্ম্মও আছে। জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য আমাদের। জয় রাজস্থানের জয়, জয় রাজস্থানের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদয়পুর রাজপ্রাসাদ।

জয়সিংহ ও তারাবাঈ।

জয়সিংহ। শুনেছ মা? পিতা, দুর্গাদাস আর ভীমসিংহ মাড়বার পুনরধিকার করেছে। গতকাল যশোবন্ত সিংহের পুত্রকে তারা সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছে।

তারা। এত সৈন্য নিয়ে এসেও দিলীর খাঁ কিছু করতে পারলে না?

জয়সিংহ। হয়ত পারত, কিন্তু আলমগীর চালে ভুল করেছে।

তারা। কি রকম?

জয়সিংহ। বাদশার ওই এক দোষ। তার কাছে কারও প্রশংসা করলে এক তিলও বিশ্বাস করে না, কিন্তু যদি কারও নিন্দে কর, প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করবে। কে তার কাণে তুলে দিয়েছে যে, শাহজাদা আকবর পিতৃদ্রোহী, অমনি বাদশা হুকুম দিলে—আকবরকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে নিয়ে এস। কথাটা শুনেই আকবর তার সমস্ত শক্তি নিয়ে রণস্থল ত্যাগ করে চলে গেল। দিলীর খাঁ হাজার চেষ্টা করেও সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারলে না।

তারা। কিন্তু ওরা যুদ্ধ জয় করলে কি করে?

জয়সিংহ। সেই কথাটাই বুঝতে পাচ্ছি না। পিতা বলেন ধর্ম্মের অস্ত্র দিয়ে।

তারা। তোমার পিতা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই স্বর্গে যাবেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ থেকে তাঁর জন্যে রথ আসছে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা? কোথাকার কে বিক্রম শোলাঙ্কি তার মেয়েকে বাদশা বিয়ে করুক, কি তার খানসামা সাদি করুক, তাতে আমাদের কি? রাণা তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে এলেন।

জয়সিংহ। সে অপমান বাদশা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি।

তারা। তার উপর যশোবন্তসিংহের রাণীকে তার প্রাসাদ থেকে ছিনিয়ে আনা, জিজিয়া করের হুকুমনামা পদদলিত করা আর মাড়বার রাজকুমারকে সাহায্য করা—এর একটাও কি ছোটখাটো অপরাধ?

জয়সিংহ। বাদশাহী সৈন্য এল বলে।

চম্পার প্রবেশ।

চম্পা। এসে পড়েছে যুবরাজ।

জয়সিংহ। কে তুমি?

চম্পা। আমি মাড়বারের মেয়ে। আপনার ভাই ভীমসিংহ আমাকে পাঠিয়েছেন।

জয়সিংহ। ভীমসিংহ পাঠিয়েছে!

চম্পা। হ্যাঁ যুবরাজ। তিনি বললেন,—পিতা রাজধানীতে নেই, যুবরাজ হয়ত জানেন না যে বাদশা সসৈন্যে মেবারের পথে যাত্রা করেছেন। দোবারির ও পিঠে যেন বাদশাহী সৈন্য পৌঁছুতে না পারে। খবর পেলেই আমি আর দুর্গাদাস গিয়ে তাকে সাহায্য করব।

জয়সিংহ। এই কথা বললে ভীমসিংহ? আমাকে সাহায্য করবে? শুনছ মা?

তারা। শুনছি। খবরদার, তাকে খবর পাঠিও না। সে এই ভাবে মেবারে ফিরে আসবার সুযোগ খুঁজছে।

চম্পা। আপনি বুঝি তার বিমাতা? ত্রেতাযুগে আপনিই কি ছিলেন কৈকেয়ী?

তারা। বেয়াদবি করো না বালিকা।

চম্পা। আমার বেয়াদবিতে কারও কোন ক্ষতি হবে না মহারাণি। কিন্তু আপনার বেয়াদবিতে সমগ্র রাজস্থানের মুখে চূণ-কালি পড়েছে। অমন একটা ছেলে, যে বাসুকির মত দেশটাকে মাথায় করে রাখতে পারত, তাকে আপনি নির্ব্বাসন দিলেন?

তারা। আমি নির্ব্বাসন দিয়েছি, না সে নিজেই নিজেকে নির্ব্বাসিত করেছে।

চম্পা। ঘুরিয়ে নাক দেখালেও সে নাকই থাকে মহারাণি। কৈকেয়ী তবু রামচন্দ্রের ফিরে আসার পথ রেখেছিল। আপনি তার ফেরবার মুখে জন্মের মত কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তারা। জয়সিংহ, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতৃনিন্দা শুনছ? বালিকার রসনা ছেদন কর।

জয়সিংহ। কটা রসনা ছেদন করব মা? রাজ্যের সবাই ত এই কথা বলছে। আমরা অনেক উচ্চে উঠেছি, মর্ত্তের মানুষের নিন্দা আর আমাদের গায়ে লাগে না।

তারা। জয়সিংহ!

জয়সিংহ। হেরে গেলাম মা; আমাদের হারিয়ে দিলে। একটা মানুষ দেশ থেকে চিরনির্ব্বাসিত হয়েও রাজ্যের মঙ্গলকামনা কচ্ছে, আর আমরা রাজ্যটা মুঠোর মধ্যে পেয়েও অহরহঃ সেই শত্রুর মৃত্যুকামনা করছি। আর কি বলেছে সেই শত্রু?

চম্পা। মাকে প্রণাম জানিয়েছেন, ভাইকে জানিয়েছেন শুভেচ্ছা, আর বার বার করে বলেছেন, রাজপ্রাসাদের পূব্ দিকের প্রাচীর সংস্কার করতে।

ইয়াসিনের প্রবেশ।

ইয়াসিন। খুব হয়েছে, তুই এখন চলে আয়।

তারা। এ লোকটা আবার কে?

ইয়াসিন। আমি ইয়াসিন, মোর বাপ ছিল দেদার বক্স, তার বাপ—

তারা। তুই এখানে এলি কি বলে?

ইয়াসিন। এলুম তার হয়েছে কি? জাত গেছে? গেছে ত গেছে। ঘরের ছেলেকে যারা খামকা খামকা তাড়িয়ে দেয়, তাদের আবার জাত! কি সোনার চাঁদ ছেলে, যেমন ব্যাভার তেমনি গায়ে জোর! বাদশার সৈন্যগুলোকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিলে। অমন ছেলে কেউ ঘর থেকে বের করে দেয়?

চম্পা। তোর সে কথায় দরকার কি?

ইয়াসিন। হক কথা বলব, তার ভয়টা কিসের?

চম্পা। কেন তুই এখানে মরতে এলি?

ইয়াসিন। আসব্ নি? তুই আবাগী না মরলে কি মোর নিশ্চিন্দি হবার জো আছে? হন হন করে চলে এলি, ডাইনে বাঁয় চাইলি নি। এদিকে সে শূয়ার যে আসছে।

চম্পা। কোন্ শূয়ার?

ইয়াসিন। সেই যে শাজাদা শূয়ার—যে তোকে সাদি করতে এয়েছিল।

চম্পা। শাহজাদা আকবর?

জয়সিংহ। কোথায় শাহজাদা?

ইয়াসিন। যাও যাও, ফুলবেলপাতা নিয়ে ছোট। বাদশার ছেলে বলে কথা! পূজো করবে নি? পা-ধোয়া জল খাবে নি?

তারা। থামো অসভ্য।

ইয়াসিন। দিল্লীটা কোন্ দিকে রে দিদি? ক কোশ হবে? আমি একবার দিল্লী গিয়ে বাদশাকে মুখোমুখী দেখব আর বলব, হ্যাদে, মোরা ত তোমার পাকাধানে মই দিই নি, তবে মোদের মুল্লুকটা তুমি রক্তে ভাসিয়ে দিলে কিসের তরে শুনি। তুমি ভেবেছ কি? সবার বিচার তুমি করবে, আর তোমার বিচার করতে কি কেউ নেই?

চম্পা। হতভাগা, আমি বাদশা নই।

ইয়াসিন। চলে আয়। এখানে আর একলহমা দাঁড়ালে ঠ্যাং ভাঙ্গব। এরা লোক ভাল নয়, তোকে শাহজাদার হাতে তুলে দেবে।

চম্পা। দিক না। বাদশা আমার শ্বশুর হবে।

ইয়াসিন। দুত্তোর বাদশার নিকুচি করেছে। তুই হেঁদুর মেয়ে, মোছলমানের ঘরে যাবি কিসের তরে?

জয়সিংহ। তুমি নিজে মুসলমান হয়ে মুসলমান বাদশাকে ঘৃণা কর?

ইয়াসিন। মোছলমান বাদশা! হুঃ—গলায় দড়ি থাকলেই যদি বামুন হত, তাহলে গরুও বামুন। চলে আয়।

চম্পা। আসি যুবরাজ, আসি মহারাণি। সাবধান, সম্রাট বেশী দূরে নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তারা। জয়সিংহ, তুমি কি পাথর দিয়ে গড়া? এই চাষাটার মাথা নিতে পারলে না?

জয়সিংহ। কি হবে মা ওর মাথা নিয়ে? সরল চাষী মনের কথা মুখে বলে ফেলেছে। বুক যাদের ফেটে যাচ্ছে, মুখ তবু ফুটছে না, এমন লোকের ত মেবারে অভাব নেই। আমাকে তারা চায় না, চায় ভীমসিংহকে। তাদের মাথা ত অক্ষতই রয়ে গেছে মা।

তারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রলাপ বকবে, না রাজ্যটা রক্ষা করতে হবে?

জয়সিংহ। কি করব বল।

তারা। জিজিয়া কর নিয়ে সম্রাটকে দিয়ে এস। আর বলে এস।যে তোমার বৃদ্ধ পিতা উন্মাদ হয়েছেন।

জয়সিংহ। তারপর পিতা ফিরে এসে যখন আমার শিরশ্ছেদ করবেন?

তারা। তাঁকে ফিরে আসতে দেবে না।

জয়সিংহ। তাঁর রাজ্যে তিনি ফিরে আসবেন না?

তারা। না। রাজ্যটা তাঁর নিজস্ব নয়, তোমার পূর্ব্বপুরুষের; যতদিন তাঁর হাতে রাজ্য নিরাপদ ছিল, ততদিন তিনি ভোগ করেছেন। আজ তিনি মতিভ্রমের বশে চারিদিক থেকে বিপদ ডেকে নিয়ে এসেছেন। তাঁকে আর সিংহাসনে বসিয়ে রাখা চলে না। তাহলে বাদশা আলমগীর মেবারের মাটিশুদ্ধ তুলে নিয়ে যাবে।

জয়সিংহ। তা বটে। কিন্তু—

তারা। কোন কিন্তু নেই। তুমি এখনি জিজিয়া কর নিয়ে যাত্রা কর।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। মহারাণা কোথায়, মহারাণা?

তারা। মহারাণা দিল্লীতে। তুমি কে?

জয়সিংহ। আপনিই ত শাহজাদা আকবর। এখানে কি মনে করে এসেছেন?

আকবর। যুবরাজ জয়সিংহ, সেদিন এই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের যুদ্ধের নিমন্ত্রণ দিয়ে গিয়েছিলাম। আজ আমার সেদিন নেই। আকস্মিক বজ্রাঘাতে আমার গর্ব্বের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়েছে। পিতা আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন আমাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে।

জয়সিংহ। তাঁর ক্রোধের কারণ?

আকবর। কারণ জানি না যুবরাজ, কিন্তু তাঁর ক্রোধ যে কি ভীষণ, তা ভাল করেই জানি। ভাই মহম্মদের মত তাঁর প্রিয়পাত্র কেউ ছিল না। তার একমাত্র অপরাধ শাহজাদা দারার হত্যায় সে প্রতিবাদ করেছিল। এই তুচ্ছ অপরাধে পিতা তার চোখদুটো উপড়ে নিয়ে তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রেখেছেন। সংসারে তাঁর একমাত্র আত্মীয় ইসলাম ধর্ম্ম।

তারা। তুমি কেন নিজে দিল্লী গিয়ে তাঁকে বল না যে তোমার কোন অপরাধ নেই।

আকবর। তার আগেই আমার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। আশ্রয়ের জন্য রাজস্থানের দ্বারে দ্বারে আমি ঘুরেছি, কেউ আমাকে আশ্রয় দেয় নি; সম্রাটের ভয়ে এককণা খাদ্য পর্য্যন্ত কেউ আমায় দিলে না। তাই উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে আমি এসেছি। উদয়পুর-

রাজবংশের আতিথেয়তার কথা সবার মুখে শুনেছি। আমাকে আশ্রয় দিয়ে রাজবংশের সুনাম রক্ষা কর যুবরাজ।

জয়সিংহ। মা,—

তারা। তা হয় না শাহজাদা।

আকবর। আশ্রয় পাব না?

তারা। না।

জয়সিংহ। বুঝতেই ত পাচ্ছেন শাহজাদা। আজ আপনাকে আশ্রয় দিলে কাল দিল্লীশ্বরের বিরাট বাহিনী মেবারের মাটিশুদ্ধ উপড়ে নিয়ে যাবে।

আকবর। নইলেই কি দিল্লীশ্বর তোমাদের আদর করে বুকে টেনে নেবেন? তেমন লোক আলমগীর নন। সাগর শুকিয়ে যেতে পারে, পর্ব্বত পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু সম্রাট আলমগীর কারও কসুর মাপ করবেন না। একবার যাকে তিনি শত্রু বলে জেনেছেন, সে আর তাঁর মিত্র হতে পারবে না।

তারা। তোমাকে আশ্রয় দিয়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি আমরা দিতে পারব না শাহজাদা।

আকবর। রাণা রাজসিংহের স্ত্রীপুত্র প্রাণভয়ে এত ভীত?

জয়সিংহ। নিজে যে প্রাণভয়ে বিধর্ম্মীর আশ্রয়প্রার্থী, তার মুখে একথা সাজে না।

আকবর। আশ্রয় না দাও, আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসাতুর, আমাকে মেহেরবানি করে খাদ্য-পানীয় দাও যুবরাজ।

তারা। সে সাহস আমাদের নেই শাহজাদা।

জয়সিংহ। মা, চেয়ে দেখ, শাহজাদা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। আশ্রয় না দিলেও খাদ্যপানীয় দিতে ত বাধা নেই!

তারা। বাধা আছে। বাদশাকে তুমি চেন না।

আকবর। আমার হিসাবে ভুল হয়েছে রাণি। তুমি ত মাড়বারের রাণী নও, মেবারের রাণী। তুমি সেই হৃদয়হীনা নারী, রাজ্যের লোভে যে সপত্নীপুত্রকে জন্মের মত নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছে।

তারা। জয়সিংহ, এই শয়তানকে বন্দী করে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাও।

আকবর। তাই কর যুবরাজ, তাই কর। সঙ্গে জিজিয়া কর নাও, বিক্রম শোলাঙ্কির কন্যাকে নাও। সব কসুর মাপ হবে, খেলাত পাবে বিশ জুতি।

জয়সিংহ। আমি তোমাকে হত্যা করব।

তারা। না মূর্খ, শৃঙ্খলিত কর। কে আছ?

রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজসিংহ। আমি আছি মহারাণি। রাজপুতের মেয়ে চিতোরের রাজমহিষী—যার স্নেহে করুণায় বনের পশুপাখী তীর্থস্নান করবে, যার মাতা মাতামহী ধর্ম্মের জন্য আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারত,—তার এত প্রাণের ভয়, তা জানতুম না।

জয়সিংহ। পিতা,—

রাজসিংহ। তোমার মত ভীরু কাপুরুষ রাজপুত-কলঙ্ককে পুত্র বলে পরিচয় দিতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

আকবর। মহারাণা,—

রাজসিংহ। নিশ্চিন্ত হও আকবর, আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।

তারা। আশ্রয় দিলে? জান সম্রাটের আদেশ?

রাজসিংহ। জানি।

জয়সিংহ। জেনে শুনে মৃত্যুর গহ্বরে মাথা গলিয়ে দিতে হবে?

রাজসিংহ। চিরদিন তা দিয়েছি, চিরদিনই দেব। তোমার যদি ভয় হয়ে থাকে, তোমার জননীকে নিয়ে মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। না হয় আলমগীরের পায়ে ধরে গিয়ে বল যে তোমার পিতা উন্মাদ, তার অপরাধের জন্য তুমি বা তোমার জননী দায়ী নও। এস শাহজাদা।

আকবর। মহানুভব মহারাণা, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার মহত্ত্বের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আর আমার আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই।

রাজসিংহ। প্রয়োজন তোমার না থাকলেও আমার আছে। রাজপুতজাতিকে লোকচক্ষে হেয় করতে আমার স্ত্রী পারে, পুত্রও পারে, কিন্তু আমি পারবো না। তুমি যদি বেইমানি না কর রাণা রাজসিংহ তোমাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে ত্যাগ করবে না।

[আকবর সহ প্রস্থান।

জয়সিংহ। দেখলে মা?

তারা। দেখলাম। তোমার মত অপদার্থের মা হওয়ার চেয়ে আমার বন্ধ্যা হওয়া ভাল ছিল।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। হেরে গেলাম। যৌবরাজ্য পেয়েও আমি পরাজিত, আর নির্ব্বাসন দণ্ড নিয়েও ভীমসিংহ হল জয়ী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মোগল-শিবির।

ইন্দ্রসিংহ।

ইন্দ্রসিং। দেখ দেখি, ধরে বেঁধে আমায় মোগল সাজিয়ে দিলে। বলে পত্র নিয়ে যেতে হবে। কার হাতে কার পত্র নিয়ে যাব, তা এখনও জানতেই পারলুম না। এক প্রহর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কোন ব্যাটার পাত্তাই নেই।

ইয়াসিনের প্রবেশ।

ইয়াসিন। এই মিঞা,—

ইন্দ্রসিং। কি মিঞা?

ইয়াসিন। মোর মনিবটারে দেখেছ?

ইন্দ্রসিং। দেখেছি।

ইয়াসিন। কোথায় কও দেখি।

ইন্দ্রসিং। বেরিয়ে দেখ, গাছে বসে উক্ উক্ কচ্ছে।

ইয়াসিন। কি যা তা কও? গাছে বসবে কেন?

ইন্দ্রসিং। তোমার মনিব ত গাছেই থাকে। তুমি যেমন বাঁদর, সে তেমন হনুমান।

ইয়াসিন। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। মোর নাম ইয়াসিন, মোর বাপের নাম দেদার বকস্ তার বাপ—

ইন্দ্রসিং। আর দরকার নেই। ওতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

ইয়াসিন। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

ইন্দ্রসিং। হেঃ-হে-হেঃ।

ইয়াসিন। আরে তোমার দাঁতগুলো যে সেই রকম দেখছি।

ইন্দ্রসিং। কি রকম?

ইয়াসিন। মোর মনিবের মত।

ইন্দ্রসিং। তোমার মনিবটা কে?

ইয়াসিন। ইন্দির সিং,—নাম শোন নি?

ইন্দ্রসিং। বাপের বয়সেও শুনি নি। ইন্দুর শিং আবার নাম হয় নাকি?

ইয়াসিন। ইন্দুর বললুম? কানের মাথা খেয়েছ?

ইন্দ্রসিং। কানের মাথা থাকলে ত খাব?

ইয়াসিন। হতভাগাকে ধরে দু ঘা দেব নাকি?

ইন্দ্রসিং। নিকালো উল্লু।

ইয়াসিন। কি? মোরে উল্লুক? মোর নাম ইয়াসিন, মোর বাপের নাম দেদার বক্স্, তার বাপের নাম—

ইন্দ্রসিং। কেদার বক্স্—

ইয়াসিন। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

ইন্দ্রসিং। থাম্ হতভাগা। রাগ করি না বলে মনিব নই?

ইয়াসিন। অ্যাঁ! তুমি!

ইন্দ্রসিং। হতভাগার হাঁ দেখ না, যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গিলবে।

ইয়াসিন। তুমি মোছলমান!

ইন্দ্রসিং। তাতে হয়েছে কি? ছিলাম ইন্দ্রসিং, হয়েছি জাফরুল্লা, কেমন মিষ্টি নাম, শুনলেই জিভে জল আসে। হিন্দুর সুখ ত দেখলাম। আজ গালে চড় মেরে জিজিয়া কর নেবে, কাল বোনের

হাত ধরে টানবে, পরশু ধরে এনে ছাল ছাড়িয়ে নেবে। বাদশা বলেছে আমাকে মেবারের রাণা করে দেবে, আর রূপনগরের সেই মেয়েটার সঙ্গে আমার নিকে দিয়ে দেবে।

ইয়াসিন। এ-ও মোরে দেখতে হল? রাণাগিরির জন্যে তুমি বাপ দাদার ধম্ম খোয়ালে? এর চেয়ে তোমার মরণ হল না ক্যানে?

ইন্দ্রসিং। মরতে ত একদিন হবেই, যে কদিন বাঁচি, আরাম করে যাই।

ইয়াসিন। আরাম? রাজপুতের বাচ্চা তুমি, তুমি চাও আরাম? আর তার জন্যে ধম্মটারে খোয়ালে? ওরে, মোর যে বুক ফেটে কান্না আসছে। কত্তা স্বগ্‌গো থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, তার ছাওয়াল আর পিণ্ডি দেবে না, বাপ বলে আর তার নাম করবে না। ছিল ইন্দিরসিং হয়েছে জাফরুল্লা!

ইন্দ্রসিং। তুই হা-হুতাশ কচ্ছিস কেন? তোদের একটা নমাজী বাড়ল, দেখে তোর আনন্দ হচ্ছে না? বাদশা ত আহ্লাদে আটখানা।

ইয়াসিন। কোথায় বাদশা? মুই তারে দেখব। লাঠি মারব তার মাথায়। ব্যাটা ভেবেছে কি?

ইন্দ্রসিং। চুপ চুপ্, এখনি গর্দ্দান যাবে।

ইয়াসিন। চল, বাড়ী চল। [টুপি খুলিয়া আছড়াইয়া ফেলিল] তোমার কলমা পড়া আমি বার কচ্ছি। একবার দিদির কাছে তোমারে নিয়ে যেতে পারলে তোমারে ছাল ছাড়িয়ে ফের হেঁদু বানাবে। চালাকি পেয়েছ? এ কি ছেঁড়া জামা যে খুলে ফেললেই হল? শোন নি কত্তা বলত, যার ধম্ম তার তাই ভাল? কি,

কথা কও না যে? বলি, তুমি যদি বাদশারে হেঁদু বানাতে চাও, হবে?

ইন্দ্রসিং। তা কি হয়?

ইয়াসিন। তবে তুমি মোছলমান হলে কিসের তরে? এই চোপা নিয়ে তুমি মার কাছে যাবা কোন মুয়ে? ছাওয়ালডা তোমারে বাপ ডাকবে না, তালুই ডাকবে?

ইন্দ্রসিং। আমি গেলে তো ডাকবে।

ইয়াসিন। যাবা না? আমি তোমার মাথা ভাঙ্গব। [লাঠি তুলিল]

ইন্দ্রসিং। দূর হতভাগা ভূত। আমি মুসলমান হতে যাব কিসের জন্যে?

ইয়াসিন। হও নি?

ইন্দ্রসিং। না। এ আমি সেজেছি।

ইয়াসিন। তবে বাড়ী যাচ্ছ না ক্যানে?

ইন্দ্রসিং। বাড়ী যাব কি মরতে? শাহজাদা আকবর আমায় দেখতে পেলে মাথাটা নামিয়ে দেবে।

ইয়াসিন। আরে কোথায় শাজাদা? সে এখন মেবারে।

ইন্দ্রসিং। মেবারে কেন?

ইয়াসিন। দিলীর খাঁর তাড়া খেয়ে পাইলেছে। মুই ভাবলুম, দিদির পিছু নিয়েছে। পরে শুনলুম, তা নয়। বাদশা বেঁধে আনতে হুকুম দিয়েছিল; ও তাই জানতে পেরে মেবারে গিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়েছে।

ইন্দ্রসিং। তাহলে মাড়বারে যুদ্ধ করছে কে?

ইয়াসিন। তা কি বোঝবার জো আছে? যে যারে পাচ্ছে,

সে তারে ঠেঙ্গাচ্ছে। মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে দুর্গাদাস আর ভীমসিংহ। মোগল ব্যাটাদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে। এই পর্য্যন্ত দেখে আমি চলে এইছি। এদ্দিনে বোধকরি দিলীর খাঁর লাশ শকুনে টানাটানি কচ্ছে। কবে এই আলমগীর বাদশার—

আলমগীরের প্রবেশ।

আলম। আলমগীর বাদশার কি?

ইয়াসিন। বলছিলুম, কবে আলমগীর বাদশার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খাবে? আপনিই ত বাদশা? সেলাম, সেলাম। [স্বগত] আরে বাপ, কি ভয়ানক চোখ দুটো!

আলম। তুমি কে?

ইন্দ্রসিং। আমাদের পুরানো চাকর।

আলম। কি চাই?

ইয়াসিন। আপনারে দেখতে এয়েছিলুম জনাব। কবে মরে যাব ঠিক নেই। যাবার আগে ভাবলুম,—বাদশারে একবার দেখে যাই।

আলম। দেখে কি মনে হল?

ইয়াসিন। যা মনে হল, সে কথা না বলাই ভাল।

আলম। কেন?

ইয়াসিন। বললে কাঁধের উপর মাথা থাকবে কি?

আলম। থাকবে। নির্ভয়ে বল।

ইয়াসিন। জনাব, কত্তার কাছে মহাভারত শুনেছিলুম। শকুনি মামা অত বড় কৌরব বংশের মাথা খেয়েছিল। আপনারে দেখে মনে হচ্ছে,—

ইন্দ্রসিং। ইয়াসিন,—

ইয়াসিন। থামো না। মনে হচ্ছে—

ইন্দ্রসিং। বেরিয়ে যা।

ইয়াসিন। যাচ্ছি। হক কথা আমি বাপেরে বলতেও ছাড়িনি। আমি স্পষ্ট দেখছি, শকুনি এখনও মরেনি, আপনার ভেতরে এসে সেঁধিয়েছে। আপনি এই মোগলবংশটার মাথা না খেয়ে মরবেন না।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রসিং। আমি এই শয়তানকে—

আলম। যেতে দাও।

ইন্দ্রসিং। কিছু মনে করবেন না জাঁহাপনা। এই লোকটা আমাকে পর্য্যন্ত কথায় কথায় মারতে আসে।

আলম। ডাক, ডাক, আকবরের কথা ত জিজ্ঞাসা করা হল না।

ইন্দ্রসিং। আমি জিজ্ঞাসা করেছি। শাহজাদা মেবারে আশ্রয় নিয়েছেন।

আলম। আমিও তাই অনুমান করেছি। রাজসিংহ অনেক দূর উঠেছে। তার মঙ্গলের জন্যই তাকে নামিয়ে আনতে হবে। কি বল?

ইন্দ্রসিং। আজ্ঞে, শুধু শুধু নামিয়ে আনলে হবে না, তাকে একেবারে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

আলম। কেন বল ত? তোমাকেও অপমান করেছে নাকি?

ইন্দ্রসিং। অপমান আর কাকে বলে জাঁহাপনা? এই লোকটা দুর্গাদাসকে লেলিয়ে দিয়ে মাড়বারে আগুন জ্বালিয়েছে। এই লোকটাই আমার ভগ্নীকে আপনার পুত্রবধূ হতে দেয় নি। বিক্রম শোলাঙ্কির মেয়েকে সে আপনার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে, আবার আমার ভগ্নীকেও শাহজাদার হাত থেকে—

আলম। ভালই হয়েছে। পিতৃদ্রোহী আকবর তার খসম হবার অযোগ্য।

ইন্দ্রসিং। আজ্ঞে, আমিও এই কথাটাই মনে মনে ভাবছিলুম, সাহস করে বলতে পারি নি।

আলম। আকবর মরবে।

ইন্দ্রসিং। মরাই উচিত।

আলম। অবশ্য সে আমার পুত্র।

ইন্দ্রসিং। [স্বগত] সম্ভব!

আলম। ধৈর্য্য ধারণ করে অপেক্ষা করলে সেই হতো দিল্লীর সম্রাট।

ইন্দ্রসিং। আমিও তাই বলেছিলাম। শুনে আমাকে এক চাঁটি মারলে। বললে,—এবারেও যদি বুড়ো না মরে, ওকে বিষ খাইয়ে মারব।

আলম। [মালা বাহির করিয়া জপ করিতে লাগিলেন] আজিম, মৌজাম, আকবর—সবাই আমার মৃত্যু চায়। এরই নাম পুত্র! শোন ইন্দ্রসিং, এই পত্র নিয়ে তুমি মেবারে যাও। এ পত্র আকবরের নামে লেখা। এ পত্র—

ইন্দ্রসিং। শাহজাদাকে দেব?

আলম। না মূর্খ। এ পত্র নিয়ে তুমি জয়সিংহের হাতে ধরা পড়বে।

ইন্দ্রসিং। কি আছে ও পত্রে?

আলম। গোখরো সাপ আছে। খুলো না, ছোবল মারবে। যাও, যদি কাজ হাঁসিল করতে পার, মেবারের সিংহাসন তোমার জন্যই থাকবে। পারবে?

ইন্দ্রসিং। নিশ্চয়ই পারব। আদাব।

[প্রস্থান।

আলম। তিন পুত্র তিন দিক থেকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কবে বৃদ্ধ পিতা মরবে, কবে তারা এসে মসনদ অধিকার করবে। বেগমরা যে যার স্বার্থ নিয়ে মগ্ন, আমীর ওমরাহ সিপাহশালার মনসবদার বাবুর্চি খানসামা পর্য্যন্ত ওৎ পেতে বসে আছে, কবে আলমগীর মরবে, কবে তারা বাদশাহী তোষাখানা লুট করবে। আলমগীর মরবে না, স্থাণুর মত অচল হয়ে দিল্লীর মসনদে বসে থাকবে। কে? ভেতর থেকে কে বলছে—এইসা দিন নেহি রহেগা? কে তুমি? বাইরে এস।

গীতকণ্ঠে মীর মহম্মদের প্রবেশ।

মীর।—

গীত।

হায়, বাদশা আলমগীর।
তোমার তরে দুচোখে মোর ঝরিছে অশ্রুনীর।
অজেয় শক্তি নিয়ে এসেছিলে,
কর্ম্মের দোষে সব ডালি দিলে,
নিজের কৃপাণে বিক্ষত হল তোমারি আপন শির!
দেশজোড়া ঘরে তুমি একা,
এই কি তোমার ললাটের লেখা,
আর ত ডাকে না কুহু আর কেকা, হায় রে ধর্ম্মবীর।

আলম। আপনি আবার এখানে কেন হজরৎ?

মীর। তোমার জন্যে আমার চোখে ঘুম নেই আলমগীর।

এত বড় একটা সাম্রাজ্য তোমার, এত ঐশ্বর্য্য তোমার, এত গুণে গুণবান্ তুমি, তবু তুমি একা? কেন তুমি রণডঙ্কা বাজিয়ে রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ?

আলম। আমি এদের ধ্বংস করব।

মীর। কেউ যা পারে নি, তুমিও তা পারবে না। রাজসিংহকে বুকে টেনে নাও। দুর্গাদাসকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন কর, জিজিয়া কর তুলে নাও, মোগল সাম্রাজ্যের আয়ু বৃদ্ধি হবে।

আলম। তা হয় না। রাজস্থানের মাটিতে আমি ইসলামের বীজ বপন করব।

মীর। খোদাতালা তোমার সুমতি দিন।   [প্রস্থান।

আলম। ইসলাম। প্রথম কথা ইসলাম, শেষ কথা ইসলাম। [মালা জপ]

কাশ্মীরী বেগমের প্রবেশ।

কাশ্মীরী। জাঁহাপনা,—

আলম। কি বেগম? ছুটে আসছ যে?

কাশ্মীরী। দিলীর খাঁ আসছে।

আলম। তাতে তোমার ভয়ের কারণ কি?

কাশ্মীরী। ভয়? ওই বাঁদীর বাচ্ছাকে ভয় করব আমি?

আলম। বাঁদীর বাচ্ছা নয়, সৈয়দ বংশের ছেলে।

কাশ্মীরী। আমি বিশ্বাস করি না।

আলম। তাতে ওর কিছুই যায় আসে না।

কাশ্মীরী। তোমার আস্কারা পেয়েই লোকটা এত বেড়ে উঠেছে।

আলম। মীর জুম্‌লাকেও আমি আস্কারা দিয়েছিলাম। যশোবন্ত সিংকেও মাথায় তুলেছিলাম। আজ তারা কেউ নেই. এ-ও থাকবে না।

কাশ্মীরী। কবে এই লোকটার গর্দ্দান নেবে?

আলম। তোমার মর্জি হলে আজ নিতে পারি। তবে একটু সবুর করাই ভাল।

কাশ্মীরী। কেন?

আলম। আগে রাজস্থানের মাটিতে ইসলামের জয় পতাকা উড়িয়ে আসি, তারপর গর্দ্দানটা ধীরে সুস্থে নিলেই হবে।

কাশ্মীরী। রাজস্থানে ইসলামের জয়পতাকা ওড়াবে তুমি? সে তোমার কাজ নয়।

আলম। তুমি কাছে থাকলে আমি সব পারি।

কাশ্মীরী। সেদিনও ত আমি কাছেই ছিলাম, যেদিন সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ থেকে রাজসিংহ এসে রাণীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ছি-ছি-ছি, এমন সুরক্ষিত প্রাসাদ থেকে একটা বন্দিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটা বৃদ্ধ রাজপুত?

আলম। রাণীর বিরহে তুমি বড কাতর হয়েছ দেখছি।

কাশ্মীরী। কাতর হয়েছি? আমি তাকে পেলে কোতল করব।

আলম। তলোয়ারে ধার দিয়ে রাখ, দিলীর খাঁ তাকে নিয়ে আসছে।

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। জাঁহাপনা, আমি পরাজিত।

আলম ও কাশ্মীরী। পরাজিত!

আলম। বিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক বিখ্যাত বীর দিলীর খাঁ ক্ষুদ্র মাড়বারের যুদ্ধে পরাজিত।

কাশ্মীরী। এ তোমার ইচ্ছাকৃত পরাজয়।

দিলীর। সে কথা সম্রাট বুঝবেন আর আমি বুঝব, আপনি আমাদের কথার মধ্যে অনধিকার চর্চ্চা করবেন না।

কাশ্মীরী। শুনেছ তোমার নফরের কথা?

আলম। কথাটা তিক্ত হলেও সত্য।

কাশ্মীরী। সম্রাট্!

আলম। সম্রাটের শয্যার অংশ তোমায় দিয়েছি বলে রাজনীতির অংশ দিই নি।

কাশ্মীরী। পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে স্থবির সিংহ সম্রাট আলমগীরের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

[প্রস্থান।

আলম। দিলীর খাঁ!

দিলীর। ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমি চিনি সম্রাট্। অন্তস্থলে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখুন, দিলীর খাঁ বেইমানও নয়, মিথ্যাবাদীও নয়।

আলম। ভুঁড়িসার মাড়বারীদের জয় করতে তুমি অক্ষম, এই কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

দিলীর। আপনি অনেক কথাই বিশ্বাস করেন না, যা দিবালোকের মত সত্য। দুর্গাদাসের পরিচয়টা আপনি পান নি। দিলীর খাঁ তার কাছে শিশু। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভীমসিংহ। আপনি রাজসিংহকে দেখেছেন। দশটা রাজসিংহ একাধারে মিলিত হয়েছে এই ভীমসিংহের মধ্যে। তার উপর ছিল অশ্বপৃষ্ঠে বিদ্যুদ্দাম-সমপ্রভা মহিষমর্দ্দিনী রণচণ্ডী মাড়বারের রাণী। সে কি দৃশ্য জাঁহাপনা।

পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে রাণা রাজসিংহ পতাকা আন্দোলন কচ্ছেন, আর এই তিন শক্তি রণস্থল দলে চষে সমভূমি করে দিলে! সাত-দিনের যুদ্ধে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত, আর অর্দ্ধেক আহত ক্ষতবিক্ষত অথবা বন্দী।

আলম। পরাজিত হয়েও তোমাকে ত দুঃখিত মনে হচ্ছে না।

দিলীর। দুঃখিত ত হইনি জাঁহাপনা।

আলম। বড় খুশী হয়েছ, না?

দিলীর। হ্যাঁ জাঁহাপনা। এ একটা জাতি বটে! আমাদের দুর্ভাগ্য, এত বড় শক্তি মোগল সম্রাটের বন্ধু না হয়ে শত্রু হয়ে রইল। দুর্গাদাস আর ভীমসিংহের মত সহকারী পেলে আমি বিশ্ব-জয় করতে পারতুম।

আলম। বিশ্বজয় এখন থাক। তুমি এখন আমার সঙ্গে মেবার জয় করতে চল। একলক্ষ সৈন্য আমাদের সঙ্গে যাবে।

দিলীর। দশ লক্ষ সঙ্গে গেলেও মেবার জয় অসম্ভব। আপনার উঁচু মাথা নীচু হবে মাত্র।

[প্রস্থান।

আলম। সব তোমার মর্জি মেহেরবান।

[প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য।

যোধপুর রাজপ্রাসাদ।

ভূপালসিং।

ভূপাল। তাইত. আমাকে এখানে আনলে কেন? রাণীর কাছে হাজির করবে নাকি? তাহলেই ত গেছি। বাবা, একখানা রাণী বটে। ওফ্, যার দিকে কটমট করে চাইবে, সে এক মুহূর্ত্তে ছাই হয়ে যাবে।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

ও আলমগীরের শ্বশুর,—

ভূপাল। বেরো শয়তানের দল। বলছি আমি কারও শ্বশুর নই, তবু সবার মুখে এক বুলি।

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ও আলমগীরের শ্বশুর,—

তোমার মাথা কে নেয় বল, কর না যত কসুর।

ভূপাল। মেরে তক্তা বানাব।

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ত্রেতা যুগে রাবণ রাজার ধরলে তুমি ধামা,

দ্বাপর যুগে তুমিই হলে দুর্য্যোধনের মামা।

চার যুগে চার মূর্ত্তি ধরি,
এলে ধরায় অবতরি,
তোমার সাথে ভেদ কি বল বনের দাঁতাল পশুর?
আলমগীরের শ্বশুর।

[প্রস্থান।

ভূপাল। বিষ খেয়ে মরব।

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। মরবেন কেন মহারাজ? পশুর মত মরে যাওয়ায় কোন লাভ নেই। মানুষের মত বাঁচতে যে পারে, সেই ত বাহাদুর।

ভূপাল। আরে যাও যাও, সাপ হয়ে ছোবল মেরে আবার রোজা হয়ে ঝাড়তে এসেছ। তুমিই ত সেদিন আমাকে অপমানের একশেষ করেছিলে। সেই যে কোমরটা ভাঙ্গল, আর জোড়া লাগল না। নইলে ভূপাল সিংকে বন্দী করতে পারে, এমন মরদ রাজস্থান মে কই হ্যায়?

ভীমসিংহ। আপনার বীরত্বের কথা সবাই জানে। আমিও জানি।

ভূপাল। তুমি আমার যুদ্ধ দেখেছ?

ভীমসিংহ। দেখেছি মহারাজ, মানুষে যে এমন যুদ্ধ করতে পারে, আমার তা জানা ছিল না। আপনার তরবারির আঘাতে দশজন সৈনিক প্রাণ দিয়েছে, তবে তারা সবাই আপনার স্বপক্ষীয় সৈন্য।

ভূপাল। যুদ্ধের সময় স্বপক্ষ বিপক্ষ জ্ঞান থাকে না।

ভীমসিংহ। মহারাজ ভূপাল সিং, মহারাণীর কাছে আজ আপনার বিচার হবে। মহারাণীকে বোধহয় আপনি দেখেছেন।

ভূপাল। দেখিনি আবার? ওরে বাবা।

ভীমসিংহ। তাঁর কাছে অপরাধীর ক্ষমা নেই। তবু আমি আপনার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করব।

ভূপাল। তা ত করবেই। তুমি হচ্ছ আপনার লোক। তোমার পিতার সঙ্গে আমার—

ভীমসিংহ। বাচালতা করবেন না। যা বলছি শুনুন। মোগলের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা, স্বদেশবাসী বিশেষতঃ হিন্দুর সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। হিন্দুস্থান আমাদের, দূর দেশ থেকে বিধর্ম্মী মোগল এসে আমাদের মাতৃভূমি গ্রাস করেছে। আমরা আত্মকলহে মগ্ন থেকে এত বড় সর্ব্বনাশ লক্ষ্য করিনি। আমাদের এই ঔদাসীন্য তাদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তারা সমগ্র হিন্দুস্থানে হিন্দু-ধর্ম্মের সমাধি রচনা করতে চায়।

ভূপাল। আমিও ত তাই বলছি।

ভীমসিংহ। আমরা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেব।

ভূপাল। সেই জন্যেই ত আমি তাদের সঙ্গে ভিড়েছি।

ভীমসিংহ। এতদিন যা করেছেন করেছেন। আর আপনারা মোগলের শক্তি বৃদ্ধি করবেন না। এরা বিশ্বাসঘাতক। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ মোগল সম্রাট আলমগীরের জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। তার পরিণাম কাবুলের রাজপথে তার শোচনীয় মৃত্যু। আর আপনি ছিলেন সে গুপ্তহত্যার নায়ক।

ভূপাল। মিছে কথা বাবা।

ভীমসিংহ। আপনাকেও এমনি করে একদিন মরতে হবে। ধে-

কজন হিন্দু আপনারা আলমগীরের অধীনে গোলামী করছেন, তারা বেরিয়ে এসে মহারাণা রাজসিংহের পতাকাতলে মিলিত হন। মহারাষ্ট্রে শম্ভুজি আছেন, মেবারে রাজসিংহ আছেন, মাড়বারে আছে দুর্গাদাস, আমি আছি আপনাদের আজ্ঞাবাহী সেবক। আমরা সবাই যদি একজোট হয়ে দাঁড়াই, আলমগীর তার সিংহাসনে বসে কি থর থর করে কাঁপবে না? একটা শিবাজী সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে তুলেছিল, আর চিতোর যোধপুর অম্বর বিকানীর জয়পুর মহারাষ্ট্র একত্রিত হলে হিন্দুবিদ্বেষী আলমগীরকে কি আমরা মাটি চাপা দিতে পারব না?

ভূপাল। নিশ্চয়ই পারব। ওরে বাবা, সেই লোমহর্ষণ মহিলা।

রাণীবাঈয়ের প্রবেশ।

রাণীবাঈ। ইন্দ্রসিংহকে পাওয়া গেল না ভীমসিংহ?

ভীমসিংহ। না মহারাণি! আমার মনে হয়, সে বাদশার শিবিরে আত্মগোপন করেছে।

রাণীবাঈ। সন্ধান কর, সন্ধান কর। তার রক্ত দিয়ে আমি আমার পুত্রের ললাটে জয়টিকা পরিয়ে দেব।

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। রাণীমা, এর অর্থ কি রাণীমা? পাঁচশো যুদ্ধ বন্দীকে সারবন্দি করে দাঁড় করিয়েছে কে?

রাণীবাঈ। আমি।

দুর্গাদাস। কেন রাণীমা?

রাণীবাঈ। গুলি করে মারব।

দুর্গাদাস। রাজপুতের রীতি এ নয় দেবি!

রাণীবাঈ। মানি না রাজপুতের রীতি।

দুর্গাদাস। ওরা সবাই প্রাণভিক্ষা চাইছে।

রাণীবাঈ। দেব না প্রাণভিক্ষা। ওরা মোগল,—ওদের জন্য আমার মনে এতটুকু অনুকম্পা নেই।

দুর্গাদাস। যদি ওরা আমাদের সৈন্যদলে যোগ দেয়, তবু কি ওদের ক্ষমা করতে পারেন না?

রাণীবাঈ। না। আমি সাপকে বিশ্বাস করব, তবু মোগলকে নয়।

ভীমসিংহ। মহারাণি!

রাণীবাঈ। হবে না ভীমসিংহ। মোগলের সঙ্গে আমার কোন আপোষ হবে না। ঘোষক, ঘণ্টা বাজাও!

[নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটিল]

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] আল্লা—

দুর্গাদাস ও ভীমসিংহ। ওঃ—

ভূপাল। ওরে বাবা!

রাণীবাঈ। অম্বরাধিপতি মহারাজ ভূপাল সিং, আমার স্বামীকে হত্যা করেছে কে?

ভূপাল। আমি জানি না।

রাণীবাঈ। জানেন না? যে গুপ্তঘাতকের দল কাবুলের রাজ-পথে মহারাজকে অন্ধকারে আক্রমণ করেছিল, কে ছিল তাদের দলপতি?

দুর্গাদাস। অস্বীকার করে লাভ নেই মহারাজ।

ভীমসিংহ। সত্যি কথা বলে ক্ষমা ভিক্ষা করুন।

ভূপাল। মহারাণী যদি মনে করেন যে আমি অপরাধী—

রাণীবাঈ। "যদি মনে করেন"—? দুর্গাদাস, চাবুক নিয়ে এস। যতক্ষণ স্বীকার না করে, ততক্ষণ কশাঘাত করবে।

দুর্গাদাস। মহারাণি, আমি যুদ্ধ করতে জানি, কশাঘাত করতে জানি না।

রাণীবাঈ। সাধু পুরুষ! ভীমসিংহ,—

ভীমসিংহ। ক্ষমা করুন মহারাণি, এ মোগলের বিচার, রাজপুতের নয়।

রাণীবাঈ। হুঁ, দুজনে যুক্তি করেছ। মহারাজ ভূপাল সিং—

ভূপাল। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কাবুলে কখনও যাইনি। তবু যদি আপনি বলেন আমি দোষী, তাহলে আমি নিশ্চয়ই দোষী। [স্বগত] শয়তানী যদি আমার পরিবার হত।

রাণীবাঈ। মোগলের পা-চাটা কুকুর তুমি, দিল্লীতে বসে বেগমদের পদপ্রক্ষালন করবে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে এখানে যুদ্ধ করতে এসেছিলে কেন?

ভূপাল। আমি আসতে চাই নি। বাদশার একান্ত অনুরোধে—

রাণীবাঈ। বাদশার অনুরোধে তুমি প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দিতে এসেছিলে? বাদশা তোমার কে?

ভূপাল। বাদশা যশোবন্ত সিংহের যা ছিল, আমারও তাই।

রাণীবাঈ। সিংহের সঙ্গে মেষের তুলনা! তিনি কি তোমার মত কুলকন্যাকে মোগলের হারেমে উপহার দিয়েছিলেন?

ভূপাল। এসব মিথ্যে কথা।

রাণীবাঈ। মিথ্যে?

ভূপাল। দেখুন, না বলে আর চেপে রাখতে পাচ্ছি না।

মোগলের হারেমে দশদিন যে কাটিয়ে এসেছে, অপরকে দোষারোপ করা তাকেই সাজে।

ভীমসিংহ ও দুর্গাদাস। মহারাজ !

রাণীবাঈ। আমি তোমায় আদর্শ শাস্তি দেব।

ভূপাল। যে শাস্তি দিতে হয় দাও। আমি রাজপুত, মরতে আমি জানি। যার গায়ে এখনও বেগমের জুতোর দাগ লেগে আছে, তার অনুগ্রহ আমি চাই না।

রাণীবাঈ। ঘাতক,—

ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। আদেশ করুন রাণী মা।

ভীমসিংহ। মহারাণি, হতভাগ্যের প্রাণভিক্ষা দিন।

দুর্গাদাস। যত অপরাধীই হক, এ রাজপুত, একটা রাজ্যের রাজা, মৃত্যুদণ্ড একে দেবেন না মহারাণি। একলক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল বাদশা আসছে—রাজস্থানকে শ্মশানে পরিণত করতে। এ সময় রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের অন্তর্বিবাদ সাজে না।

ভীমসিংহ। এই দুর্ব্বল পথভ্রান্ত বন্দীকে হত্যা করে আপনার কোন গৌরব বাড়বে না—মহারাণি। ওকে ক্ষমা করে সংশোধনের সুযোগ দিন।

রাণীবাঈ। ক্ষমা! আমার স্বামীকে যে বিনা প্ররোচনায় পশুর মত হত্যা করেছে, তাকে করব আমি ক্ষমা! তোমরা দেখনি সে ক্ষত-বিক্ষত দেহ। উঃ—সে দৃশ্য আমার চোখে এখনও ভাসছে। আমি পাগল হয়ে যাব। যাও, নিয়ে যাও। জাতিদ্রোহী বেইমানের ছিন্নশির এখনি নিয়ে এস। ভূপালসিং,—

ভূপাল। কি ভয় দেখাচ্ছ রাণি? আমি রাজপুত, মরতে জানি। চল ঘাতক।

দুর্গাদাস। } মহারাণি!
ভীমসিংহ। }

রাণীবাঈ। নিয়ে যাও।

[ভূপালসিংহকে লইয়া ঘাতকের প্রস্থান।

ভীমসিংহ। কাজটা ভাল হল না মহারাণি। মহারাজকে মুক্তি দিলেই চরম প্রতিশোধ নেওয়া হত।

[প্রস্থান।

রাণীবাঈ। মুক্তি দেব স্বামিহন্তাকে?

দুর্গাদাস। তুমি যে রাজপুতের মেয়ে, তুমি যে মা। সন্তান সহস্র অপরাধ করে বলে মা কি তার রক্ত চায়? তা যদি হত, তাহলে শিশু আর বালক হত না—বালক আর যৌবনের সীমা পার হতে পারত না। মায়ের স্নেহ করুণার হেতু নেই, যুক্তি নেই, সীমাও নেই, পতিতপাবনী জাহ্নবীধারার মত সে শত্রু-মিত্র পাপী-তাপী সবাইকে স্নান করিয়ে দেয়। তুমি যে আমাদের সেই মা। শুধু অজিতসিংহের মা তুমি নও, সমগ্র রাজপুত জাতির মা।

রাণীবাঈ। ওরে ঘাতক, ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে—[ছিন্নশির লইয়া ঘাতকের প্রবেশ] ও, আচ্ছা, ঠিক হয়েছে। নিয়ে যা।

[ঘাতকের প্রস্থান।

দুর্গাদাস। মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করে আলমগীর যতখানি পাপ করেছে, এই নিবীর্য্য ভূপাল সিংকে হত্যা করে তুমি তার চেয়ে বেশী পাপ করলে মা।

রাণী। তোমার মত পুণ্যাত্মার স্থান বৃন্দাবনে, লোক সমাজে নয়।

দুর্গাদাস। যেতে যে পারি না রাণী মা। যেখানে যাই,—মাড়বারের মাটি হাতছানি দিয়ে ডাকে। জীবনে কত প্রলোভন এসেছে, কত ঐশ্বর্য্যের ঝঞ্ঝনা কানে ভেসে এসেছে, কত হীরামুক্তা-মাণিক্যের ঘটা চোখে রোশনাই জেলে দিয়েছে, কোনদিন মাড়বারের কাঁকর মাটির চেয়ে কাউকে আমি বেশী ভালবাসি নি।

চম্পার প্রবেশ।

চম্পা। ও সেনাপতি মশায়, কচ্ছেন কি আপনারা? বাদশার সৈন্য মেবার আক্রমণ করেছে।

দুর্গাদাস। মেবার আক্রমণ করেছে?

রাণীবাঈ। তুমি কি করে জানলে?

চম্পা। আমি যে খবর নিয়ে মেবারে গিয়েছিলাম। আজ আবার খবর নিয়ে ফিরে আসছি। এক লক্ষ সৈন্য মেবারের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ছাউনি ফেলেছে।

দুর্গাদাস। মহারাণা কোথায়, মহারাণা?

চম্পা। মহারাণা রাজ্যময় উল্কার মত ছুটছেন, দোরে দোরে গিয়ে হাঁক দিয়ে বলছেন, ওঠ জাগো, কে আছ মাতৃভূমির নিমক হালাল সন্তান, কে আছ বীর, কে আছ হিন্দুধর্ম্মের সেবক,—রাজস্থান বিপন্ন, হিন্দুধর্ম্মের চরম সঙ্কট উপস্থিত। আমার সঙ্গে মরবে এস।

দুর্গাদাস। রাণী মা,—

রাণীবাঈ। নিয়ে যাও দুর্গাদাস, যত সৈন্য পার নিয়ে যাও।

মেবারের বিপদে আমাদের বিপদ, রাণা রাজসিংহের আহ্বান আমাদের কাছে দেবতার নির্দ্দেশ!

দুর্গাদাস। এই ত করুণাময়ী মা। এত যার দেশপ্রেম, সে এত নিষ্ঠুর কেন মা? দোহাই মহারাণি; মা তুমি, মা-ই থাক, রাক্ষসী হয়ো না।

[প্রস্থান।

চম্পা। দাঁড়ান দাঁড়ান, ও সেনাপতি মশায়। দূর গুণ্ডা।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

রাণীবাঈ। দাঁড়াও। তুমি না ইন্দ্রসিংহের ভগ্নী?

চম্পা। হ্যাঁ রাণী মা।

রাণীবাঈ। ইন্দ্রসিং কোথায়?

চম্পা। আমিও তাকে খুঁজছি।

রাণীবাঈ। জান না সে কোথায়?

চম্পা। জানলে আপনার কাছে ধরে নিয়ে আসতুম।

রাণীবাঈ। কি নাম তোমার?

চম্পা। আমার নাম চম্পা।

রাণীবাঈ। তোমাকে দিয়েই না তোমার ভাই মাড়বারের সিংহাসন লাভ করেছিল? সিংহাসন ছেড়ে সে পালিয়ে গেল কেন?

চম্পা। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না; তাই যা পেয়েছিল, তা হারিয়ে গেল। আমি বিধর্ম্মীকে বিবাহ করতে সম্মত হই নি।

রাণীবাঈ। তবে ভাইকে সিংহাসনের জন্য তাতিয়ে তুলেছিলে কেন?

চম্পা। আমি তাতিয়ে তুলি নি।

রাণীবাঈ। তোমার কথায়ই ত সে উঠত বসত।

চম্পা। লোভ এসে সব বানচাল করে দিলে।

রাণীবাঈ। পথের কুকুর তোমরা, পথে পথে খাদ্যের জন্য ঘুরে মরা আর পথচারীর প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে ঘেউ ঘেউ করে আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করাই ছিল তোমাদের ললাটের লেখা। মহারাজ দয়া করে তোমাদের ঘরবাসী করেছিলেন। তোমরা তার চমৎকার প্রতিদান দিয়েছ।

চম্পা। অস্বীকার করি না মা। আমার বুকের রক্ত দিলে যদি তার প্রায়শ্চিত্ত হত, আমার তাতে কোন আপত্তি ছিল না।

রাণীবাঈ। কোথায় সে বিশ্বাসঘাতক? তাকে আমি চাই।

চম্পা। আমিও চাই।

রাণীবাঈ। তোমাদের ঘরে সে আসে না?

চম্পা। এলেও আমি জানি না। আমি ঘরছাড়া।

রাণীবাঈ। আমি তোমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব। ইন্দ্রসিংহের স্ত্রীপুত্রকে আমি জীবন্ত দগ্ধ করব।

চম্পা। তাদের কি অপরাধ রাণী মা?

রাণীবাঈ। অজিত সিংহের কি অপরাধ? কেন তার সিংহাসন তোমার ভাই আত্মসাৎ করেছিল?

চম্পা। আমার ভাই পশু বলে আপনি ত পশু নন।

রাণীবাঈ। ছলনা রাখ।

চম্পা। ছলনা আমি জানি না।

রাণীবাঈ। কোথায় তোমার ভাই?

চম্পা। জানি না।

রাণীবাঈ। মিথ্যা কথা।

চম্পা। মিথ্যা বলছেন আপনি।

রাণীবাঈ। [পিস্তল বাহির করিয়া] আমি তোমায় গুলি করে মারব।

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। আমাকে গুলি করুন রাণী মা। [উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইল] এতদিন আপনার মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গেই আমি পরিচিত ছিলাম। তীর্থে যাই নি, মন্দিরে যাই নি, দেবতার পায়ে কখনও পুষ্পাঞ্জলি দিই নি। চিরদিন এই মাতৃমূর্ত্তি অন্তরের স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে পূজো করেছি। আজ আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না মা। সে সিংহাসনে এসে বসে আছে এক দানবীমূর্ত্তি! এ দুঃসহ বেদনা আমি সইতে পাচ্ছি না মা। আমাকে মৃত্যু দাও মা, আমাকে মৃত্যু দাও। [নতজানু হইল]

চম্পা। না মহারাণি, হত্যা করতে হয়, আমাকেই করুন। আমার ভাই দেশের সঙ্গে রাজপরিবারের সঙ্গে বেইমানি করে যে মহাপাপ করেছে, আমার মৃত্যুতে তার প্রায়শ্চিত্ত হক। কিন্তু আমার ভ্রাতৃবধূ আর তার ছেলের কোন অপরাধ নেই, তাদের গায়ে আপনি কুশাঙ্কুর বিদ্ধ করবেন না; তাহলে আপনার মাথায় বজ্রঘাত হবে।

রাণীবাঈ। বজ্রঘাত হবে? কাবুলের রাজপথে একটা জলজ্যান্ত মানুষ অকালে বুক ফেটে মরে গেল তবু ত বজ্রাঘাত হয় নি। বজ্র নেই, ভগবান্ মরে গেছে।

দুর্গাদাস। ভগবান্ মরেন নি মহারাণি, মরে গেছেন আপনি। যে মহীয়সী জগদ্ধাত্রীকে আমার মহামান্য প্রভুর পার্শ্বে দেখে আমার চোখদুটো জুড়িয়ে যেত, কাবুলের রাজপথে তারও অপমৃত্যু হয়েছে।

দেবীর স্থান দানবী এসে অধিকার করেছে। সেই দানবীর দষ্ট্রাঘাতে দিলীর থাঁর বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া পাঁচশো দিকপাল আমার প্রভুর পদরেণুপূত এই দেবালয় বুকের রক্তে রাঙিয়ে দিয়ে গেল, মেষের মত দুর্ব্বল নির্ব্বোধ ভূপাল সিং এর প্রতি ধূলিকণায় কলঙ্কের চিহ্ন রেখে দিয়ে গেল। আর আমি অসহায় পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে শুনলাম তাদের অন্তিমের আর্ত্তনাদ। ওঃ—

রাণীবাঈ। ধিক তোমাকে ভীরু। পাঁচশো শত্রুর মৃত্যুতে একটা দেশের সেনাপতি যে এমনি করে ভেঙ্গে পড়ে, তা জানতাম না। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি কি তবে তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ?

দুর্গাদাস। যুদ্ধক্ষেত্রে দশ হাজার ছিন্নমুণ্ড আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেলেও আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। কিন্তু নিরস্ত্র অসহায় বন্দীকে পশুর মত হত্যা করাই যদি আমাদের ধর্ম্ম হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে মোগলের কি প্রভেদ মহারাণি? আর ইন্দ্রসিংহের অপরাধে তার ভগ্নীরই বা প্রাণ যাবে কেন?

রাণীবাঈ। শুধু ভগ্নী? আমি এদের কাউকে জীবিত রাখব না। এরা জানে ইন্দ্রসিং কোথায়। এরা তাকে গোপন করে রেখেছে।

চম্পা। মিথ্যা কথা।

রাণীবাঈ। একটা একটা করে আমি তোমাদের সবাইকে যমালয়ে পাঠাব।

দুর্গাদাস। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না রাণী মা।

রাণীবাঈ। বাধা দিও না নির্ব্বোধ। এ দুর্ব্বার জলপ্রপাতের মুখে ঐরাবতও যদি বাধা দিতে এগিয়ে আসে, আমি তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।

[গুলি করিতে উদ্যত হইলেন; চম্পা মাঝখানে দাঁড়াইল]

দুর্গাদাস। চম্পা!

চম্পা।—

গীত।

করুণাময়ী মা জাগো!
ঘৃতের প্রদীপ ফুৎকারে তুমি নিভায়ে দিও না গো।
নামিবে হাজার আঁখিতে জননি গভীর অন্ধকার,
গৃহের দেবতা ফিরাবে মা মুখ, করিবে বন্ধ দ্বার,
সপ্ত পুরুষ দিবে অভিশাপ, বরষিবে দেশে রবি খরতাপ,
জাতির মুক্তি স্বপন সৌধ ভাঙ্গিবে অকালে মাগো।

রাণীবাঈ। এও এক বিচিত্র নাটক।

[আগ্নেয়াস্ত্র ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

দুর্গাদাস। কেন তুমি বাধা দিলে চম্পা? এর চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল ছিল না? চোখের উপর নির্ব্বাক পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে শুনতে হল শত শত বন্দীর অন্তিম আর্ত্তনাদ, বাহুতে শক্তি থাকতেও একজনকেও আমি রক্ষা করতে পারলুম না। অথচ আমি তাদের আশ্বাস দিয়েছিলাম, যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের প্রাণভিক্ষা চেয়ে নেব। এর পরেও কি তুমি আমায় বেঁচে থাকতে বল?

চম্পা। হ্যাঁ বলি। কার উপর অভিমান কচ্ছ? দেশটা কি রাণীবাঈয়ের একার? তোমার নয়? একজনের উপর অভিমান করে সমগ্র দেশটাকে তুমি ডুবিয়ে দিতে চাও কোন্ বিবেচনায়? বুঝতে পাচ্ছ না, মোগলের ফৌজ আশেপাশে ওৎ পেতে বসে আছে। যে মুহূর্ত্তে তারা জানবে দুর্গাদাস নেই, সেই মুহূর্ত্তে তারা আহত ব্যাঘ্রের মত মাড়বারের বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

দুর্গাদাস। না না, তা আমি হতে দেব না।

চম্পা। মৃত্যুতে কোন বাহাদুরি নেই। শত্রুর মাথায় পা তুলে দিয়ে যে বেঁচে থাকতে পারে, সেই ত মানুষ।

দুর্গাদাস। ঠিক বলেছ, তুমি ঠিক বলেছ চম্পা। জাতির মঙ্গলের জন্য দেশের মঙ্গলের জন্য আমি অজর অমর হয়ে বেঁচে থাকব। বজ্রাঘাতে টলব না, প্লাবনে ভেসে যাব না, মহামারী দুর্ভিক্ষ রোগ শোক আমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না।

চম্পা। দেরী কচ্ছ কেন? মেবারে যাত্রা কর।

দুর্গাদাস। যাচ্ছি, যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে এখানে রেখে যাবই বা কি করে? রাণী মা যদি তোমাকে হত্যা করেন, তাহলে?

চম্পা। তাহলে মরব।

দুর্গাদাস। মরবে?

চম্পা। এ ছাড়া আমার আর কি গতি আছে বলুন? মোগল আমায় স্পর্শ করতে হাত বাড়িয়েছিল। এ হাত আর কেউ গ্রহণ করবে না।

দুর্গাদাস। যে মানুষ সে গ্রহণ করবে।

চম্পা। তেমন মানুষ রাজপুতানায় কেউ আছে? আমার সরল নির্ব্বোধ ভাইকে যে দেশের বিরুদ্ধে পুতুলের মত নাচিয়ে তুলেছে, আমাকে মোগলে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেই আলমগীরের মাথাটা যে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে, তেমন মানুষ কি কেউ আছে রাজস্থানের মাটিতে? যদি থাকে, আমার বরমাল্য তারই জন্য।

দুর্গাদাস। চম্পা,—

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।— গীত।

তুমি আসবে যেদিন জয়ের মালা কণ্ঠে পরি বীর,
করব বরণ পায়ে ঢালি আনন্দাশ্রু নীর।
মানুষ পশু তরুলতা,
গাইবে তোমার জয়বারতা,
তোমার নামে উঠবে জেগে ভারতসাগর-তীর।
সাজিয়ে ঘরে অর্ঘ্য ডালা,
রাখব গেঁথে ফুলের মালা,
রইব আশায় আনবে কবে মালা গেঁথে শত্রু শির।

দুর্গাদাস। আমি তবে আসি চম্পা।

চম্পা। আমিই বুঝি ঘরে বসে থাকব? আমি যুদ্ধ করব না?

দুর্গাদাস। তুমি কি যুদ্ধ করবে? তরবারি ধরতে জান?

চম্পা। তরবারি ধরতে না পারলে বুঝি যুদ্ধ করা যায় না? আমি শাঁখ বাজাব, ঢাক বাজাব, জয়ধ্বনি দেব, আর যারা এখনও ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগিয়ে হাতে তরবারি তুলে দেব।

দুর্গাদাস। তাই ক'রো চম্পা, ভগবান্ তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

চম্পা। ভগবানের আশীর্ব্বাদ পরে নেব, তোমার পদধূলি আমার মাথায় থাক। [প্রণাম]

দুর্গাদাস। [নিজের কণ্ঠহার চম্পার গলায় দোলাইয়া দিয়া প্রস্থান।]

চম্পা। একি! কণ্ঠহার পরিয়ে দিয়ে গেল? ছোটলোক, ইতর, গুণ্ডা। আমি এখন কি করি? বিষ খাব, না ক্ষীর খাব? কোকিলটা আবার ডাকছে। দূর মুখপোড়া। মারব ঢিল। আবার? চুপ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদয়পুর প্রাসাদ।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। মা, মা,—

তারাবাঈয়ের প্রবেশ।

তারা। কি জয়সিংহ।

জয়সিংহ। শুনেছ মা, আলমগীর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে সত্য সত্যই দোবারির প্রান্তে এসে ছাউনি ফেলেছেন।

তারা। ফেলবেই ত। যেমন উন্মাদ তোমার পিতা, তেমনি মূর্খ তুমি যুবরাজ। এত আঁটঘাঁট বেঁধে সৌভাগ্যের সিংহদ্বারে তোমাকে এনে আমি পৌঁছে দিলাম, আর তুমি অকর্ম্মণ্য অপদার্থ একটুখানি এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনটা অধিকার করতে পারলে না?

জয়সিংহ। পিতা বর্ত্তমানে আমি সিংহাসন অধিকার করব?

তারা। কেন করবে না? আলমগীর তার পিতা বর্ত্তমানে দিল্লীর মসনদ অধিকার করে নি?

জয়সিংহ। সমগ্র পৃথিবী তাঁকে ধিক্কার দিয়েছে।

তারা। পৃথিবীর অথর্ব্ব শক্তিহীন জনতার ধিক্কারে ফকিরের মাথা নত হয়, আমীরের উচ্চশির অবনত হয় না। আকাশ থেকে বজ্র ত নেমে আসে নি, যমুনার জল ত প্লাবন বইয়ে দিয়ে তাকে গ্রাস করে নি। জনতার ধিক্কার তোষামোদ হয়ে বেরিয়ে আসবে।

জয়সিংহ। এখন কি করব তাই বল।

তারা। মাথা খুঁড়ে মর গে যাও। হাজার বার বলেছি, জিজিয়া কর নিয়ে বাদশার কাছে ছুটে যাও। তোমার বৃদ্ধ পিতা তরুণী ভার্য্যা ওই রূপনগরী প্রভাবতীর পরামর্শে আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছেন, তাঁকে বন্দী কর, না হয় ছলে বলে কৌশলে হত্যা কর। তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না।

জয়সিংহ। শুনেছিলাম মা। কিন্তু রাজপুত জাতির ইতিহাস তন্ন তন্ন করে দেখলাম, কোথাও পিতৃহত্যার কাহিনী লেখা নেই। বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসন কেড়ে নেবার দৃষ্টান্তও কোন পাতায় চোখে পড়ল না। আমি দুর্ব্বল, ইতিহাসের সূত্র ধরে চলতে জানি, ইতিহাস সৃষ্টি করতে জানি না।

তারা। তবে যুবরাজের আসন অধিকার করে বসে আছ কেন? যৌবরাজ্য ত তোমার নয়।

জয়সিংহ। আমার নয়?

তারা। না। অমর ধন কঙ্কন তোমার প্রাপ্য ছিল না। প্রাপ্য ছিল ভীমসিংহের। সে তোমার এক মুহূর্ত্ত আগে জন্মেছিল!

জয়সিংহ। আগে জন্মেছিল ভীমসিংহ! সে আমার বড় ভাই? তবে আমার হাতে এ কঙ্কন পরিয়ে দিলে কে?

তারা। মহারাণা নিজে। সত্য ঘটনার একজন মাত্র সাক্ষী ছিল ধাত্রী চন্দ্রাবাঈ। আমি তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তুমি ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকে আমি তোমার জন্যে মেবারের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে রেখেছি। শক্তিমান ভীমসিংহ পাছে কোনদিন ঈর্ষার বশে তোমার অধিকার কেড়ে নেয়, সে জন্য তাকেও চিরনির্ব্বাসনের পথে ঠেলে দিয়েছি।

জয়সিংহ। মায়ের কাজই করেছ মা।

তারা। এত করেও তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমার কিছুই করতে পারলুম না, তোমার হাতের অমৃত ফল মাকাল ফল হয়ে গেল।

জয়সিংহ। আর আমার তাতে দুঃখ নেই মা। রাজ্য নিয়ে আমি জন্মায় নি, রাজসিংহাসনে আর আমার কোন লোভ নেই। দুঃখ শুধু এই, আমাকে উপলক্ষ্য করে তুমি রাজপুতনারী রাণা রাজসিংহের মহিমান্বিতা মহারাণী এই মহাপাপের পুরীষ কর্দ্দম মাথায় তুলে নিলে? রামের জীবন বিষময় করেও কি কৈকেয়ীর তৃপ্তি হয় নি? আবার সে তোমার বুকে এসে আশ্রয় নিয়েছে?

তারা। জয়সিংহ।

জয়সিংহ। আর আমার সে ভাগ্যহীন ভাই? কি ছিল তার অপরাধ? জন্মের মুহূর্ত্তে সে তার মাকে হারিয়ে হয়ত তোমাকেই জননী বলে জেনেছিল। আর তুমি আমার কানে কেবলি মন্ত্র দিয়েছ যে সে আমার শত্রু। তবু সে তোমাকে যে সম্মান দিয়েছিল, আমিও তা দিই নি। তুমি তার যৌবরাজ্য কেড়ে নিয়েছ, ভ্রাতৃস্নেহ কেড়ে নিয়েছ, মেবারের মাটিটুকুও তার পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিলে মা?

তারা। হ্যাঁ নিলাম।

জয়সিংহ। স্বখাত-সলিলে ডুবতে বসেছ মা। আজ দেশের এই দুর্য্যোগের দিনে সে যদি মেবারে থাকত, তাহলে বৃদ্ধ মহারাণার বুকখানা দশ হাত ফুলে উঠত। আমি যাব, মেবারের গৌরবরবি আমি মেবারে ফিরিয়ে আনব।

তারা। ফিরিয়ে আনবে?

জয়সিংহ। শুধু ফিরিয়ে আনব না; আমি নিজের হাতে এই

অমর-ধর কঙ্কন তার হাতে পরিয়ে দেব। জয়লক্ষ্মী আমাদেরই গলায় বরমাল্য দেবে। পিতার মৃত্যু হলে সেই করবে মুখে অগ্নিসংযোগ, সে-ই হবে মেবারের মহারাণা, আমি হব তার অনুগত সৈনিক।

তারা। ফেরো জয়সিংহ। রাজপুতের শপথ ভঙ্গ করো না। সে বলে গেছে, মেবারের জল সে স্পর্শ করবে না।

জয়সিংহ। তার শপথ রক্ষা করতে আমিই নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করব।

তারা। খবরদার নির্ব্বোধ। আমার এত আয়োজন ব্যর্থ করার কল্পনা করো না। তাহলে আমি প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেব। তারাবাঈকে চেনো না? ভীমসিংহ চিনেছে, এবার তোমাদেরও চিনিয়ে দেব। সাবধান।

[প্রস্থান।

জয়সিংহ। ধিক্ এ জীবনে ধিক্। আমার যৌবরাজ্যে।

রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজসিংহ। দুর্গাদাস এসেছে জয়সিংহ?

জয়সিংহ। না পিতা।

রাজসিংহ। কেন তার এত বিলম্ব হচ্ছে? তবে কি যোধপুর রাণী সৈন্য সাহায্য দেবে না? দোবারির পার্ব্বত্য পথ মোগলসৈন্য ছেয়ে ফেলেছে। এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে বিশ হাজার রাজপুত!

জয়সিংহ। আপনার মুখে নৈরাশ্যের চিহ্ন দেখছি কেন পিতা? আমরা রাজপুত, যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারি মরতে ত পারব।

রাজসিংহ। আবার বল, আবার বল জয়সিংহ, আমরা জয় করতে না পারি, মরতে পারব। আর একজন বিপদে ঝঞ্ঝায় এমনি

করে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থেকে অভয় বাণী শোনাত। সে আজ আমার পার্শ্বে নেই। তোমার মুখে এই কথাটি শোনাবার জন্য আমি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা কচ্ছিলাম। কেউ এল না জয়সিংহ। বিকানীর মুখ ফিরিয়ে রইল, অম্বর অট্টহাসি হাসল, মন্দর কাণে হাতচাপা দিলে। শুধু বিক্রম সোলাঙ্কি চন্দাবৎ সর্দ্দার, শক্তাবৎ ঝালা মানা আর বুন্দি-সর্দ্দার তাদের ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে ছুটে এসেছে।

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। আমিও এসেছি মহারাণা।

রাজসিংহ। এসেছ? কত সৈন্য সঙ্গে এনেছ?

দুর্গাদাস। মাত্র পনর হাজার। মাড়বার রক্ষা করতে মাত্র দশ হাজার সৈন্য রেখে এসেছি। কি করতে হবে আদেশ দিন।

রাজসিংহ। আদেশ তুমিই দেবে দুর্গাদাস। আমরা নতমস্তকে সে আদেশ পালন করব। তাই না জয়সিংহ?

জয়সিংহ। আপনি ঠিকই বলেছেন পিতা। আমি সর্দ্দারদের সংবাদ দিচ্ছি। সেনাপতি দুর্গাদাস, আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস। মহারাণা,—

রাজসিংহ। এই নাও রাঠোরবীর, আমার তরবারি। যৌবনের মধ্যাহ্নে এই তরবারি আমি ধারণ করেছিলাম, আজ আমি পলিত কেশ বৃদ্ধ, এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই তরবারি একবারও পরাজয় স্বীকার করে নি। গ্রহণ কর সেনানি আমার—আশীর্ব্বাদের সঙ্গে অসংখ্য শত্রুর রক্তে ধোয়া এই শত্রুনিসূদন খঞ্জর।

দুর্গাদাস। এ আমার হাতে কি তুলে দিলেন মহারাণা? এ কি

ইন্দ্রের বজ্র না মহাদেবের ত্রিশূল? আমার সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আপনার আশীর্ব্বাদ আমার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম হক। হে আমার স্বর্গগত প্রভু, স্বর্গ থেকে তুমি আমার মাথায় কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ কর। হিন্দু জাতির দুশমন মাড়বারের দুশমন। সমগ্র দুনিয়ার দুশমন সম্রাট আলমগীর আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। একলক্ষ সেনার বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় সেনার সংগ্রাম। পারব না তার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দিতে?

রাণীবাঈয়ের প্রবেশ।

রাণীবাঈ। পারবে, পারবে। হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ সমস্বরে বলছে, তুমি পারবে। তেত্রিশ কোটি দেবতা মেঘমন্দ্রে বার্ত্তা পাঠিয়েছে তুমি পারবে। আলমগীরেরর উঁচু মাথাটা নামিয়ে দাও, কাশ্মীরী বেগমকে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এস। আমার কাছে তাঁর কিছু পাওনা আছে। পাওনাটা ঘটা করে পরিশোধ করে দেব।

রাজসিংহ। তুমি আবার কেন এলে রাণি?

রাণীবাঈ। আমিই ত আসব মহারাণা। বাদশা আমার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে, তার লোলবক্ষে আমি বজ্রাঘাত করব না? কাশ্মীরী বেগম আমার আঘাতের উপর অপমান ছুঁড়ে মেরেছে, আমি তার ঋণ শোধ করব না?

দুর্গাদাস। সে সময় ত ফুরিয়ে যায় নি। অজিতকে ফেলে কেন আপনি চলে এলেন?

রাণীবাঈ। অত শত ভাবি নি বাবা, ভাবতে পারব না আমি। কেন এলাম, কখন এলাম, কোন্ পথে এলাম, কিছুই জানি না আমি। কোথায় ঘর? কিসের ঘর? আমায় যে ঘরছাড়া করেছে,

তাঁর গর্ব্বের প্রাসাদ ধূলিলুণ্ঠিত না দেখে আমি কোথাও স্থির হতে পাচ্ছি না।

দুর্গাদাস। যাও মা, ঘরে ফিরে যাও। বৈরনির্য্যাতন করতে আমরাই ত আছি। তুমি গিয়ে নাবালক পুত্রের রাজ্য রক্ষা কর, প্রজাদের মাতৃস্নেহে লালন পালন কর। আসি তবে মা। জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়।

[প্রস্থান।

রাণীবাঈ। জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়।

[প্রস্থান।

রাজসিংহ। সমগ্র মেবার যুদ্ধের জন্য মেতে উঠেছে। সবার আগে আজ যে রণসাজে সাজত, সে আজ আমার পার্শ্বে নেই, দুর্জ্জয় অভিমানে নির্ব্বাসনদণ্ড মাথায় নিয়ে মেবারের শ্রেষ্ঠ রত্ন আজ মেবার ছেড়ে চলে গেছে। মেবারের জল আর তার রসনা স্পর্শ করবে না। ওঃ—

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়হিংস। পিতা,—

রাজসিংহ। কি জয়সিংহ?

জয়সিংহ। চিরস্থির হিমালয়ের আজ এ চাঞ্চল্য কেন পিতা? আপনার চোখে জল?

রাজসিংহ। না না, জল কে বললে? তবে কি জান? বুকটাকে পাষাণ চাপা দেওয়া যায়, কিন্তু মনটাকে ত চাপা দেওয়া যায় না। বাইরে আজ দুর্য্যোগের ঘনঘটা, এ সময় সেই হতভাগ্যের কথাটা বার বার মনে হচ্ছে। সে যদি আজ আমার পার্শ্বে থাকত, তাহলে

আলমগীর বোধহয় এত সহজে মেবার আক্রমণ করতে সাহস করত না।

জয়সিংহ। পিতা, আপনার অনুমতি পেলে আমি তাকে মেবারে ফিরিয়ে আনব।

রাজসিংহ। মেবারে ফিরিয়ে আনবে? তুমি! এ কি তুমি সত্যি বলছ? পাষাণ ফুঁড়ে কি আজ ঝরণা নেমে এল? তোমার মা তোমারি জন্য ছল করে তাকে নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়েছে,—আর তুমি চাও তাকে ফিরিয়ে আনতে?

জয়সিংহ। আমি যে সূর্য্যবংশধর, আমি যে ভরতের সগোত্র পিতা।

রাজসিংহ। কিন্তু তোমার মা ত তাহলে তোমার মুখ আর, দেখবে না।

জয়সিংহ। আপনি ত দেখবেন, ভাই ভীমসিংহ ত দেখবে। অনুমতি দিন পিতা, আমি নক্ষত্রের বেগে ছুটে যাব।

রাজসিংহ। গিয়ে কোন ফল নেই জয়সিংহ। সে আসবে না, মেবারের জল সে আর পান করবে না।

জয়সিংহ। আমি আকাশ বিদীর্ণ করে বৃষ্টিধারা বইয়ে দেব। তার মাতৃভূমি বিপন্ন, সে ঘরে ফিরে আসবে না? আমি আসি পিতা তার আগে আমার হাত থেকে আপনার দেওয়া এ কঙ্কন খুলে নিন। এর অধিকারী আমি নই, ভীমসিংহ।

রাজসিংহ। ভীমসিংহ!

জয়সিংহ। হ্যাঁ পিতা, সে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র। তারই জন্ম আগে হয়েছে, আমি জন্মেছি এক মুহূর্ত্ত পরে। আমার মা'র চক্রান্তে ধাত্রী আপনাকে বঞ্চনা করেছিল।

রাজসিংহ। জয়সিংহ! ওঃ—এও কি সম্ভব? তুচ্ছ একটা সিংহাসনের জন্য রাজপুত নারীর এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র? কাকে বিশ্বাস করব তবে? পলিত কেশে লোল চর্ম্মের বার্দ্ধক্য এতদিন আসে নি; আজ এল বুঝি জয়সিংহ, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা বুঝি সরে গেল।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

জয়সিংহ। আসবে না? তার মাতৃভূমি বিপন্ন, সে আসবে না? বুকে বল দাও, রসনায় ভাষা দাও ভগবান্। মেবারের গৌরবরবি আমি নিশ্চয়ই মেবারে ফিরিয়ে আনব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মাড়বার উপকণ্ঠ।

ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ।

ইন্দ্রসিং। এই দিকেই ত আসছিল। কোথায় গা ঢাকা দিলে বল দেখি? দাঁড়াতেও ভরসা হচ্ছে না, ফিরে গেলেও বিপদ। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ! রাণী যদি একবার দেখতে পায়, দফাটি গয়া করে ছেড়ে দেবে। জয়সিংহের হাতে ধরা পড়লেও যে খুব সুবিধে হবে, তাও মনে হয় না। মোটের উপর মরাটা ঠিক হয়েই আছে, এখন কার হাতে মরে সুখ, সেই কথাটাই ভাবছি। রাণী মাথা নেবে, বাদশা চামড়া খুলে নেবে, আর জয়সিং বোধহয় দু ঠ্যাং ধরে চিরবে। সবটাতেই সমান আরাম দেখছি। আল্লা রহমান,—

উদয়ের প্রবেশ।

উদয়। এ মুন্সী, পিসীকে দেখেছ?

ইন্দ্রসিং। না বাবা।

উদয়। কোথায় গেল বল দেখি? সারাটা দুপুর খুঁজে মরছি, কোথাও দেখা পেলাম না? ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোকের বোন,—

ইন্দ্রসিং। ছোটলোকের পিসী।

উদয়। চোপরাও ইতর।

ইন্দ্রসিং। এর মধ্যেই বেশ শিং গজিয়েছে দেখছি।

উদয়। কি বললে?

ইন্দ্রসিং। কিছু বলি নি বাবা। তুমি এখন যাও।

উদয়। কেন যাব? এ আমার দেশ।

ইন্দ্রসিং। না যাও, থাক।

উদয়। তোমার কথায় থাকব?

ইন্দ্রসিং। থাকবেও না, যাবেও না, তবে কি আকাশে উড়বে?

উদয়। তুমি লোকটা কে?

ইন্দ্রসিং। আমি জাফরুল্লা খাঁ।

উদয়। জাফরুল্লা কে?

ইন্দ্রসিং। আমি।

উদয়। কি চাও তুমি এখানে?

ইন্দ্রসিং। কিছু চাই না বাবা। তোমাদের রাণী কোথায়?

উদয়। কেন রাণীমাকে? তিনি এখন মেবারে।

ইন্দ্রসিং। ধড়ে প্রাণ এল বাবা।

উদয়। কে তুমি রাণীমার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? এখানে ত তোমাকে কখনও দেখি নি।

ইন্দ্রসিং। দেখেছ আমায় ছেলেবেলায়। এখন আর মনে নেই।

উদয়। তুমি নিশ্চয়ই শত্রুর গুপ্তচর।

ইন্দ্রসিং। না বাবা, না।

উদয়। পিসি ও পিসি,—

ইন্দ্রসিং। পিসীকে আবার কেন? ওরে চুপ্, এসেই ধোলাই দেবে। তার চেয়ে আলমগীরের হাতে মরা অনেক ভাল। ওই রে,

ওই বাতাসে ঝড় তুলে মহিষমর্দ্দিনী ছুটে আসছে। হরে রাম, হরে রহিম, আল্লা কেষ্ট হরে হরে—ওক্ [মুখ ফিরাইল।]

চম্পার প্রবেশ।

চম্পা। কি রে উদয়?

উদয়। গুপ্তচর পিসি। এই দেখ, এই লোকটা কেবলি এসে রাণীমার কথা জিজ্ঞেস কচ্ছে। কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কিছুই বলছে না। তোকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। অস্ত্র আছে পিসি? দে আমার হাতে. ব্যাটাকে কবরে পাঠিয়ে দিই।

ইন্দ্রসিং। ভাল হবে না শূয়ার, গায়ে হাত দিলে তোকে আমি ইয়ে বলে ক্ষমা করব না।

চম্পা। মুখ ফেরাও ত মিঞা।

ইন্দ্রসিং। কখ্খনো ফেরাব না। যাকে মুখ দেখালে আমাদের গুণাহ্ হয়।

চম্পা। গুণাহ্ হয়? উদয়, এক দৌড়ে ছুটে যা ত। সেপাই শাস্ত্রী ফাঁড়িদার যাকে দেখতে পাবি, তাকেই বলবি, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যেন এখনি এখানে চলে আসে, দেশদ্রোহী বেইমান ঘরে ফিরে এসেছে, সে যেন আর তার মণিবের কাছে ফিরে যেতে না, পায়। সরে আয় হতভাগা বেইমানের ছায়াটা তোর গায়ে লাগছে।

উদয়। কে বেইমান পিসি?

চম্পা। তোর বাবা।

উদয়। বাবা! তাই ত, তুমি আমার বাবা? এই বেশ তোমার? তোমার নাম আজ জাফরুল্ল খাঁ? প্রাণের ভয়ে ধর্ম্মটাকেও হারিয়ে এসেছ?

ইন্দ্রসিং। তোর বাপের শ্রাদ্ধ করেছি শূয়ার।

উদয়। বাবা, তুমি ফিরে যাও, এখনি ফিরে যাও। ভুলেও ঘরের দিকে পা বাড়িও না। তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে মা আজ মরণাপন্ন, বিছানা থেকে ওঠবার শক্তি নেই। তোমার এই মূর্ত্তি দেখলে সে বুক ফেটে মরে যাবে।

ইন্দ্রসিং। মরবে না, মরবে না। আমাকে দেখতে পেলেই সে উঠে বসবে। চল্ চল্, একবার চুপি চুপি দেখা করে আসি। কাঁদিস না উদয় কাঁদিস না। তোরা মাড়বার ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে আয়। আমি তোদের নিয়ে আবার সুখের নীড় রচনা করব। কাছে আয়, ওরে কাছে আয়।

উদয়। না না, ঐশ্বর্য্যের লোভে তুমি আমাদের জাতিভ্রষ্ট করেছ। কোন বৈদ্য মাকে ওষুধ দিতে চায় না, কোন রজক আমাদের কাপড় কাঁচে না, কোন দেশবাসী আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

চম্পা। যে সর্ব্বনাশ তুমি আমাদের করেছ, তোমার দেহটা খণ্ড খণ্ড করে ধূলোয় মিশিয়ে দিলেও সে ক্ষত মিলিয়ে যাবে না। তোমার সাধ্বী স্ত্রী তোমারই জন্য আজ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে, এক ফোঁটা ওষুধ তাকে দিতে পারি নি। আর এই নিষ্পাপ শিশু, কি দোষ করেছিল সে তোমার ঘরে এসে? জান নিষ্ঠুর, জান? এই শিশুর ছায়া মাড়ালে এদেশের ধাঙড়গুলো পর্য্যন্ত স্নান করে। স্ত্রীকে ত মেরেই ফেলেছ, ছেলেটাকেও গলা টিপে হত্যা কর, যজ্ঞ তোমার ষোলকলায় পূর্ণ হক।

উদয়। মাথা হেঁট করলে যে বাবা। লজ্জা হচ্ছে? তা যদি হয়, চলে এস রাজবাড়ী। অপরাধ করেছ, মাথা পেতে দণ্ড নেবে এস।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রসিং। চম্পা,—

চম্পা। চল।

ইন্দ্রসিং। কোথায়?

চম্পা। রাজার কাছে।

ইন্দ্রসিং। তা হয় না চম্পা।

চম্পা। কেন হয় না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে না?

ইন্দ্রসিং। রাণীকে ত তুমি জান। যদি আমার মাথা নিতে চায়?

চম্পা। মাথা দেবো। তোমার ও শয়তানের মাথা থাকলেই বা কার লাভ, গেলেই বা কার ক্ষতি?

ইন্দ্রসিং। তুমি ভগ্নী হয়ে আমার মৃত্যু কামনা কচ্ছ?

চম্পা। শুধু কামনা কচ্ছি দাদা? রাণীমা যদি অনুমতি দেন, জল্লাদের কাজটা আমিই করব।

ইন্দ্রসিং। চম্পা,—

চম্পা। চল দেশদ্রোহি, বিচারশালায় চল। তুমি শুধু আমার পিতার পবিত্র বংশটাই কলঙ্কিত কর নি, আমার মাথায়ও লোক-নিন্দার পুরীষ কর্দ্দম ঢেলে দিয়েছ। তোমারই জন্য যে সে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,—"ওই আকবরের বাগদত্তা বধূ।

ইন্দ্রসিং। আকবরের রক্ত দিয়ে তোর পা আমি ধুয়ে দেব। তারপর, শপথ কচ্ছি, আমি রাণীর কাছে এসে ধরা দেব! আকবর তোর হাত ধরেছে, আমার পিঠে চাবুক মেরেছে, আমি তাকে কবরে পাঠিয়ে আসি, তারপর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

চম্পা। খবরদার দেশদ্রোহি। [পিস্তল বাগাইল]

ইয়াসিনের প্রবেশ।

ইয়াসিন। করিস কি দিদি, করিস কি? ওরে, ও যে ভাই।

চম্পা। কে ভাই? দেশদ্রোহী আমার কেউ নয়।

ইয়াসিন। মরিস নে দিদি, যন্তরটা দে। ছাওয়ালডা বড় দুঃখু পেয়েছে, জানিস? একটা কসুর করে ফেলেছে বলে তার কি মাপ নেই?

চম্পা। না নেই। রাণী মা ওঁর প্রাণদণ্ড দিয়েই রেখেছেন।

ইয়াসিন। তুই ছুঁড়ীই তারে আরও বেশী করে তাড়িয়েছিস্। মুই গিয়ে তারে বলব,—হ্যাদে রাণী মা, ইন্দিরের কোন দোষ নেই, সব মোর দোষ। মুই শালা ওরে কুবুদ্ধি দিয়ে বিগড়ে দিয়েছি। তুমি ওরে ক্ষ্যামা করে মোর মাথা ন্যাও।

চম্পা। সরে যা চলছি।

ইয়াসিন। ক্যানে সরব? তুই ছাওয়ালডারে গুলি করে মারবি, আর মুই চেয়ে চেয়ে দেখব? মেয়ে জাতটাই এমনি। একবার চোখে রং লাগলে বাপ ভাই আর কেউ নয়। তোর সেই গুণ্ডাটা যদি এমনি কাম করত, পারতি তুই তারে গুলি করতে?

চম্পা। বাজে কথা বলিস নি।

ইয়াসিন। যা যাঃ। ধাড়ী মেয়ে কোথাকার! বয়সের গাছ পাথর নেই। যে দেখে সেই হাঁ করে গিলতে আসে, তবু কি ঘরমুখো হবে? সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে টো টো করে ঘুরবে, আর যার যা মুখে আসে, তাই বলবে। তুই মরিসনে ক্যানে?

চম্পা। তোদের মাথাগুলো খেয়ে তারপর মরব।

ইয়াসিন। মোদের মাথা না খেয়ে তুই সে গুণ্ডাটার মাথা

খে গে যা। গেছে ত যুদ্ধে, হে আল্লা, আর যেন ফিরে না আসে।

চম্পা। ইয়াসিন! [পিস্তল পড়িয়া গেল]

ইয়াসিন। ওঃ—চোখ ফেটে জল বেরুলো বুঝি? যা দূর হয়ে যা। ছাওয়ালডা ক'দিন পরে ঘরমুখো হয়েছে, দুটো মিষ্টি কথা বলবে, তা নয়, এই মারে ত এই মারে। চলে আয় দাদা। ও রাক্ষুসী—তোর রক্ত খেয়ে দুগ্‌গোদাসের ঘরে গিয়ে উঠবে। আর তুই এখানে থাকিস নি। চলে আয়।

ইন্দ্রসিং। সংসার যে এত সুন্দর, এতদিন তা দেখতে পাই নি ইয়াসিন। মরীচিকার মোহে দিগভ্রান্ত পথিকের মত পাগল হয়ে ছুটেছিলাম। ঘরে যে আমার স্নিগ্ধ সরোবর, একবার ও তা দেখতে পাই নি। যে জীবন পেছনে ফেলে এসেছি, আর তা ফিরে পাব না কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। একটা কাজ বাকী, তারপব তারপর।

[প্রস্থান।

ইয়াসিন। চল্, বাড়ী চল্।

চম্পা। যাব না, দূর হ।

ইয়াসিন। ক্যানে যাবি নি শুনি। এখানে দাঁড়িয়ে হা করে পথের পানে চেয়ে থাকবি? সে এসবে নি। তারে যমে নেছে।

চম্পা। আমি তোকে খুন করব।

ইয়াসিন। তা আর করবি নি? কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি যে। যমে ত টেনে নিয়ে গেছল, মুই টেনে হিঁচড়ে রেখেছি। মনে করেছিলুম, তোর বে থা হয়ে গেলে পর এক বিগে চলে যাব। তা কি আর তুই হতে দিলি? কত ভাল ভাল পাত্তর

এল, তুই সবাইকে বক দেখালি। শেষকালে বাদশার ব্যাটা তোর হাত ধরতে এল? ধরবে, ধরবে, তুই যখন সোনা ফেলে কাচ নিয়ে মজেছিস, তখন তোর কপালে দুঃখ আছে। তোর ওই দুগ্.গোদাস তোরে—

চম্পা। খবরদার তার কথা তুই মুখে আন্‌বি না বলছি।

ইয়াসিন। একশোবার আনব। কে মোরে রুখবে? এই তোমরা শোনো, দুগ্.গোদাস গুণ্ডা, দুগ্.গোদাস পাজি শয়তান ইতর মদ্দমায়েস। হে আল্লা, হে ভগবান্, হে যিশু দুগ্.গোদাস যেন—

চম্পা। যেন কি?

ইয়াসিন। যেন যমের বাড়ী যায়।

[প্রস্থান।

চম্পা।—

গীত।

আমার যত পরমায়ু করব তোমায় দান,
বেঁচে থাক অমর হয়ে জাতির সুসন্তান!
তোমার যত দুঃখ জ্বালা আমারি হক কণ্ঠমালা,
জগৎ জুড়ে উঠুক বেজে তোমার জয়গান।
সুখে থাকো, সুখে রাখো, হে বীর মহীয়ান্।

পত্রহস্তে জয়সিংহের প্রবেশ?

জয়সিংহ। পালিয়ে গেল গুপ্তচর। কে আছ, গ্রেপ্তার কর। তাই ত, এ যে শাহজাদা আকবরের নাম লেখা পত্র! কে তুমি? কুমার ভীমসিংহকে দেখেছ?

চম্পা। আমি তাঁর সন্ধান কচ্ছি। [উচ্চৈস্বরে] কুমার,—

জয়সিংহ। ভীমসিংহ।

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। কে? কে? কার কণ্ঠস্বর? ভাই জয়সিংহ এসেছ? আঃ—কতদিন পরে তোমায় দেখলাম। ভাল আছ ত ভাই, ভাল আছ ত? [জয়সিংহকে আলিঙ্গন করলেন] পিতা কুশলে আছেন? মায়েরা সবাই ভাল আছেন? প্রজাদের কুশল ত জয়সিংহ?

জয়সিংহ। কুশল? তুমি কি জান না, বাদশা মেবার আক্রমণ করেছেন?

ভীমসিংহ। কামান-গর্জ্জন কাণে শুনতে পাচ্ছি, পাহাড়ে উঠে নিজের চোখে দেখে এলাম একলক্ষ মোগলের সমরসজ্জা। ইচ্ছা হল, ওই শত্রুব্যূহের মাঝখানে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ি। উপায় নেই, হাত পা আমার বাঁধা। চোখের উপর দেখে এলাম, মেবার-বাসীর রক্তে মোগলের তরবারি লালে লাল হয়ে গেল, ধমণীর মধ্যে রাজপুত শোণিত টগবগ করে ফুটে উঠল, তবু পাষাণে বুক বেঁধে সব সহ্য করেছি।

জয়সিংহ। কেন সহ্য করবে? মাতৃভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, আর তুমি শক্তি থাকতে অথর্ব্ব পঙ্গুর মত দূরে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর মৃত্যু দেখবে? এমন দুঃসময়েও তোমার তরবারি শত্রুর মাথা নিতে গর্জ্জে উঠবে না?

চম্পা। আপনি না রাজপুত?

ভীমসিংহ। ভগ্নি,—

জয়সিংহ। তুমি না বীরশ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহের পুত্র?

ভীমসিং। ভাই,—

চম্পা। দেশের স্বাধীনতা মোগলের পায়ে লুণ্ঠিত হবে,—

ভীমসিং। ওঃ—

জয়সিংহ। পিতাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করে আলমগীর দিল্লী নিয়ে যাবে,—

ভীমসিংহ। না না।

চম্পা। পুরনারীদের কলমা পড়িয়ে বাঁদীর হাটে বিক্রী করবে।

ভীমসিংহ। চম্পা।

জয়সিংহ। ওঠ বীর, জাগো রাজস্থানের গৌরব-সূর্য্য, শত্রুর কবল থেকে তোমার মাতৃভূমিকে রক্ষা করবে এস।

ভীমসিংহ। কেমন করে যাব? আমি ত মেবারের কেউ নই।

জয়সিংহ। কে বলেছে তুমি মেবারের কেউ নও? মেবার তোমাকেই চায়, আমাকে চায় না। তুমি রাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ-পুত্র।

ভীমসিংহ। জ্যেষ্ঠপুত্র!

জয়সিংহ। হ্যাঁ ভাই। তুমি আমার এক মুহূর্ত্ত আগে জন্মেছ। আমার মায়ের চক্রান্তে পিতা আমার হাতে যৌবরাজ্যের প্রতীক চিহ্ন পরিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার প্রাপ্য সম্পদ্ আজ আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। গ্রহণ কর যুবরাজ।

ভীমসিংহ। না জয়সিংহ। পিতার কথাই আমাদের বেদবাক্য। তিনি যদি ভুল করেও বলেন, সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠেছে, তাহলে আমরা পশ্চিমমুখো হয়েই সূর্য্য প্রণাম করব। একবার যখন তিনি তোমাকে যুবরাজ বলে স্বীকার করেছেন, তখন কারও সাধ্য নেই তোমাকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করে।

জয়সিংহ। থাক যৌবরাজ্য, তুমি মেবারে ফিরে চল।

চম্পা। ভাবছেন কি কুমার?

ভীমসিংহ। কেমন করে বোঝাব জয়সিংহ, বিপন্ন মেবারের জন্য আমার বুকে কি দুঃসহ বেদনা? দোবারির ওপার থেকে এক একটা কামানের গর্জ্জন আসছে, আর আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যাচ্ছে। তবু যাবার উপায় নেই। আমি যে শপথ করে এসেছি জীবনে কখনও আর মেবারের জলগ্রহণ করব না।

চম্পা। মেবারের অন্নজল আপনাকে গ্রহণ করতে হবে না। আপনার ক্ষুধার অন্ন আর পিপাসার জল আমি মাড়বার থেকে নিয়ে যাব।

জয়সিংহ। তুমি নিয়ে যাবে?

ভীমসিংহ। কেমন করে নিয়ে যাবে বোন? শত্রুব্যূহের মাঝখান দিয়ে নারী তুমি পারবে আমার খাদ্যপানীয় বয়ে নিয়ে যেতে?

চম্পা। নিশ্চয়ই পারব।

ভীমসিংহ। তবে আর আমার দ্বিধা নেই। তুমি আমায় বাঁচালে ভগ্নি। এই নিদারুণ অন্তর্দ্দাহের বহ্নিজ্বালা থেকে তুমি আমায় রক্ষা করলে। চল ভাই চল। জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়।

জয়সিংহ, চম্পা। } জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

যুধ্যমান দিলীর খাঁ ও দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দিলীর। চমৎকার রাঠোর বীর, চমৎকার। রণক্ষেত্রে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের অসি চালনা দেখেছি। বৃদ্ধ মহারাণা রাজসিংহের তরবারিতেও ভেলকী খেলতে দেখে এলাম! কিন্তু এ দৃশ্য আর কখনও দেখি নি। দুর্ভাগ্য মোগল বাদশার যে তোমার মত একটা বীর যুবক তার মিত্র না হয়ে শত্রু হয়ে রইল।

দুর্গাদাস। প্রশংসা থাক দিলীর খাঁ। শক্ত করে অস্ত্র ধারণ করুন মোগল বীর। আপনার পা টলছে।

দিলীর। পা নয় দুর্গাদাস, মন টলছে, তোমার সঙ্গে আমি আর যুদ্ধ করতে পারব না। আমি পরাজিত।

দুর্গাদাস। পরাজিত! হাতে অস্ত্র থাকতে তুমি পরাজয় স্বীকার করছ, খাঁ সাহেব?

দিলীর। হ্যাঁ দুর্গাদাস। তুমি আমায় বন্দী কর।

দুর্গাদাস। বন্দী করব বীরশ্রেষ্ঠ দিলীর খাঁকে! এ কি অভিনয় খাঁ সাহেব?

দিলীর। অভিনয় নয় দুর্গাদাস। একটা গল্প শুনবে?

দুর্গাদাস। রণস্থলে গল্প!

দিলীর। হ্যাঁ; শোন। রাজদ্রোহের অপরাধে দিল্লীর দরবারে একদিন এক রাঠোর যুবকের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। বাদশা হুকুম

দিলেন তার স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে জীবন্ত দগ্ধ করতে। শয়তানের দল হুকুম তামিল করতে ছুটল। তার আগেই আমি তাদের উদ্ধার করতে ছুটে গেলাম। দেখলাম সাধ্বী রমণী স্বামীর শোকে বুক ফেটে মরেছে, আর তার বুকের উপর শিশুসন্তান স্তন্যপান করবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে।

দুর্গাদাস। তারপর?

দিলীর। শিশুটিকে বুকে করে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। ছ মাস আমার স্ত্রীর দুধ খেয়ে সে যখন সজীব হয়ে উঠল, তখন আবার সে মাতৃহীন হল। রোরুদ্যমান শিশুকে আমি তখন বন্ধু যশোবন্তের হাতে তুলে দিলাম। ছ'মাসের শিশু সেদিন যশোবন্ত সিংহের চণ্ডীমণ্ডপে দশভূজা মহিষমৰ্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি দেখে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। আমিই সেদিন তার নাম রেখেছিলাম দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। আমিই কি সেই শিশু?

দিলীর। হ্যাঁ বাবা। আমি আর যশোবন্ত ছাড়া একথা কেউ জানত না।

দুর্গাদাস। খাঁ সাহেব,—

দিলীর। পুত্র, আমি পারব না তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে। সে শক্তিও আমার নেই। তুমি আমায় বন্দী কর, না হয় হত্যাই কর।

দুর্গাদাস। না খাঁ সাহেব আমি অসিজীবী হলেও মানুষ। মাথা পেতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, না হয় অভিশাপ দিন।

দিলীর। আশীর্ব্বাদ করি জয়ী হও পুত্র—

দুর্গাদাস। আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

দিলীর। হায় বাদশা আলমগীর, তোমার মত ভাগ্যহীন বাদশা বোধহয় তোমার পিতাও ছিলেন না।

ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। বন্দে গি খাঁ সাহেব।

দিলীর। কে?

ভীমসিংহ। আমি মহারাণা রাজসিংহের পুত্র ভীমসিংহ।

দিলীর। সে কি! তুমি এসেছ মেবারের মাটিতে। তবে যে শুনেছিলাম, জীবনে তুমি আর মেবারের জল পান করবে না। রাজপুতের ছেলে শপথ ভঙ্গ করলে?

ভীমসিংহ। না খাঁ সাহেব, মেবারের খাদ্যপানীয় আমি গ্রহণ করি নি। আমার খাদ্যপানীয় আসে দোবারির ওপার থেকে।

দিলীর। কি করলে তুমি নির্ব্বোধ? তোমার কথা হয়ত পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আর একজনের কাণে পৌঁছে গেছে। দ্বিতীয়বার একথা আর উচ্চারণ করো না তাহলে নিজের মৃত্যুদণ্ডে নিজেই স্বাক্ষর করবে।

ভীমসিংহ। মৃত্যুভয়ে ভীমসিংহ ভীত নয় দিলীর খাঁ।

দিলীর। তবে ভাল করে অস্ত্র ধর। দিলীর খাঁকে যদি বধ করতে পার, তাহলে জয় তোমাদের সুনিশ্চিত।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আলমগীরের প্রবেশ।

আলম। সামনে দুর্গাদাস, ডাইনে আকবর, বাঁয়ে রাজসিংহ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে মরণপণ করে যুদ্ধ করছে। পেছনে আবার কে

এল ওই কালান্তক দুশমন? দোবারির পাহাড় ভেদ করে কি একটা দৈত্যদানা বেরিয়ে এল? কে ও?

কাশ্মীরী বেগমের প্রবেশ।

কাশ্মীরী। ওকে চেন না সম্রাট্? ওর নাম ভীমসিংহ।

আলম। রাণা রাজসিংহের পুত্র! সে যে শুনেছিলাম মেবারের পানি আর মুখে তুলবে না? শপথ ভঙ্গ তাহলে শুধু আলমগীর করে না, রাজপুতেরাও করে?

কাশ্মীরী। আমি কিন্তু শুনে এলাম, তার পানি আসে দোবারির ওপার থেকে।

আলম। বেগম সাহেবা ত অনেক খবরই রাখেন দেখছি। শিবির ছেড়ে এখানে কি মনে করে? যুদ্ধ করতে না কি? লে লেও খঞ্জর।

কাশ্মীরী। আমি রহস্য করতে আসি নি।

আলম। তবে বেগম সাহেবা রণক্ষেত্রে কেন? তিনি কি জানেন না, যশোবন্তের রাণী আশে পাশেই ওৎ পেতে বসে আছে? সুযোগ পেলেই বেগমসাহেবাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে। আর কাণ টানলে মাথাও তারা পাবে।

কাশ্মীরী। সেই গন্তানী এখানেও এসেছে?

আলম। হ্যাঁ প্রিয়ে, একটু সাবধানে থেকো। কুকুর প্রভুভক্তি ভুলতে পারে, সমুদ্র বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু মাড়বারের রাণী কারও দুর্ব্যবহার ভোলে না। আমাকে কায়দায় পেলে গর্দ্দান নেবে, তোমাকে পেলে পয়জারের শোধ তুলবে। দোবারির ওপার থেকে পানি আনছে কে?

কাশ্মীরী। আমি তা কি করে জানব?

আলম। জেনে নাও। ভীমসিংহ যদি দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে এক লক্ষ মোগল সৈন্য হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাকে মরতেই হবে, হয় অস্ত্রাঘাতে না হয় জলাভাবে। বুঝেছ?

কাশ্মীরী। বুঝেছি। জলের ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি এই শয়তানী রাণীটাকে বন্দী কর। আমি তাকে চাই।

আলম। সে-ও তোমাকে চায়। দেখো সাবধান।

কাশ্মীরী। তুমি সাবধান হও সম্রাট্। বৃদ্ধ রাজসিংহ যেন তোমাকে বন্দী করতে না পারে। আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

[প্রস্থান।

আলম। দিলীর খাঁর হাতে আর ভেল্কী খেলে না দেখছি। বৃদ্ধ সেনানীকে বন্ধু যশোবন্ত সিংহের কাছে পাঠাব কি না ভাবছি। তিনি ত গেছেন স্বর্গে, ইনি কোথায় গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন, এই শুধু ভাবনা। আসুন মহারাণা রাজসিংহ, আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম।

রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজসিংহ। তা ভাববেন বই কি?

আলম। উপকার ত বড় কম করেন নি। রূপনগরের মেয়েকে আমার হাত থেকে আপনি ছিনিয়ে নিয়েছেন, সমগ্র হিন্দু সমাজকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন, আমার বিদ্রোহী পুত্রকে আশ্রয় দিয়ে আমার অশেষ মঙ্গল করেছেন।

রাজসিংহ। আমি যা করেছি, সজ্ঞানেই তা করেছি সম্রাট। জিজিয়া কর আমি দেব না, মাড়বারকে আমি চিরদিন পক্ষপুটে আশ্রয় দেব। আমি যদি রাজপুতের সন্তান হয়ে থাকি,—হিন্দু বিদ্বেষী সম্রাট আলমগীর, আপনার উদ্ধত মস্তক আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

আলম। মাটির শিশু আমি মাটিতেই মিশে আছি। আপনি আর কি মেশাবেন রাণা? বরং হাতে নিন তলোয়ার আর মুখে নিন হরিনাম, পরকালের কাজ হবে।

[উভয়ের যুদ্ধ; নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাণা রাজসিংহের জয়"]

আলম। কি হল?

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। বেগমসাহেবা বন্দিনী।

আলম। বেগমসাহেবা বন্দিনী! সিংহিনী পিঞ্জরাবদ্ধ? দিলীর খাঁ, তয়বর খাঁ, লক্ষ ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হও। দিল্লীর মসনদ জামীন। বেগমকে ছিনিয়ে আন। না না, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। [একবার বক্র দৃষ্টিতে আকবরের দিকে চাহিলেন] পিতৃভক্ত শাহজাদা? বহুৎ আচ্ছা। জিন্দা রহো।

[প্রস্থান।

রাজসিংহ। এর অর্থ কি শাহজাদা?

আকবর। কিসের অর্থ মহারাণা?

রাজসিংহ। পড় এই পত্র। [পত্র দিলেন]

আকবর। কার পত্র? কে কাকে লিখেছে?

রাজসিংহ। তোমার পিতা লিখেছিলেন তোমাকে। তোমার দুর্ভাগ্য পত্রখানাকে উড়িয়ে আমার হাতে এনে ফেলেছেন। কি লিখেছেন তোমার পিতা, তুমি একবার পড় ত শুনি।

আকবর। [পত্র পাঠ] প্রিয় পুত্র আকবর, তোমার পয়গম আমি পেয়েছি। তুমি যে আমার স্বার্থরক্ষার জন্য রাজসিংহের আশ্রয় নিয়েছ, আমি তা আগেই বুঝেছিলাম। তোমার অভিনয় জয়যুক্ত হউক। দিল্লীর মসনদ তোমারই জন্য রইল।

রাজসিংহ। বল শাহজাদা, এ পত্র কি জান?

আকবর। না। না।

রাজসিংহ। কার এ হস্তাক্ষর।

আকবর। আমার পিতার।

রাজসিংহ। তাহলে এ সত্য? তুমি আমার সঙ্গে অভিনয় করতে এসেছ?

আকবর। আপনার কি মনে হয় মহারাণা?

রাজসিংহ। মনে হয় কূটবুদ্ধি আলমগীরের যোগ্য পুত্র তুমি। আমি তোমাকে বলেছিলাম, বেইমানি যদি না কর, আমার আশ্রয় থেকে কেউ তোমাকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

আকবর। বেইমানি আমি করি নি মহারাণা। আমায় ভুল বুঝবেন না। দোহাই আপনার, আমায় বিশ্বাস করুন।

রাজসিংহ। এর পরেও তোমায় বিশ্বাস করব? আমি যদি মোগল হতাম, এই মুহূর্ত্তে তোমার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। রাজপুত আমরা, অতটা নিষ্ঠুর হতে শিখি নি। যাও শাহজাদা আকবর, তোমার পথ মুক্ত। তোমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে মোগল শিবিরে ফিরে যাও।

আকবর। আমায় ত্যাগ করবেন না মহারাণা। তাহলে আমার অনিবার্য্য পরিণাম মৃত্যু।

রাজসিংহ। মৃত্যু নয়, দিল্লীর সিংহাসন।

[প্রস্থান।

আকবর। মহারাণা রাজসিংহ!

সহসা আলমগীরের প্রবেশ ও বজ্রমুষ্টিতে
আকবরের হস্ত ধারণ।

আলম। রাজসিংহ নয়, এর নাম আলমগীর।

আকবর। পিতা!

আলম। শোন নি রাজদ্রোহি, আলমগীর কারও পিতা নয়, পুত্র নয়, স্বামী, ভ্রাতা বন্ধু নয়; সে শুধু ইসলামের সেবক আল্লা-তালার মহিমা প্রচারক দীন গোলামের গোলাম।

[আকবরের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির।

কাশ্মীরী বেগমের প্রবেশ।

কাশ্মীরী। দরওয়াজা খোল, খোল দরওয়াজা। কাশ্মীরী বেগমকে বন্দী করে রাখে, শয়তান হিন্দুদের এত স্পর্দ্ধা। গর্দ্দান নেব, জ্বালিয়ে দেব তামাম হিন্দুস্থান। কে আছ?

রাণীবাঈয়ের প্রবেশ।

রাণী। আমি আছি কাশ্মীরী বেগম। হুকুম কর, তামিল করে কৃতার্থ হই। সরাপ দেব?

কাশ্মীরী। না।

রাণী। বাঈজীর নাচ দেখবে?

কাশ্মীরী। জাহান্নামে যাক বাঈজী।

রাণী। গোটা কতক হিন্দুর মাথা এনে দেব? দাবা খেলবে? খেল না, মরা মেজাজ বেশ চাঙ্গা হবে এখন। দেখ দেখি, বেগম সাহেবার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, হাওয়া করতে কেউ নেই? এত যত্নের প্রসাধন গলে গলে পড়ে যাচ্ছে। আমার ওড়না দিয়ে হাওয়া করব কাশ্মীরী বেগম?

কাশ্মীরী। বাজে কথা রাখ। আমাকে বন্দী করেছে কে?

রাণী। আমার অনুচরেরা করেছে বেগম সাহেবা। আপনি একটা হিন্দুর মেয়ের হাত থেকে তার বহু কষ্টে নিয়ে আসা

পানীয়ের ভাণ্ড যখন লাথি মেরে ভেঙে ফেলে উন্মাদের মত নৃত্য করছিলেন, তখন তারাও আপনাকে উন্মাদের মত বন্দী করে এনেছে। ওরা আপনার অঙ্গ স্পর্শ করেছে বলে গোঁসা করবেন না। কারণ ওঁরা কেউ পুরুষ নয়, সব নারী।

কাশ্মীরী। এত সাহস তোমার আমাকে বন্দী কর?

রাণী। তোমরাও ত আমাকে বন্দী করেছিলে বিবি। বন্দিত্বের মহিমা শুধু আমিই বুঝব, তুমি একটু বুঝবে না? তোমাদের বন্দিশালায় আমি শিবপূজো করেছি, আমার বন্দিশালায় তুমি নমাজ পড়ে নাও।

কাশ্মীরী। রাণীবাঈ!

রাণী। কাশ্মীরী বেগম!

কাশ্মীরী। মরার পালক গজিয়েছে তোমার।

রাণী। তোমার যেমন সেদিন গজিয়েছিল।

কাশ্মীরী। দরওয়াজা খোল।

রাণী। খুলে নাও যদি সাধ্য থাকে। কোথায় তোমার সেই বৃদ্ধ খসম? তাকে ত কোন সকালে খবর পাঠিয়েছি, বিরহিনী বেগমকে নিয়ে যেতে পারলে না? আর বোধহয় তোমাকে তার প্রয়োজন নেই।

কাশ্মীরী। চোপরাও কসবি।

রাণী। খাড়া রহো শয়তানি।

কাশ্মীরী। মাড়বারের মাটিতে আমি তোমাকে জ্যান্ত কবর দেব।

রাণী। মেবারের মাটিতে তোমাকে আমি শিকপোড়া করব।

কাশ্মীরী। মনে করেছ, এ দিন এই ভাবেই যাবে?

রাণী। তুমিই মনে করেছ, আমি নই।

কাশ্মীরী। এক লক্ষ ফৌজ মেবার ছেয়ে ফেলেছে। দরকার হয়, আরও পাঁচ লক্ষ আসবে। রাজস্থানের মাটিতে আমরা সর্ষে বুনব, আর তোমার—

রাণী। আমার দেহটা পচিয়ে সর্ষে ক্ষেতে সার দেবে? তাই দিও বেগম। দেরী কত?

কাশ্মীরী। আর দেরি নেই রাণি। রাজসিংহ মরবে, দুর্গাদাস মরবে, তোমাদের পরম বন্ধু আকবর বন্দী। ভীমসিংহের মরার পথ ত আমিই পরিষ্কার করে এসেছি।

রাণী। তার অর্থ?

কাশ্মীরী। অর্থ বুঝলে না? দোবারির ওপার থেকে তার জন্যে যে খানা আর পানি এসেছিল, আমি তা লাথি মেরে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি। সে মেয়েটা এতক্ষণ আছে কি নেই, জানি না।

রাণী। এত বড় শয়তানী তুমি কাশ্মীরী বেগম। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেশপ্রেমিক মহাবীর ভীমসিংহের মৃত্যুব আয়োজন করে এসেছ তুমি? কি করব তোমাকে? কশাঘাত করব, না ওই শয়তানির বারুদখানা মাথাটা উড়িয়ে দেব? মহারাণা, দুর্গাদাস, জয়সিংহ, কেউ নেই এখানে? প্রতিহারিনি,—চাবুক নিয়ে আয়। না না, চাবুক নয়, একটা বর্শা।

কাশ্মীরী। চোপরাও শয়তানি।

রাণী। চোপরাও ভেড়ীকা বাচ্ছা। আমি ঠিক করতে পাচ্ছি না, কি শাস্তি তোমায় দেব। তার আগে আমার কাছে তোমার যা পাওনা আছে, তা মিটিয়ে দিই। তুমি দয়া করে এক পাটি জুতো আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলে। আমি এই দিনটির জন্যে

সযত্নে সে জুতোটা রেখে দিয়েছি। এই নাও বেগম তোমার সেই জুতো। [জুতা গায়ে ছুঁড়িয়া দিল]

কাশ্মীরী। কেউ কি নেই, বিশাল মোগল ফৌজের মধ্যে কেউ কি নেই যে এই শয়তানীকে—

রাণী। চুপ। [পিস্তল বাগাইলেন]

দুর্গাদাসের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। মা! [পিস্তল কাড়িয়া লইলেন] ছি মা। শত্রুর বুকের রক্তে স্নান করতে তোমার ত পুত্রসন্তানের অভাব নেই; তুমি নারী, রক্তের এ মহাপ্লাবনের মধ্যে তুমি কেন এলে মা? সবাই যদি অস্ত্র ধরে, কে দেবে সন্তানের মুখে অমৃতের ধারা, কে দেবে রণক্লান্ত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে প্রলেপ, মুখে পিপাসার জল, বুকে ভরসা, কানে 'মা ভৈঃ' মন্ত্র?

রাণী। যন্ত্র দাও দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস। ক্রোধ সংবরণ করা মা! শত্রু আমাদের মোগল সম্রাট, তাঁর বেগমের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই।

রাণী। আমার সঙ্গে সম্রাটের কি শত্রুতা ছিল? তবে আমাকে কেন সে বন্দী করেছিল?

দুর্গাদাস। তাদের নীতি আমাদের জন্যে নয় মা। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর পিতাকে বন্দী করে মসনদ অধিকার করেছেন। আমি ত পারিনি প্রভুকে হত্যা করে মাড়বারের রাজা হয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করতে। আমাদের ভীমার্জ্জুন দুর্য্যোধনের হাতে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েও বন্দিনী কৌরবনারীদের উদ্ধারের জন্য ছুটে গিয়েছিল।

রাণী। আমাদের দ্রৌপদী দুঃশাসনের রক্তে বেণী বেঁধেছিল।

দুর্গাদাস। কিন্তু একবারও ভানুমতীর চুলের মুঠি ধরেনি। মুক্তি দাও মা, বেগম সাহেবাকে মুক্তি দাও। যা করেছ তুমি, তাতেই ভারত সাম্রাজ্ঞীর মাথা ধূলোয় মিশে গেছে, মানীর মান আর হরণ করো না।

কাশ্মীরী। তুমিই দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। হ্যাঁ বেগম সাহেবা।

রাণী। মহিমান্বিতা বেগমসাহেবা তোমাদের কি সর্ব্বনাশ করে এসেছেন জান? কুমার ভীমসিংহের খাদ্য পানীয় নিয়ে চম্পা আসছিল, বেগমসাহেবা সে খাদ্যপানীয় রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভীমসিংহ মরবে, চম্পাও আছে কি না সন্দেহ।

দুর্গাদাস। নারী হয়ে এ আপনি কি করলেন বেগমসাহেবা?

রাণী। বল, এর পরেও এর মুক্তি চাও?

দুর্গাদাস। হ্যাঁ চাই। মোগল শিবিরে হাহাকার পড়ে গেছে, হিমালয়ের উচ্চ চুড়া ভেঙ্গে পড়বে। আর কেন মা? আদেশ কর, বেগমসাহেবাকে আমি মোগল শিবিরে পাঠিয়ে দিই।

রাণী। না।

দুর্গাদাস। মহারাণি!

রাণী। কি বুঝবে তুমি কি দাহ এ অন্তরের মধ্যে? এমন দিকপালের মত স্বামী যার গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেয় নি, মোগলের হারেমে অপমান লাঞ্ছনা আর বিদ্রূপ যাকে সহ্য করতে হয় নি, সে কি বুঝবে আমার অন্তরের জ্বালা? আমার বন্দিনীকে আমি মুক্তি দেব না।

দুর্গাদাস। আমি দেব মুক্তি। এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি। আমার

আদেশ মহারাণা রাজসিংহকে মেনে নিতে হয়, তোমাকেও নিতে হবে।

রাণী। দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস। ঘরে ফিরে গিয়ে তুমি যে দণ্ড দেবে, আমি তা মাথা পেতে নেব। আজ আমারই আদেশ তোমাকে মানতে হবে মা। ভারতসম্রাজ্ঞী মুক্ত।

রাণী। নির্ব্বোধ প্রভুর নির্ব্বোধ ভৃত্য। এই উদারতা যদি তোমার ধ্বংস নিয়ে আসে, আমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলব না। একটা নিঃশ্বাসও ত্যাগ করব না। [প্রস্থান।

কাশ্মীরী। দুর্গাদাস! তুমি কি দুর্গাদাস?

দুর্গাদাস। আমি আপনার সন্তান।

কাশ্মীরী। দীর্ঘজীবি হও তুমি, দীর্ঘজীবি হক রাজপুত জাতি। [প্রস্থান।

চম্পা। [নেপথ্যে] সেনাপতি, মহারাণা, যুবরাজ,—

দুর্গাদাস। কে আর্ত্তস্বরে ডাকছে?

চম্পার প্রবেশ।

চম্পা। জল নেই, ওগো জলপাত্র ভেঙ্গে ফেলেছে। আমাকে সারাদিন বন্দী করে রেখেছিল। আহত ক্ষত বিক্ষত কুমার ভীমসিংহ "চম্পা চম্পা" বলে ডাকছেন। আমি কাণে আঙ্গুল দিয়ে পালিয়ে এলাম। কি করব বল? কোথায় পাব কুমারের পিপাসার জল।

আহত অবসন্ন ভীমসিংহের প্রবেশ।

ভীমসিংহ। চম্পা! পালিয়ে এলে কেন ভগ্নি? আজ ত খাদ্যও

দিলে না, পানীয়ও দিলে না। পিপাসায় ছাতি ফেটে গেল; জল দাও, জল দাও।

চম্পা। জল নেই কুমার, মোগলেরা জলপাত্র ভেঙে ফেলেছে, ফিরে যাবার অবকাশও আমায় দেয় নি। যদি আপনার পিপাসা মেটে, আমার বুকের রক্ত দিচ্ছি, পান করে তৃপ্ত হন।

ভীমসিংহ। যাক্ যাক্, তুমি দুঃখিত হয়ো না। সাত দিন তোমার দেওয়া শীতল জল পান করেছি, এই স্মৃতিই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি কেঁদো না ভগ্নি। অতর্কিতে ওরা চারজন যদি আমায় আক্রমণ না করত, তাহলে এত রক্তক্ষরণ হত না, পিপাসায় ছাতিও ফেটে যেত না।

চম্পা। আমিই আপনাকে আশ্বাস দিয়ে মেবারে এনে মৃত্যুর কবলে তুলে দিলাম কুমার।

ভীমসিংহ। না না, কে কাকে মারতে পারে? তুমি নিজেকে অপরাধী মনে করো না ভগ্নি।

দুর্গাদাস। ভীমসিংহ, ভাই,—

ভীমসিংহ। দুর্গাদাস, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে সসৈন্যে মোগল সম্রাটকে গিরিশঙ্কটের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে গেলাম। গিয়ে দেখ, সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মধ্যে মোগলবাহিনী মূষিকের মত আবদ্ধ হয়ে আছে। সামনে কামান,—পেছনে কামান, মাথার উপর থেকে রাজপুতেরা পাথরের চাঙড় ফেলছে। যাও যাও, এ সুযোগ অবহেলায় নষ্ট হতে দিও না।

দুর্গাদাস। কুমার, তোমার তুলনা শুধু তুমি।

ভীমসিংহ। ভগ্নি, কাছে এস, কোল পেতে দাও, বড় ঘুম পাচ্ছে।

[চম্পার কোলে মাথা রাখিয়া ভীমসিংহ শয়ন করিলেন, দুর্গাদাস ও চম্পার চক্ষে অশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল]

রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজসিংহ। ভীমসিংহ।

ভীমসিংহ। পিতা, পদধূলি দিন।

রাজসিংহ। আমার অনুরোধ রাখ পুত্র। পানীয় গ্রহণ কর। এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

ভীমসিংহ। আমি রাজপুত, আমি মহারাণা রাজসিংহের পুত্র, প্রাণান্তেও শপথ ভঙ্গ করব না।

জলপাত্র হস্তে জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়সিংহ। জল এনেছি ভাই, জল পান কর।

ভীমসিংহ। জল! এনেছ? পিপাসায় বুক শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। [উঠিলেন ; জলপাত্র নিলেন] এরই নাম জীবন!

সকলে। পান কর।

ভীমসিংহ। পান করব? সত্য রক্ষার চেয়ে প্রাণ রক্ষা বড়? না না, পৃথিবী শীতল হক, মেবারের মাটি শীতল হক। [জল মাটিতে ঢালিয়া দিলেন]

রাজসিংহ, দুর্গাদাস ও জয়সিংহ। ভীমসিংহ!

চম্পা। ভাই!

ভীমসিংহ। না-না-না। সত্যের জয় হক,—সত্যের জয় হক।

[অগ্রে ভীমসিংহ পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গিরিপথ।

আলমগীরের প্রবেশ।

আলম। এ কি করলে খোদা? বিশ্বত্রাস বাদশা আলমগীর ক্ষুদ্র মেবারের কাছে পরাজিত হবে? এই নির্ব্বাত অন্ধকার গিরি-পথে বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমি অন্নাভাবে জলাভাবে মূষিকের মত প্রাণ দেব? দুনিয়া জানবে না, বিশ্ববিজয়ী আলমগীর কোথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে? নকীব হাঁকবে না? রাজা উজির, আমীর ওমরাহ শেষ কুর্ণিশ করবে না? ইমামের দল আজানধ্বনি দেবে না? নিঃশব্দে ফুরিয়ে যাব? কবরও কেউ দেবে না? হা আল্লা! বাদশা আলমগীরের নসীবে এই কি তুমি লিখেছ?

দিলীর খাঁর প্রবেশ।

দিলীর। সম্রাট!

আলম। কে, দিলীর খাঁ? জান, আকবরকে আমি হত্যার আদেশ দিয়ে এসেছি।

দিলীর। আমি তাকে মুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছি জাঁহাপনা।

আলম। আমার আদেশ অমান্য করে? দিলীর খাঁ, সিংহ আজ পিঞ্জরাবদ্ধ বলে সামান্য মূষিকও কি তাকে পদাঘাত করবে?

দিলীর। আমি নিরস্ত্র হয়ে আপনার সম্মুখে এসেছি জনাব।

আপনার সঙ্গে তরবারি আছে, ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা করুন। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে আপনি তদন্ত করলে দেখতে পাবেন,—আকবরের কোন দোষ নেই।

আলম। দোষ নেই? সে সম্রাট নাম নিয়ে মাড়বারের সিংহাসনে বসে নি?

দিলীর। না। এ সব ইন্দ্রসিংহের ষড়যন্ত্র।

আলম। ষড়যন্ত্র!

দিলীর। হঁ্যা। আমি তাকে বন্দী করেছিলাম। সে নিজের মুখে সব কবুল করেছে।

আলম। দিলীর খাঁ! এতদিন পরে দারার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছ তুমি আমাকে পুত্রহত্যার পাপ থেকে রক্ষা করে। দেখছি বাদশা আলমগীরেরও ভুল হয়।

দিলীর। ভুল না হলে বেছে বেছে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসালেন কেন? কেন এলেন রণডঙ্কা বাজিয়ে মহারাণা রাজসিংহকে দমন করতে? কেন শত্রুসৈন্যের চক্রান্তে ভুলে সসৈন্যে গিরিবর্ত্মের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছেন? সামনে কামান, পেছনে কামান, মাথার উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি হচ্ছে। তার উপর আজ সাতদিন কেউ এক কণা খাদ্যপানীয় পায় নি। কত সৈন্য প্রাণ দিয়েছে জানেন? বিশ হাজার।

আলম। বিশ হাজার! ওঃ—বিশ হাজার মোগল সৈন্য জাঁতাকলে মূষিকের মত প্রাণ দিলে? তাই বাতাসে এমন দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। তুমি ত বাইরে ছিলে। তুমি এখানে এলে কি করে?

দিলীর। আসতে কারও বাধা নেই, কাউকে এরা বাইরে যেতে দেবে না।

আলম। এ কথা জেনেও তুমি কেন এলে?

দিলীর। মরতে হয় একসঙ্গেই মরব। আপনাকে এখানে রেখে একা আমি দিল্লী ফিরে যাব না।

আলম। দিলীর খাঁ!

দিলীর। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

আলম। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কি কোন পথ নেই?

দিলীর। না সম্রাট। একজনকেও এরা দিল্লী ফিরে যেতে দেবে না। রাণা রাজসিংহ পুত্রশোকে মূহ্যমান। নইলে হয়ত আপনার অনাহার ক্লিষ্ট পিপাসিত মুখ দেখে তাঁর দয়া হত। কিন্তু—দুর্গাদাস আমাদের রেহাই দেবে না সম্রাট। আপনারই চক্রান্তের ফলে কুমার ভীমসিংহ জলাভাবে বুক ফেটে মরেছে। দুর্গাদাস মরীয়া হয়ে উঠেছে। আজ আর কারও রক্ষা নেই।

আলম। দুদিকে আকাশচুম্বী পাহাড়। কোন পাহাড়ের গায়ে কি একটা ঝরণা নেই?

দিলীর। না নেই। যদি বাঁচতে চান, সন্ধি করুন।

আলম। সন্ধি করব? তুমি কি জান না দিলীর খাঁ এদের হাতে বেগমসাহেবা বন্দিনী?

দুর্গাদাস ও কাশ্মীরী বেগমের প্রবেশ।

দুর্গাদাস। বেগম সাহেবাকে ফিরিয়ে এনেছি সম্রাট।

আলম। ফিরিয়ে এনেছ?

কাশ্মীরী জাঁহাপনা! এই শোচনীয় দশা তোমার?

আলম। তোমাকে এরা হত্যা করলে না?

কাশ্মীরী। না।

আলম। অপমান করে নি বেগম?

কাশ্মীরী। অপমান আগে আমিই করেছিলাম, রাণী তার সামান্য প্রতিশোধ নিয়েছে। আর কেউ আমাকে এতটুকু অসম্মান করে নি।

দুর্গাদাস। আমি তবে আসি সম্রাট।

আলম। গিরিপথের দোর খুলে দাও রাজপুত।

দুর্গাদাস। খুলে দেব তখন, যখন সম্রাট আলমগীর আর তাঁর সৈন্যদের একজনও জীবিত থাকবে না। রাজপুত জাতিকে আপনি চেনেন না। তাই অকারণ আমার প্রভুকে আপনি হত্যা করিয়েছেন, লজ্জা শরম বিসর্জ্জন দিয়ে হিন্দুদের মাথায় উপর জিজিয়া কর বসিয়েছেন, সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মেবারের গৌরব ভীমসিংহকে পেছন থেকে শরক্ষেপ করেছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আপনার পুরনারীদের আমি সসম্মানে দিল্লী পাঠিয়ে দেব। তাবলে আপনাকে আর আপনার সৈন্যদের আমি রেহাই দেব না।

আলম। আমরা যদি মরি, তার আগে তোমাকে মরতে হবে রাঠোর। [তরবারি তুলিলেন]

কাশ্মীরী। }
দিলীর। } সম্রাট্! [বাধা দান]

কাশ্মীরী। এ অধর্ম্ম আমি তোমায় করতে দেব না জাঁহাপনা।

দিলীর। আমিও দেব না। সন্ধি করুন সম্রাট্, সন্ধি করুন। প্রতি মুহূর্ত্তে সৈন্য-সামন্ত অসহায় মূষিকের মত দাঁড়িয়ে মরছে, ক্ষুৎপিপাসায় আপনার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, এ আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না।

কাশ্মীরী। যাও দিলীর খাঁ, প্রভুর প্রাণ রক্ষার জন্য প্রভুর

আদেশ অমান্য করলে কোন পাপ হবে না। তোমার শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দাও। সন্ধি কর, সন্ধি কর।

দিলীর। আজ মনে হচ্ছে, আপনি যথার্থই দিল্লীশ্বরী। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

[প্রস্থান।

দুর্গাদাস। শাহানশা, হিন্দু মুসলমান উভয়েই আপনার প্রজা। তবু সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে এই দীর্ঘকাল আপনি হিন্দু সমাজের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছেন। অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতি আজ আপনাকে মৃত্যুর দ্বারদেশে টেনে এনেছে। আপনার মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। আমরা শুধু চাই, আপনি দীর্ঘকাল দিল্লীর মসনদে বসে হিন্দু মুসলমান পার্শী ক্রেস্তান সবাইকে সমান স্নেহে বুকে টেনে নিন।

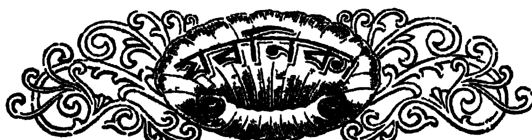
রাজসিংহের প্রবেশ।

রাজসিংহ। তাহলে দেখবেন, আমরা আপনার শত্রু নই, পরম বন্ধু।

আলম। ওঠ দুর্গাদাস, আসুন মহারাণা রাজসিংহ। আমি বুঝেছি, পশুবল দিয়ে রাজ্য শাসন চলে না। আমি নতশিরে পরাজয় স্বীকার কচ্ছি রাণা। জিজিয়া কর আমি প্রত্যাহার করলাম, মাড়বার রাজ্যের স্বাধীনতা মেনে নিলাম, আর আজ আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি, আজ হতে হিন্দুমুসলমানে আর কোন প্রভেদ আমি রাখব না। বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের উচ্চ শির তুমিই অবনত করেছ দুর্গাদাস। গ্রহণ কর আলমগীরের শুভেচ্ছার সঙ্গে এই অপরাজেয় তরবারি।

দুর্গাদাস। সম্রাটের দান আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। [নতমস্তকে তরবারি গ্রহণ করিলেন]

আলম। আসুন রাণা রাজসিংহ, হিন্দুমুসলমানের মিলনের সন্ধিক্ষণে বৃদ্ধ আলমগীর আর স্থবির রাজসিংহ মিত্রতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হক। [উভয়ের আলিঙ্গন]



—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

সম্রাট নাদির শাহ্—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ নিউ গণেশ অপেরার কীর্তি-স্তম্ভ। দরিদ্র এক চাষার ছেলে হ'লো প্রজাপালক আদর্শ-বাদী দরদী সম্রাট। কেন? কি তার কারণ? কার সে উত্তেজনা—প্ররোচনা? আবার কেনই বা সেই মরমী দেশপ্রাণ সম্রাট পরিণত হলো এক অত্যাচারী নিষ্ঠুর নরঘাতক নৃশংস দস্যুতে? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নির্দ্দেশেই এই নাটক। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

সত্যাশ্রয়ী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নূতন কাল্পনিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর দলের নীলকান্তমণি। সত্যরক্ষার জন্য দশরথ রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়েছিলেন, কলির মানুষও যে সত্যরক্ষার জন্য কত বড ত্যাগ করতে পারে, এই "সত্যাশ্রয়ী"ই তার জলন্ত প্রমাণ। খড়্গপাণির অসাধারণ মনোবল ও সত্যরক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ নাটকের পত্রে পত্রে শিহরণ জাগায়। যদি সত্যের আসল রূপ দেখতে চান, সত্যাশ্রয়ী পড়ুন। সামান্য মন্দির-রক্ষকের মহত্ব, মন্ত্রিকন্যার বিচিত্র স্বদেশপ্রেম প্রাণে আনন্দের লহর তোলে। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। নিউ গণেশ অপেরার কোহিনুর। অবাঙালী হিন্দুমুসলমানের বাঙালী বিদ্বেষণ, রাজকরের নামে নির্ব্বিচারে বাংলা শোষণ, বাঙালী নারীর মর্য্যাদা হরণের প্রতিবাদে বাঙলার ছেলে বাঙালী প্রতাপের মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষায় সূর্য্যকান্ত, হায়দার খাঁ, রডা সাহেব, মতিয়া বিবির জীবন দান। স্বার্থান্ধ শয়তান ভবানন্দের শয়তানি চক্রে বাঙলার পতন। "যে জাতির মনে স্বজাতি-প্রীতি নাই, সে জাতির কাছে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই" এই কথাটাই নাটকের প্রাণ। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

স্বামীর ঘর—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ বি-টি প্রণীত দেশাত্মবোধক নাটক, প্রভাস অপেরায় অভিনীত। ধনীর দুহিতা সতীর স্বামিসেবা-ব্রতে অবজ্ঞা—পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ। মাতুলালয়ে ঐশ্বর্য্য-বিলাসে বিকর্ণের জন্ম। দশ বৎসর পরে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ—পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ, দীনদরদী সত্যকামের দেশের সেবায় সর্বস্ব ত্যাগ। অন্নলোকে জমজমাট অভিনয় হয়। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত নাটকাবলী

বঙ্গবীর (ঐতিহাসিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
প্রবীরার্জ্জুন (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
লীলাবসান (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
রক্ত-তিলক (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
চাঁদের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ৩৲
বাঁশের বাঁশী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
রাজলক্ষ্মী (পৌরাণিক নাটক) গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
সারথি (পৌরাণিক নাটক) নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
স্বামীর ঘর (দেশাত্মবোধক নাটক) প্রভাস অপেবায় অভিঃ। মূল্য ২৸৹
সত্যাশ্রয়ী (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
রাজ-নন্দিনী (কাল্পনিক নাটক) রঞ্জন অপেরায অভিনীত। মূল্য ২৸৹
মায়ের ডাক (রূপক নাটক) প্রভাস অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
দেবতার গ্রাস (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
রাজ-সন্ন্যাসী (ঐতিহাসিক নাটক) বিষগ্রাম নট্ট কোংতে মূল্য ২৸৹
স্বর্ণলঙ্কা (পৌরাণিক নাটক) বাণী নাট্য-সমাজে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
ভক্তকবি জয়দেব (ঐতিহাসিক নাটক) নট্টকোংতে অভিঃ মূল্য ২৸৹
দানবীর (পৌরাণিক নাটক) ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত। মূল্য ৩৲
প্রতিশোধ (কবিতার নাট্যরূপ) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
লোহার জাল (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
চাষার ছেলে (ঐতিহাসিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিঃ। মূল্য ২৸৹
গাঁয়ের মেয়ে (ঐতিহাসিক নাটক) সত্যনারায়ণ অপেরায় „ মূল্য ২৸৹
ভারত-তীর্থ (কাল্পনিক নাটক) নট্ট কোংতে অভিনীত। মূল্য ২৸৹
বিচারক (ঐতিহাসিক নাটক) রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹
কুরুক্ষেত্রের আগে (পৌরাণিক নাটক) নট্ট কোংতে „ । মূল্য ২৸৹
সবার দেবতা (পৌরাণিক নাটক) সতী অপেরায় অভিনীত। মূল্য ২৸৹